পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 41 Saturday, 10 January, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা ✱ ২৫ পৌষ ১৪৩২, শনিবার, ১০ জানুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

থানায় অভিযোগ দায়ের মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ আইপ্যাকের অফিস ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশির ঘটনায় সরাসরি পুলিশের দ্বারস্থ হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার অভিযানের বিরুদ্ধে তিনি দু'টি আলাদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এফআইআর রুজু করেছে পুলিশ। ইডি এবং সিআরপিএফের অজ্ঞাতপরিচয় আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সল্টলেকের ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানা ও শেক্সপিয়র সরণি থানায় মামলা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার দুই থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগে একাধিক ধারার উল্লেখ রয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ, অনুমতি ছাড়া জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া বা চুরির চেষ্টা এবং ভয় দেখানোর মতো গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। আইপ্যাক তৃণমূলের ভোটকুশলী। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে সংস্থাটির কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে হঠাৎই তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। একই সময়ে আর একটি ইডি দল সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে অবস্থিত আইপ্যাকের দফতরেও পৌঁছে যায়। বেআইনি কয়লা পাচার সংক্রান্ত একটি পুরনো মামলার সূত্র ধরেই এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয় বলে জানা যায়। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে তিনি প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে যান, তার পরে সল্টলেকের আইপ্যাক দফতরেও প্রবেশ করেন। অভিযোগ, ইডির তল্লাশি চলাকালীনই তিনি ভিতর থেকে একাধিক ফাইল, গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ল্যাপটপ বাইরে বের করে আনেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্রীয় সংস্থা তৃণমূলের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কৌশল হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, এর আগেই বৃহস্পতিবার লাউডন স্ট্রিট ও আইপ্যাক দফতরে ইডির অভিযানের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হল মুখ্যমন্ত্রীর করা নতুন অভিযোগ।

বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ আইপ্যাক অফিসের তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দুপুরে মামলার শুনানি হওয়ার কথা। তার আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুর্নীতির ১৬ কোটি টাকা আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল বলে দাবি করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের অফিসে ইডি-তল্লাশি ঘিরে দিনভর নাটক চলে। তল্লাশির মাঝে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফাইল হাতে নিয়ে বেরিয়ে যান তিনি। এই ঘটনায় তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে ইডি। সেই ঘটনাকে 'ফৌজদারি অপরাধ' বলে উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু আইপ্যাকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'জল জীবন মিশন'-এর ৮০০০ কোটি টাকা পেয়েছিল বাংলা, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, ২০২১ সালে এই প্রকল্পের বরাত পেয়েছিল একটি সংস্থা। ১৭০ কোটি টাকার

বরাত পেয়েছিল তারা। কাকদ্বীপের একটি ব্যাঙ্ক থেকে তার মধ্যে ১৬ কোটি টাকা আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। এমনকী ওই লেনদেনের চেক নম্বরও বলে দিয়েছেন শুভেন্দু। সেইসঙ্গে শুভেন্দু আরও দাবি করেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদতে কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি। শুভেন্দু বলেন, ''উনি যে প্রস্তাবিত প্রার্থী তালিকা নিয়ে গিয়েছেন, সেই তালিকা অনেকের কাছেই রয়ে গিয়েছে। উনি যে ল্যাপটপ নিয়ে গিয়েছেন, তাতে কী আছে কেউ জানে না।''

বিজেপির 'মৃত্যুঘণ্টা' বাজানোর ডাক দিয়ে সবুজ ফাইল সম্পর্কে মমতা বললেন

'কোনও অন্যায় করিনি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ ইডির তল্লাশির মাঝেই আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবুজ ফাইল হাতে বেরোতে দেখা- সেই দৃশ্য ঘিরেই বৃহস্পতিবার রাত থেকে রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনার ঝড়। ফাইলে কী ছিল, ইডির অভিযান চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী আদৌ কিছু নিয়ে যেতে পারেন কি না, বিরোধীদের এহেন প্রশ্নের জবাব শুক্রবার হাজরার প্রতিবাদ সভা থেকে দিলেন মমতা নিজেই। হাজরার মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, ''কাল যা করেছি, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হিসেবে করেছি। কোনও অন্যায় করিনি। তুমি খুন করতে এসেছিলে। চোরের মতো আমার সমস্ত ডেটা চুরি করতে এসেছিলে। জোড়াফুলটা যদি রক্ষা না হয়, মানুষের হয়ে লড়াই করব কী করে?'' এরপরই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণে সুর চড়িয়ে দলের নেতা, কর্মীদের উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। পাড়ায় পাড়ায় বিজেপির মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দিন। মা, বোনেদের আঘাত করলে ভাইয়েরা বুঝে নেবে।'' একই সঙ্গে এসআইআর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''মানুষের কৈফিয়ত চাইবার আগে আপনারা কেন পদত্যাগ করবেন না?'' নাম না করে নির্বাচন কমিশনকেও আক্রমণ করেন তিনি। ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র মন্তব্য, ''ভ্যানিশ কুমার ভোট ভ্যানিশ করার কে? আপনি কি ম্যাজিসিয়ান? নাগরিকের অধিকার কেড়ে বিজেপিকে জেতানোর চেষ্টা করলে আমরাও তোমার অধিকার কেড়ে নেব।'' মমতা ফের অভিযোগ তোলেন, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে বিজেপি ইডিকে ব্যবহার করে তৃণমূলের 'ইকেশন স্ট্র্যাটেজি' হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই কারণেই আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে তাঁর দাবি। এ প্রসঙ্গে দিল্লির ঘটনার কথাও টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''দিল্লিতে আমাদের সাংসদরা বিক্ষোভ দেখাতে গেলে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায়, আর এখানে লাল কার্পেট বিছিয়ে মিটিং করায়। কোর্ট থেকে পারমিশন নিয়ে এসে মিটিং করেন।'' প্রতিবাদ মিছিলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কথাও তুলে ধরেন মমতা। ''বুঝতেই পারলাম না কখন সাড়ে ১০ কিলোমিটার হেঁটে ফেললাম। এই হাজরাতেই সেদিন মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। গতকাল মনে হচ্ছিল, আবার নতুন করে জন্মালাম।'' নিজের শারীরিক অবস্থার কথাও বলেন তিনি- মাথায় আঘাতের পর ভোর ৪টের আগে ঘুমোতে পারেন না বলেও জানান। কমিশনের তৎপরতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বলেন, ''৯০ বছরের বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠাচ্ছো। নাকে নল, তিন তলায় ওঠাচ্ছো, লজ্জা করে না?'' কটাক্ষের সুরে যোগ করেন, ''গান্ধীজি থেকে সবাই বাদ, আর ভোটের সময় জিন্দাবাদ!'' সবচেয়ে চড়া হুঁশিয়ারি আসে বক্তব্যের শেষ ভাগে। মুখ্যমন্ত্রীর গর্জন, ''তুমি আমাকে এক দিন আটকাবে, আমি ১০০ দিনের ফসল তুলে নেব। আমাকে জেলে ভরলে তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেব। মনে রাখবে, সুস্থ বাঘের চেয়ে আহত বাঘ আরও ভয়ঙ্কর।'' জিএসটি নিয়েও সরব হন মমতা। কেন্দ্রের উদ্দেশে তাঁর দাবি, ''আমার ভাগের টাকা আমাকে দাও। চার বছর ধরে বাংলার উন্নয়নের টাকা আটকে রেখেছ। লজ্জা করে না?'' আসন্ন বিধানসভা ভোটে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সভা থেকে সরাসরি শুভেন্দু অধিকারী ও জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করে হুঁশিয়ারির সুরে মমতা বলেন, ''শুনুন আপনাদের এখনও ভাগ্য ভাল, আমি চেয়ারে আছি বলে ওই পেনড্রাইভগুলো এখনও বাইরে বের করে দিইনি। আমার কাছে সব পেনড্রাইভে রাখা আছে। বাড়াবাড়ি করলে ফাঁস করে দেব।'' ইডির তল্লাশিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে দাবি করে তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতেই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে 'প্রতিস্পর্ধার জবাব' বলে ব্যাখ্যা করছেন দলের নেতারা। মিছিলে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ওই বক্তব্য ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্ব জানাচ্ছেন, রাজপথে যেমন লড়াই চলবে, তেমনই আইনি পথেও তার জবাব দেওয়া হবে। তবে একই সঙ্গে কেন্দ্রের উদ্দেশে কড়া বার্তা, সীমা ছাড়ালে পাল্টা আঘাত আসবে। ইডি-হানার আবহে এই হুঁশিয়ারি যে রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও তীব্র করবে, তা বলাই বাহুল্য। কটাক্ষের সুরে মমতা আরও বলেন, ''আগে গব্বর সিং দেখিয়ে বাচ্চাদের ভয় দেখানো হত। এরা ভাবছে এজেন্সি দিয়ে সেই ভয় দেখাবে। তুমি আজ মহারাজ, সাধু- আর আমি চোর? কাল ক্ষমতা থেকে চলে গেলে কেউ পাশে থাকবে না।'' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে স্পষ্ট- কেন্দ্রীয় সংস্থার 'ভয়' দেখিয়ে রাজনীতিতে দাগ কাটার চেষ্টা আর বরদাস্ত করতে রাজি নন তিনি। এখানেই না থেমে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''যখন ক্ষমতায় থাকবে না তখন কোথায় যাবে, মঙ্গল গ্রহে? ধরে নিয়ে আসব। মানুষের গণ আদালতে বিচার হবে।''

অবশেষে মুখ খুললেন অভিষেক

মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইডি পাঠিয়ে রেইড করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তাহেরপুর, ৯ জানুয়ারিঃ একদিন আগেই আইপ্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের বাড়িতে হানা দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। একইসঙ্গে সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসেও হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ছুটে গিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তোপের পর তোপ দেগেছিলেন বিজেপি, ইডি-র বিরুদ্ধে। এবার মতুয়াগড়ে গিয়ে একই ইস্যুতে সুর চড়াতে দেখা গেল গণতন্ত্রে গণদেবতা তো শেষ কথা বলে। অমিত শাহ তো ভোট দেবে না, নরেন্দ্র মোদি তো ভোট দেবে না, মিডিয়ার লোক তো ভোট দেবে না। ভোট দেবে তো খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক-কৃষক-মা-ভাইয়েরা। এমন জবাব দেবেন যেন ওদের অহংকার ভেঙে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের পাশাপাশি শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধেও সুর চড়াতে দেখা যায় অভিষেককে। তোপের পর তোপ

তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কামান্ডকে। তাহেরপুরের সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আইপ্যাকের অফিসে ইডি হানা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অভিষেক বলেন, ''এরা ইডিকে ব্যবহার করবে। ভোটার লিস্টে তৃণমূলের জন্য অ্যাপ তৈরি করেছে যাতে মানুষের অসুবিধা না হয়। দিদির দূত বলে আইপ্যাক ওই অ্যাপ তৈরি করেছে। কিন্তু এসআইআরে তৃণমূলের জন্য কাজ করছে, কেন গরিব মানুষের সাহায্য করছে তার জন্য কালকে ইডি পাঠিয়ে রেইড করেছে। আর সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার ইডিকে পাঠিয়ে হরণ করছে। এই হচ্ছে বিজেপির ফর্মুলা।'' সুর আরও চড়িয়ে বলেন, ''তোমাদের কাছে সব আছে ভাই, মানুষ নেই। তৃণমূলের কাছে কিছু নেই, মানুষ আছে। খেলা হবে। দাগতে দাগতে বলেন, ''ভাবছে ইসি-কে লাগিয়ে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেব, আর একদিকে ইডিকে লাগিয়ে বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করব। তুমি ইডি লাগাও, সিবিআই লাগাও, কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগাও, মিডিয়া লাগাও, তুমি বিচার ব্যবস্থা লাগাও, ইনকাম ট্যাক্স লাগাও, তোমার কাছে যত অর্থবল রয়েছে লাগাও কিন্তু বাংলার মানুষ বিজেপির জল্লাদদের কাছে, দিল্লির জমিদারদের কাছে মাথা নত করবে না।'' এরপরই এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তুলোধনা করতে গিয়ে একযোগে মোদি-শাহের পাশাপাশি একযোগে শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, ''আজকে আওয়াজ তুলতেই হবে। হয় নিঃশর্ত নাগরিকত্ব নইলে মোদি গদি ছাড়ো। হয় নিঃশর্ত নাগরিকত্ব নইলে অমিত শাহ গদি ছাড়ো। হয় নিঃশর্ত নাগরিকত্ব নইলে শান্তনু ঠাকুর দূর হটো।''

কোর্টরুমে বিশৃঙ্খলা, রাগে এজলাস ছাড়লেন বিচারপতি, ১৪ জানুয়ারি পিছোল শুনানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ কলকাতা হাইকোর্টে আইপ্যাক মামলায় শুনানি শুরুর আগেই এজলাস থেকে বেরিয়ে গেলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। সূত্রের খবর, কোর্টরুমে ঠাসা ভিড়ে তুমুল বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। সে এমনই হট্টগোল শুরু হয় যে ক্ষোভে এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন বিচারপতি। শুনানির তারিখ পিছিয়ে হল ১৪ জানুয়ারি। আইপ্যাকের সল্টলেক সেক্টর ফাইভের দফতর ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে ইডির তল্লাশি ঘিরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক ও আইনি টানাপড়েন পৌঁছে গিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আদালতের দ্বারস্থ হয়। ওই মামলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে। এর পাল্টা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে এই দুই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল।তবে দুপুর ২টা ৩৮ মিনিট নাগাদ পরিস্থিতির বদল হয়। এজলাসে বারবার সতর্ক করার পরও হইহট্টোগোল বন্ধ না হওয়ায় এবং দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও ভিড় না কমায় বিচারপতি লিখিত নির্দেশে জানিয়ে দেন, ওই দিনের মতো মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হচ্ছে। ফলে শুক্রবার কোনও শুনানি হয়নি। আদালত জানায়, আগামী ১৪ জানুয়ারি মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে। এ দিন এই মামলার জন্য কোনও লাইভ স্ট্রিমিংয়ের ব্যবস্থাও ছিল না। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে হঠাৎই তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। একই সময়ে আর একটি ইডি দল সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে অবস্থিত আইপ্যাকের দফতরেও পৌঁছে যায়। বেআইনি কয়লা পাচার সংক্রান্ত একটি পুরনো মামলার সূত্র ধরেই এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয় বলে জানা যায়। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে তিনি প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে যান, তার পরে সল্টলেকের আইপ্যাক দফতরেও প্রবেশ করেন। অভিযোগ, ইডির তল্লাশি চলাকালীনই তিনি ভিতর থেকে একাধিক ফাইল, গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ল্যাপটপ বাইরে বের করে আনেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্রীয় সংস্থা তৃণমূলের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কৌশল হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, এর আগেই বৃহস্পতিবার লাউডন স্ট্রিট ও আইপ্যাক দফতরে ইডির অভিযানের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হল মুখ্যমন্ত্রীর করা নতুন অভিযোগ। অন্য দিকে, এই পুরো ঘটনা নিয়ে ইডির তরফে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করা হয়েছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকেও পক্ষভুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসও আলাদা মামলা করেছে, যাতে আইপ্যাক ও ইডিকে যুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্যপালকে খুনের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপালকে খুনের হুমকি। আর সেই হুমকি দিয়ে রাজ্যপালের উদ্দেশে একটি মেইল পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর, যাতে লেখা আছে 'উইল ব্লাস্ট হিম'। মেইল আসার পরই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যপালের নিরাপত্তা। ঘটনায় ইতিমধ্যেই আটক হয়েছেন একজন। আর এই নিয়েই মুখ খুললেন তিনি। তবে তার কারণে যে রাজ্যপাল একটুও ভীত নন সেই কথা জানালেন তিনি। এ দিন রাজ্যপাল বলেন, ''আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই রাস্তায় ঘুরবো। আমার নিরাপত্তা রক্ষীরা তার কর্তব্যের স্বার্থে আমাকে অনুমতি দেয়নি।'' তিনি এও আশা করছেন, কলকাতার মানুষ তাঁকে নিরাপত্তা দেবেন। তাঁর কিছুই হবে না বলে জানিয়েছেন। বস্তুত, জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান রাজ্যপাল। এ দিন, সাংবাদিকরা বৃহস্পতি বারের ঘটনা নিয়ে রাজ্যপালের প্রতিক্রিয়া চান। তিনি বলেন, ''আমি এই বিষয়ে ঢুকতে চাই না। এটি সম্পূর্ণ জুডিশিয়াল ম্যাটার। সরকারি কর্মীকে কাজে বাধা দান এটা ক্রিমিনাল অফেন্স। যদি কেউ কোনও সংবিধানিক অথিরিটির কাউকে বাধা দেন, তাহলে তার পদে থাকার অধিকার নেই। কোনও ব্যক্তি যত উঁচু পদেই থাকুন, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ।'' এখানে উল্লেখ্য, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপাল প্রশ্ন তুলেছেন একাধিকবার। সদ্যই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে কী কী প্রয়োজন, তা নিয়ে একটি ইস্তেহার প্রকাশ করেন তিনি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই বলেই দাবি করেছেন তিনি। সাংবিধানিক দায়িত্বে থেকে গত কয়েক বছরে তিনি যা দেখেছেন, বুঝেছেন, সেটাই রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেছেন বলে দাবি রাজ্যপালের।

শাহের দফতরের বাইরে তৃণমূল সাংসদদের ধর্না ঘিরে তুলকালাম

টেনেহিঁচড়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হল শতাব্দীদের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারিঃ কলকাতায় আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশির রেশ পৌঁছল নয়াদিল্লিতে। শুক্রবার সাতসকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দফতরের বাইরে ধর্নায় বসেন তৃণমূলের আট সাংসদ। আর তৃণমূল সাংসদদের অবস্থান বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল সাংসদদের ধস্তাধস্তি বাধে। সাংসদদের আটক করে টেনেহিঁচড়ে, চ্যাংদোলা করে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূল সাংসদরা। পাল্টা কটাক্ষ করেছেন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন সকালে শাহের দফতরের বাইরে ধর্নায় বসেন আট তৃণমূল সাংসদ। ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাকেত গোখলে, বাপি হালদার, শতাব্দী রায়, মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ, প্রতিমা মণ্ডল ও শর্মিলা সরকার। তাঁদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। একাধিক প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'মোদি, শাহ ও ইডি জেনে রাখো, যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'। আইপ্যাকের অফিসে ইডি তল্লাশি নিয়ে সরব হন মহুয়া মৈত্ররা। পুলিশ তৃণমূল সাংসদদের সেখান থেকে সরানোর চেষ্টা করেন। তখনই দু'পক্ষের কার্যত ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কাউকে টেনেহিঁচড়ে, কাউকে চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তোলে পুলিশ। পার্লামেন্টস্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তৃণমূল সাংসদদের। পুলিশ তাঁদের হেনস্থা করে বলে অভিযোগ করে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, ''আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিলাম। অমিত শাহর পুলিশ আমাদের অত্যাচার করেছে। মারধর করেছে।'' বিজেপিকে নিশান করে তিনি বলেন, ''এরা লুঠেরার দল। বাংলার মানুষের ভোট পায় না। আমাদের পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি লুঠ করতে এসেছিল।'' মহুয়া মৈত্র বলেন, ''একজন নির্বাচিত সাংসদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশ কী করছে, তা সারা দেশ দেখছে। আমরা বিজেপিকে হারাবই।'' দিল্লিতে দলের সাংসদদের দিল্লি পুলিশ থানায় নিয়ে যাওয়ার পর সরব হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'গণতন্ত্রকে সাজা দেওয়া হচ্ছে। অপরাধীদের পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সংস্থাগুলিকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। নির্বাচনকে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে।' এরপরই তিনি লেখেন, 'প্রতিবাদীদের জেলে ভরা হচ্ছে। ধর্ষকরা জামিন পাচ্ছে। বিজেপির কাছে এটাই নতুন ভারত।' এতকিছুর পরও বিজেপি বাংলায় হারবে জানিয়ে অভিষেক লেখেন, 'ভারতের বাকি অংশকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হলেও বাংলা প্রতিরোধ করবে।' বাংলা বিজেপিকে হারাবে বলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দেন তিনি। শাহর দফতরের বাইরে তৃণমূল সাংসদদের ধর্না নিয়ে কটাক্ষ করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''ভারতের গৃহমন্ত্রণালয়ের সামনে আপনি ধর্না দেবেন, এটা তো মানা যায় না। ওখানে সরকারি কর্মচারী, অফিসারদের ঢুকতে দিচ্ছেন না। দেশের সুরক্ষা বিঘ্নিত হবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। আমি গোটা রাত লালবাজারে বেঞ্চে বসেছিলাম। আমি বলব, তৃণমূলের যে সাংসদরা বড় বড় কথা বলছেন, তাঁরা পুরনো ভিডিয়ো দেখুন। আজ তাঁরা গণতন্ত্রের বড় বড় কথা বলছেন।''

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রক্ষায় কড়া বার্তা যোগীর, সহকারী অধ্যাপক পরীক্ষা বাতিলের নির্দেশ

লখনউ,৯জানুয়ারিঃচাকরি প্রার্থীদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উত্তর প্রদেশ সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তরুণদের ভবিষ্য নিয়ে কোনও রকম আপস করা হবে না এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সামান্যতম অনিয়মও বরদাস্ত করা হবে না।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, রাজ্য সরকার দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে সমস্ত নিযাগে ও নিযুক্তি প্রক্রিয়া স্বাধীন, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং সততার সঙ্গে পরিচালিত হবে। তিনি জানান, যাঁরা পরীক্ষার্থী ও যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলতে চান, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকার একটি স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছে যে, নিয়োগ ব্যবস্থায় বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা এবং মেধার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সহকারী অধ্যাপক পরীক্ষাকে ঘিরে বিভিন্ন অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হয়। চাকরি প্রার্থীদের স্বার্থে এবং পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, সন্দেহের আবহে কোনও পরীক্ষা হলে তা শুধু প্রার্থীদের মনোবলে আঘাত করে না, বরং পুরো নিযাগে ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থাও নষ্ট করে।এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর প্রদেশ এডুকেশন সার্ভিস সিলেকশন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে যত দ্রুত সম্ভব নতুন করে পরীক্ষা আয়োজন করা হয় এবং সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হয়। তাঁর কথায়, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতেই চাকরি পাওয়া উচিত, কোনও রকম দুর্নীতি বা অনিয়মের মাধ্যমে নয়। কমিশনের দাযিত্ব রয়েছে এমন একটি পরীক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে প্রার্থীরা নিশ্চিন্তে অংশগ্রহণ করতে পারেন।রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে চাকরি প্রার্থীদের একাংশ স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, পরীক্ষা বাতিল হওয়া দুঃখজনক হলেও স্বচ্ছ নিয়োগের স্বার্থে এটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য একটি নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা আয়োজন করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের নিয়োগ ব্যবস্থায় একটি নজির স্থাপন করল। সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও রকম প্রশ্নচিহ্ন উঠলে তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। এতে ভবিষ্যতে নিযাগে ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা আরও মজবুত হবে বলেই মনে করছেন তাঁরা।সব মিলিয়ে, সহকারী অধ্যাপক পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যোগী আদিত্যনাথ সরকার আবারও জানিয়ে দিল, যুবসমাজের ভবিষ্য সুরক্ষিত রাখা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখাই তাদের অগ্রাধিকার। আগামী দিনে নতুন করে পরীক্ষা আয়োজনের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের হাজার হাজার চাকরি প্রার্থী।

সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব শুরুর আর্জি প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ জয় সোমনাথ! বৃহস্পতিবার থেকে সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব শুরু হচ্ছে। এক্সবার্তায় কিছু ছবি-সহ এ কথা লিখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি লিখেছেন, এক হাজার বছর আগে, ১০২৬ সালের জানুয়ারিতে, সোমনাথ প্রথম আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল। ১০২৬ সালের আক্রমণ এবং তার পরবর্তী আক্রমণ লক্ষ লক্ষ মানুষের চিরন্তন বিশ্বাসকে হ্রাস করতে পারেনি, বা বারবার সোমনাথকে পুনর্নির্মাণকারী সভ্যতার চেতনাকে ভেঙে দিতে পারেনি।আমি সোমনাথে আমার পূর্ববর্তী ভ্রমণের কিছু ছবি শেয়ার করছি। আপনি যদি সেখানে গিয়ে থাকেন, তাহলে SomnathSwabhimanParv ব্যবহার করে শেয়ার করুন।

দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে ধর্ণা এএপি বিধায়কদের

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ একাধিক ইস্যুতে দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে ধর্ণা দিলেন আম আদমি পার্টির বিধায়করা। শুক্রবার হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখান এএপি বিধায়করা। এএপি বিধায়ক সঞ্জীব ঝা বলেন, দিল্লিতে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, আইনশৃঙ্খলা, দূষিত জল, যমুনা, দূষণ এবং এই সমস্যাগুলি এড়াতে, বিজেপি একটি ভুয়ো ভিডিও তৈরি করেছে এবং গুরু সাহেবের নাম টেনে এনেছে যাতে আসল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা না হয়। দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র ভুল ট্রান্সক্রিপশন-সহ একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন, আমরা তাঁর এবং যারা ভিডিওটি শেযার করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চাই। তাদের ছয় মাসের জন্য বরখাস্ত করা উচিত। কপিল মিশ্রর ইস্তফার দাবি তোলেন এএপি বিধায়করা।

১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১২ বার ভূকম্পন রাজকোটে

রাজকোট, ৯ জানয়ারি ঃ এক বার বা দু'বার নয়, মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১২ বার ভূকম্পন হল গুজরাটের রাজকোটে। যদিও সব ক'টি কম্পনই ছিল মৃদু, তবু আতঙ্কে বহু মানুষ ঘর ছো রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। জানা গেছে, বেশ কয়েকটি এলাকায় বাড়িও খালি করানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টা নাগাদ প্রথম কম্পন অনুভূত হয়। আর শেষ ভূকম্পন হয় শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ। কম্পনের উসস্থল ছিল কচ্ছ অঞ্চলের অন্তর্গত এলাকায়। সর্বোচ্চ কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৮। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব। বিপদের আশঙ্কা না থাকলেও, অল্প সময়ে এত বার কম্পন হওয়াটাই উদ্বেগের।

'দ্য ব্লাফ'-এ নতুন ভূমিকায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

মুম্বই, ৯ জানুয়ারি ঃবলিউড থেকে হলিউড সর্বত্র নিজস্ব ঘরানার ছাপ রেখেছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এবার তাঁর আসন্ন বিদেশি ছবি 'দ্য ব্লাফ'-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হলো। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে ছবির প্রথম পোস্টার, যা ইতিমধ্যেই সমাজ মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ বিন্দুতে।রুশো ব্রাদার্স প্রযোজিত এবং ফ্র্যাঙ্ক ই. ফ্লাওয়ার্স পরিচালিত এই ছবির কাহিনি আঠারোশো শতকের পটভূমিতে নির্মিত। ছবিতে প্রিয়াঙ্কা অভিনয় করছেন এরসেল বোডেন নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। প্রকাশিত পোস্টারে হাতে তলোয়ার নিয়ে এক সাহসী ও দৃঢ়চেতা রূপে ধরা দিয়েছেন তিনি। জানা গেছে, ছবির কাহিনি কুখ্যাত নারী জলদস্যু 'ব্লাড মেরি'-র জীবন থেকে নেওয়া।প্রিয়াঙ্কার এই নতুন রূপ দর্শকমহলে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। উল্লেখ্য, 'দ্য ব্লাফ' আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তি পাবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন টানাপোড়েনঃকলকাতার উপদূতাবাসে পর্যটক ভিসা বন্ধ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনার আবহ স্পষ্ট হয়ে উঠল বৃহস্পতিবার। দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন এবং আগরতলায় বাংলাদেশ উপদূতাবাস আগেই ভারতের পর্যটকদের জন্য ভিসা প্রদান বন্ধ করেছিল। এতদিন একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাস, যেখানে সীমিত পরিসরে হলেও পর্যটক ভিসা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এবার সেই শেষ অবলম্বনটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। কলকাতার উপদূতাবাসে ভারতীয়দের জন্য পর্যটক ভিসা প্রদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত কার্যত বোঝাচ্ছে, এই মুহূর্তে কোনও ভারতীয় নাগরিক পর্যটক হিসেবে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না।বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার, যার নেতৃত্বে রয়েছেন মহম্মদ ইউনুস, বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বাংলাদেশ জুড়ে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে ভারত-বিরোধী আবহের উত্থান নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই নয়াদিল্লির সঙ্গে কূটনৈতিক দূরত্ব আরও বাড়াতে চাইছে ঢাকা-এমনটাই মনে করছেন কূটনৈতিক মহলের একাংশ।পর্যটক ভিসা বন্ধ হওয়ার অর্থ শুধুই ভ্রমণ স্থগিত নয়, বরং দুই দেশের সাধারণ মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগে বড়সড় ছেদ। ঐতিহাসিকভাবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পর্যটন শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্মীয় স্থান দর্শন, চিকিৎসা, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করা কিংবা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ-সব মিলিয়েই সীমান্ত পেরোনোর প্রবণতা ছিল দুই দেশের মানুষের মধ্যে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিল আরও ঘনিষ্ঠ। কলকাতা থেকে ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম কিংবা সিলেট-এই যাতায়াত বহুদিন ধরেই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তবতা। সেই চেনা ছবিতে হঠা করেই বড়সড় ছেদ পড়ল। বিদেশমন্ত্রকের সূত্র স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই মুহূর্তে ভারতের নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশে শুধুমাত্র দুটি ধরনের ভিসা চালু রয়েছে-এমপ্লয়মেন্ট ভিসা এবং বিজনেস ভিসা। অর্থাৎ যাঁরা কর্মসূত্রে অথবা ব্যবসায়িক কারণে বাংলাদেশে যেতে চান, তাঁরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এখনও ভিসা পেতে পারেন। তবে এই ভিসার ক্ষেত্রেও যাচাই প্রক্রিয়া আগের তুলনায় আরও কঠোর করা হয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রের ইঙ্গিত। ফলে সাধারণ পর্যটক, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক মানুষ কিংবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশ কার্যত আপাতত অগম্য।এর পাশাপাশি একটি ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে। বিদেশমন্ত্রক সূত্র জানিয়েছে, সাংবাদিকদের জন্য ভিসা প্রদানের বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই ভিসা বহুস্তরীয় যাচাইয়ের পর দেওয়া হয়। কোন সাংবাদিক কোথায় থাকবেন, কী উদ্দেশ্যে যাবেন, কী কী কর্মসূচি রয়েছে-এই সমস্ত তথ্য আগেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়ে। ফলে তাঁদের গতিবিধি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তুলনা মূলকভাবে সহজ হয়। সেই কারণেই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জন্য এখনও ভিসা প্রদান চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তবে সাধারণ পর্যটকদের ক্ষেত্রে সেই ধরনের নজরদারি বা নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা করা কঠিন বলেই দাবি করা হচ্ছে। বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী স্লোগান, প্রতিবাদ এবং সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া উত্তেজক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তকে নিরাপত্তাজনিত পদক্ষেপ হিসেবেই তুলে ধরা হচ্ছে।এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য কেবল প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিকও। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এমন এক সময়ে এই সিদ্ধান্ত নিল, যখন বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রবল। সরকারবিরোধী আন্দোলন, অর্থনৈতিক চাপ এবং আন্তর্জাতিক মহলের নজর-সব মিলিয়ে ঢাকা বর্তমানে এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সেই আবহে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও শীতল হওয়া যে কূটনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ঢাকা একদিকে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষকে বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারত-বিরোধী আবহ উস্কে দিয়ে দেশের ভেতরের চাপ সামাল দেওয়ার কৌশল নতুন নয়। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে অতীতেও এমন নজির রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতেও সেই কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাস বা দিল্লির বাংলাদেশ হাই কমিশনের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। ফলে সিদ্ধান্তের মেয়াদ কতদিন থাকবে, ভবিষ্যতে কোনও শিথিলতা আসবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। একই সঙ্গে ভারত সরকারের তরফেও এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। যদিও বিদেশমন্ত্রকের সূত্রে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ায় সিদ্ধান্তের গুরুত্ব নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।পর্যটক ভিসা বন্ধ হওয়ার সরাসরি প্রভাব পড়বে দুই দেশের পর্যটন শিল্পে। বাংলাদেশে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় পর্যটক যেতেন। বিশেষ করে কলকাতা ও আশপাশের জেলা থেকে বাংলাদেশ ভ্রমণের প্রবণতা ছিল বেশি। শপিং, খাদ্যসংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী স্থান দর্শন-এই সব কিছুর উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল একটি পর্যটন অর্থনীতি। ভিসা বন্ধ হওয়ার ফলে সেই অর্থনীতিতে বড়সড় ধাক্কা লাগবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।একইভাবে ভারতের দিক থেকেও প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা পর্যটকের সংখ্যাও কম নয়। যদিও বর্তমানে সিদ্ধান্তটি একতরফাভাবে ভারতীয়দের জন্য প্রযোজ্য, তবুও এর প্রতিক্রিয়া দুই দেশের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ছোট ব্যবসা, হোটেল, পরিবহণ ব্যবস্থা-সব কিছুর উপর এর প্রভাব

হিজাব-বিতর্কে যাদবপুরের বিভাগীয় প্রধানকে ছুটিতে পাঠানোয় কটাক্ষ তথাগতর

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ হিজাব-বিতর্কে যাদবপুর ক্যাম্পাসে ছাত্র-ঘেরাওয়ের আশঙ্কার কথা বলে কর্তৃপক্ষের তরফে শাশ্বতীকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটিতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তিনি সেই মতো ছুটির আবেদন করেন। বৃহস্পতিবার এর সমালোচনা করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।এক্সবার্তায় তথাগতবাবু লিখেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান শাশ্বতী হালদার পরীক্ষার সময় কয়েকজন ছাত্রীকে তাদের হিজাব খুলে ফেলতে বলেছিলেন। স্বাভাবিক পরিদর্শন পদ্ধতি। এর জন্য তাকে এক মাসের জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল, 'যাদবপুরে ইসলামোফোবিয়ার কোনও সুযোগ নেই' এই স্লোগানের মধ্যে।প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির সুপারিশ মেনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বৈঠকে ডেকেছিলেন। সেই বৈঠকেই তাঁকে ছুটি নিতে বলা হয়। যদিও উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সন্ধ্যায় বলেন, 'উনি ৭ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যক্তিগত কারণে ছুটির আবেদন করেছেন। তা অনুমোদনও করা হয়েছে।'

দিল্লিতে তৃণমূল সাংসদদের হেনস্থায় সরব মমতা

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতরের বাইরে অবস্থান করা দলীয় সাংসদদের পুলিশ কার্যত চ্যাংদোলা করে থানায় নিয়ে যাওয়ায় সরব হলেন তৃণমূলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্নীতির মামলায় আইপ্যাকে ইডি-র তল্লাশি চালানোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ তুলে এবং ওই ঘটনার প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরের বাইরে অবস্থানে বসেছিলেন তৃণমূল সাংসদেরা। পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়। এর পরেই মমতা বলেছেন, আমাদের সাংসদদের সঙ্গে হওয়া লজ্জাজনক, অগ্রহণযোগ্য আচরণের তীব্র নিন্দা করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরের বাইরে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ দেখানোর জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের রাস্তায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নয়। এটা হল উর্দির আড়ালে অহঙ্কার। এটা গণতন্ত্র, বিজেপির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই সূত্রেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে তাঁর সংযোজন, বিজেপি নেতারা প্রতিবাদ করলে লাল গালিচা পেতে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। আর বিরোধী দলের সাংসদেরা কথা বললে টেনে নিয়ে গিয়ে আটক করা হয়। অপমান করা হয়। পাশাপাশি, বিজেপি নেতৃত্বের উদ্দেশে মমতার বার্তা, সম্মান পারস্পরিক। আপনারা আমাদের সম্মান করলে আমরাও সম্মান করব। আপনারা যদি আমাদের রাস্তায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যান, তা হলে আমরা আপনাদের আবার টেনে ফিরিয়ে আনব সংবিধানসম্মত সহনশীলতা, গণতান্ত্রিক নৈতিকতার পথে। এটাই আমাদের ভারত। গণতন্ত্রে কে মর্যাদার যোগ্য, তা কোনও সরকার, দল বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠিক করে দেওয়ার অধিকারী নয়।

শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী মেডিক্যাল কলেজের স্বীকৃতি বাতিল ধর্মীয় আস্থায় আঘাত, শিবসেনা

জম্মু, ৯জানুয়ারি ঃ শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী মেডিক্যাল কলেজের স্বীকৃতি বাতিলের সিদ্ধান্তকে হিন্দু সমাজের প্রতি চরম অবিচার ও ধর্মীয় আস্থার উপর সরাসরি আঘাত বলে আখ্যা দিয়েছে শিবসেনা (ইউবিটি)। গত গত বুধবার জম্মুতে দলের রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক কর্মসূচিতে এই মন্তব্য করেন শিবসেনা (ইউবিটি) জম্মু-কাশ্মীর ইউনিটের সভাপতি মনীশ সাহনি।তিনি বলেন, সমস্যার সমাধান না খুঁজে গোটা প্রতিষ্ঠানই বন্ধ করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ যেন সাপও মারা হল, আবার লাঠিও ভেঙে গেল-এই প্রবাদের উল্লেখ করে সাহনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ধর্মীয় আস্থায় কুঠারাঘাতের সমান।জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের (এনএমসি) সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে সাহনি বলেন, ২০১৬ সালে হাসপাতালের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই মেডিক্যাল কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং এটি ধাপে ধাপে উন্নয়নের পথে এগোচ্ছিল। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা এই প্রতিষ্ঠানকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।সাহনির অভিযোগ, হঠাৎ করেই একাধিক ত্রুটি দেখিয়ে মাত্র চার মাসের মধ্যে কলেজের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এটা আমাদের জয় নয়, বরং আমাদের সঙ্গে করা বিশ্বাসঘাতকতা। এ প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার কলেজ বন্ধ সংক্রান্ত মন্তব্যকে দাযিত্বজ্ঞানহীন বলেও আক্রমণ করেন শিবসেনা নেতা।শিবসেনা (ইউবিটি)-র রাজ্য সভাপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন, শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সংশোধন এনে এটিকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া এবং হিন্দুদের জন্য বিশেষ কোটা চালু না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।এদিনের কর্মসূচিতে দলের নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু যুবক শিবসেনায় যোগ দেন। মনীশ সাহনি তাঁদের শিববন্ধন ও দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান। একই সঙ্গে শান গোস্বামীকে ওয়ার্ড নম্বর ৪৭-এর সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

আইপ্যাকের দফতরে মমতা উবাচ

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ একনজরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি-কমিশনকে তোপ,অমিত শাহকে কটাক্ষ,প্রধানমন্ত্রী, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করুন,আমাদের সঙ্গে চিটিং করলে, জুয়া খেললে মেনে নেব না।মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার ব্যবহার করছে।আমরা রেজিস্টার্ড রাজনৈতিক দল, আয়কর দিই,এসআইআর-এর নামে মানুষের হয়রানি।এসআইআর-এ এত মৃত্যুর দায় কার?আমাদের নথি, স্ট্র্যাটেজি, ভাষা- সব লুঠ করছে।এটা অপরাধ।ভোটের আগে তথ্যচুরি,বিজেপি-র টাকায় কয়েকশো এজেন্সি কাজ করছে,বিজেপি এত বড় ডাকাত, ইডি-সিবিআই ওদের ধরে না,সব নথি ঠিকঠাক করতে ভোট পেরিয়ে যাবে।আমরা যদি বিজেপি অফিসে চড়াও হই, সেটা কি ভালো হবে?বাংলায় জিততে চাইলে রাজনৈতিকভাবে লড়ুক।

১২-১৩ জানুয়ারি ভারত সফরে জার্মান ফেডারেল চ্যান্সেলর, বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃআগামী ১২-১৩ জানুয়ারি ভারত সফরে আসছেন জার্মান ফেডারেল চ্যান্সেলর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ জানুয়ারি গুজরাটের আহমেদাবাদে জার্মানির ফেডারেল চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মের্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে জার্মানির ফেডারেল চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মের্জ ১২-১৩ জানুয়ারি ভারত সফরে আসবেন। এটি হবে চ্যান্সেলর মের্জের ভারতে প্রথম সরকারি সফর।শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, দুই রাষ্ট্রনেতা ভারত-জার্মানি কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন, যা সম্প্রতি ২৫ বছর পূর্ণ করেছে। তাঁদের আলোচনায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং গতিশীলতার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও গবেষণা, সবুজ ও সুস্থায়ী উন্নযন এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক-সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও আলোকপাত করা হবে।

বিনোদ কুমারকে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবের দায়িত্ব

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতা,৯জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার আইএএস আধিকারিক বিনোদ কুমারকে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবের দায়িত্ব দিয়েছে। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এর পাশাপাশি তাকে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর ও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গেজেটিয়ার্স এর স্টেট এডিটর এর অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গত পয়লা জানুয়ারি থেকে এক সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়েছে।

কিভে ড্রোন হামলা রাশিয়ার নিহত ৪, আহত ১৯

কিভ, ৯ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার ভোররাতে ইউক্রেনের রাজধানী কিভে ড্রোন হামলা চালাল রাশিয়া। এই ঘটনায় চার জন নিহত এবং কমপক্ষে ১৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইউক্রেন প্রশাসন। আহতদের মধ্যে ১৪ জন হাসপাতালে চিকিসাধীন। পাশাপাশি, বেশ কিছু ভবন ভেঙে প।ছে। কিভের মেয়র ভিটালি ক্লিসকো এবং সামরিক প্রশাসনের প্রধান তৈমুর তকাচেঙ্কো এই হামলার কথা জানিয়েছেন।রাশিয়া শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার পর, কিভে এই বোমাবর্ষণ চালায়। রাশিয়ার হামলার ফলে ইউক্রেনের বিমান বাহিনী দেশব্যাপী ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কতা জারি করেছে। আঞ্চলিক গভর্নর মাইকোলা কালাশনিক দেশবাসীকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মেনে জন্মদিন পালন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহার

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসী, দলের কর্মী-সমর্থক ও নেতৃবৃংদদের সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে আগরতলার মেলারমাঠ কালীবাড়িতে বিশেষ পূজা দেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র ৮ টাউন বড়দোয়ালি বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে এক শুভেচ্ছা কর্মসূচির আযোজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডলের সভাপতি-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।মেলারমাঠ কালীবাড়িতে বিশেষ পূজা দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসেন। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। এছাড়াও দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।জন্মদিন উপলক্ষ্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জন্মদিন প্রত্যেকের কাছেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। তবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মত আড়ম্বরপূর্ণ উদযাপনের পরিবর্তে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বজায় রেখেই এই দিনটি পালন করা হয়। তিনি আরও জানান, অন্যান্য দিনের মত এদিনও তিনি ভগবানের কাছে রাজ্যবাসী এবং দলের কর্মী-সমর্থক ও নেতৃবৃন্দের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেছেন এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের একসাথে এগিয়ে চলার বার্তা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনেই রাজ্য সরকার এগিয়ে চলেছে। বিভেদ থেকে যত বেশি দূরে থাকা যাবে, ততই আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারব-এমন মন্তব্যও করেন তিনি।এদিন সামাজিক মাধ্যমেও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিঃরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক প্রতিবাদ মিছিল

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া(হাওড়া),৯জানুয়ারিঃ উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রতিহিংসা মূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস উপ পৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান উলুবেড়িয়া পূর্বকেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আকবর, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়,হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।অপরদিকে একই বিষয়ে শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ মিছিল উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী মোল্লা, সহসভাপতি শ্রীধর মন্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা, সুদীপ কুমার বেলা,প্রমুখ।একই ভাবে বাগনান, আমতা সহ একাধিক কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ মিছিল।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি চমকার দিন হবে। আপনার স্বভাবের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস এই দিন আপনার চারপাশে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে। শুভ দিন।
বৃষঃ বিপদের সময় ধৈর্য্য হারাবেন না। ফাটকায় লাভ আনবে। আপনার নতুন প্রকল্প এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার বাবা মায়ের বিশ্বাস অর্জনের জন্যও এই সময়কালটি ভালো। শুভ রং লাল
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু বিশেষ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে। আপনার মানসিক ভারসাম্য কিছুটা বিঘ্নিত হতে পারে, যার ফলে অস্থিরতা এবং চাপের অনুভূতি হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
কর্কট রাশিঃসন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। অর্থ ব্যয়।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ দিন। গ্রহের অবস্থান আপনাকে ইতিবাচক শক্তি এবং উসাহ প্রদান করবে। আপনার ভেতরের শক্তি আপনাকে একটি নতুন উজ্জ্বলতা এবং আত্মবিশ্বাস দেবে, যা আপনার চারপাশের মানুষকে আকর্ষণ করবে। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা চমকার হবে এবং আপনি আপনার ধারণাগুলো কার্যকর ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
কন্যা ঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে।
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই সময়ে আপনি আপনার চারপাশের পরিবেশে অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন। আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, যা আপনাকে বিচলিত করে তুলতে পারে।
বৃশ্চিকঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আজকের জন্যই বাঁচার আপনার যে প্রবণতা সেটিকে এবং বিনোদনের খাতে অত্যধিক খরচ করায় লাগাম দিন। অর্থের উন্নতি।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই সময়ে আপনার শক্তির মাত্রা বেশি থাকবে, তবে এটি মনে রাখা জরুরি যে আপনার চারপাশের পরিস্থিতি কিছুটা অপ্রত্যাশিত হতে পারে। আ
মকরঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে।
কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, বিশেষ করে আপনার সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অর্থের উন্নতি।
মীনঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে আপনার স্ত্রী স্ত্রীর সাথে আপনার বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এস তিনি আপনাকে আপনার অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এ।

আবহাওয়া

মাঝে কয়েকদিন জমজমাট শীতের আমেজ অনুভূত হলেও, এবার কমছে জাঁকিয়ে ঠান্ডা। শুক্রবারও কলকাতায় সামান্য বাড়ল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তবে, তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে কনকনে ঠান্ডা থাকবে আরও একদিন। তার পর তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। উত্তরে সেই সম্ভাবনা নেই আপাতত। তবে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, সর্বত্র থাকবে ঘন কুয়াশা।জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ১০ ডিগ্রির ঘরে নেমেছিল কলকাতার পারদ। বৃহস্পতিবার ভোরেও কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেই তুলনায় শুক্রবার তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে। আরও একদিন কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে এ রকমই থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তার পরের দু'দিন ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। তার পরের তিন দিন তাপমাত্রার হেরফের হবে না। উত্তরবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রার হেরফের হবে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ৮টা ১২মিনিট এবং ৮রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ২টা ৫০মনিট এবং রাত ১২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০৪মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর, হুগলি, ৯ জানুয়ারি ঃ আজ সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সভা ঘরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অধিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পৌষ সংক্রান্তির সাকরাত উসব উপলক্ষে আদিবাসী ভাই বোনেদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার তুলে দেওয়া হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি টুম্পা খাঁড়া, সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি আনন্দ মোহন ঘোষ, জেলা কৃষি কর্মাধক্ষ মদন মোহন কোলে সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিরা। এদিন সিঙ্গুর ব্লকের ১০০০ জন আদিবাসী ভাই বোনেদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বড় উসবে তারা যাতে আনন্দ উপভোগ করতে পারে তার জন্য আমরা প্রতিবছরই তাদের হাতে বস্ত্র তুলে দিই। তাই আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই পৌষ সংক্রান্তিতে তাদের সাকরাত উসবে তারা যাতে নতুন বস্ত্র পরিধান করে উসব পালন করতে পারে তাই আমাদের এই প্রচেষ্টা। তিনি জানান আগামীকাল হরিপাল ব্লকে প্রায় ৫০০০ জন আদিবাসী মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। এই বস্ত্র পেয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত খুশি।

নাগা সাধুর অনলাইন স্ক্যানার, হাইটেক আশীর্বাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর, ৯ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো গঙ্গাসাগর মেলা। শনিবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলা অফিসে আরও একটি অনুষ্ঠান করা হবে। মেলা চলবে আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই তীর্থযাত্রীদের ভিড় জমতে শুরু করেছে মেলায়। অধিকাংশ পুণ্যার্থীর লক্ষ্য ১৪ জানুয়ারির মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান। এ বছর কুম্ভ মেলা না থাকায় গঙ্গাসাগর মেলায় এক কোটির বেশি জনসমাগম হবে বলে অনুমান জেলা প্রশাসনের। তবে মেলায় এ বছর তীর্থযাত্রীদের নজর কেড়েছে এক অভিনব দৃশ্য। কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন সাধুদের আখড়ায় বসে এক নাগা সাধু অনলাইনে প্রণামী নেওয়ার ব্যবস্থা করে চমকে দিয়েছেন সকলকে। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সন্ন্যাস জীবনের এই মেলবন্ধনের জন্য বছর ষাটের নাগা সাধু ওমখচাগরি ইতিমধ্যেই 'ফোন পে বাবা' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। প্রতি বছরের মতো এ বছরও গত ডিসেম্বরের শুরুতে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগরে এসেছেন ওমখচাগরি নাগা বাবা। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর তাঁর আখড়ায় যুক্ত হয়েছে একটি নতুন জিনিস। দু'সপ্তাহ আগে ব্যাঙ্কে গিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে অনলাইন পেমেন্ট চালু করেছেন তিনি। এর পর আখড়ায় একটি কিউআর কোড ও স্ক্যানার বসিয়ে অনলাইনে প্রণামী গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেহাইটেক আখড়ায় নাগা সাধু, কিউআর কোডে আশীর্বাদ-গঙ্গাসাগরে 'ফোন পে বাবা' এখন আকর্ষণের কেন্দ্র। প্রশাসনের অনুমান, এ বছর মেলায় এক কোটিরও বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম হতে পারে। বিশেষ করে ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানকে ঘিরে ভিড় সর্বাধিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কুম্ভ মেলা না থাকায় গঙ্গাসাগরের ওপর চাপ আরও বাড়বে-সে কথা মাথায় রেখেই প্রশাসনিক প্রস্তুতিও জোরদার করা হয়েছে।ইতিমধ্যেই তীর্থযাত্রীদের ঢল নামতে শুরু করেছে সাগরে। কপিলমুনির মন্দির চত্বর, আখড়াগুলি এবং স্নানঘাটে ভিড় বাড়ছে

প্রতিদিন। তবে ভক্তদের নজর কা।ছে শুধু পুণ্যস্নান বা ধর্মীয় আচার নয়, মেলার মধ্যেই দেখা মিলছে এক অভিনব ও ব্যতিক্রমী দৃশ্যের। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সন্ন্যাস জীবনের অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন এক নাগা সাধু। কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন একটি আখড়ায় বসে অনলাইনে প্রণামী গ্রহণ করছেন বছর ষাটের নাগা সাধু ওমখচাগরি। কিউআর কোড, স্ক্যানার আর সাউন্ড বক্স-এই হাইটেক ব্যবস্থায় আশীর্বাদ নিতে ভিড় জমাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। প্রযুক্তির এই ব্যবহারেই তিনি ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছেন 'ফোন পে বাবা' নামে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও গত ডিসেম্বরের শুরুতে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগরে এসেছেন ওমখচাগরি নাগা বাবা। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় তাঁর আখড়ায় এবার যোগ হয়েছে এক নতুন মাত্রা। প্রায় দু'সপ্তাহ আগে ব্যাঙ্কে গিয়ে নিজের নামে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন তিনি। এরপর অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করে আখড়ায় টাঙিয়ে দিয়েছেন একটি কিউআর কোড। সেই কিউআর স্ক্যান করলেই ভক্তরা সরাসরি প্রণামী পাঠাতে পারছেন। নাগা বাবার কথায়, গঙ্গাসাগর মেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন। অনেকেই দীর্ঘ বাসযাত্রা বা ট্রেনযাত্রার পর এখানে পৌঁছন। সেই কারণে অনেক সময় তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত নগদ টাকা বা খুচরো থাকে না। ভক্তদের সেই সমস্যার কথা ভেবেই তিনি অনলাইনে প্রণামী নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভক্তদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেটাই আমার প্রথম লক্ষ্য, বলেন ওমখচাগরি। এই অনলাইন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি সাউন্ড বক্স। কেউ কিউআর কোড স্ক্যান করে টাকা পাঠালেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সাউন্ড বক্সে হিন্দি ভাষায় ঘোষণা হয়ে যায়-কত টাকা পাঠানো হয়েছে। ফলে প্রণামী এসেছে কি না, তা বুঝতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় না। নাগা বাবার দাবি, যে যতটা ইচ্ছা, ভক্তিভরে দান করবেন। দানের অঙ্ক নয়, ভক্তির মূল্যটাই আমার কাছে বড়। নাগা সাধুর এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে মেলার অন্য আখড়াগুলিতেও। পাশের আখড়ার এক নাগা সাধু তীর্থনাথ বলেন, আমরাও ভাবছি অনলাইনে প্রণামী নেওয়ার ব্যবস্থা করব। যুগ বদলাচ্ছে, ভক্তদের সুবিধার কথাও তো ভাবতে হবে। গঙ্গাসাগর মেলা মানেই প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্মীয় আচার আর সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাবেশ। তার মধ্যেই এবার প্রযুক্তির ছোঁয়া এনে এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন 'ফোন পে বাবা'। ভক্তি ও প্রযুক্তির এই যুগলবন্দি গঙ্গাসাগর মেলার চিরাচরিত ছবিতে যোগ করেছে এক আধুনিক রঙ-যা নিঃসন্দেহে এ বছরের মেলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। নাগা সাধু। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী গঙ্গাসাগর মেলায় অংশ নিতে আসেন। দীর্ঘ বাস ও ট্রেনযাত্রার পর অনেক সময় তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত নগদ টাকা বা খুচরো থাকে না। সেই অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই অনলাইনে প্রণামী নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সাধুবাবা। নাগা বাবা জানান, স্ক্যানারের সঙ্গে একটি সাউন্ড বক্স রয়েছে। কেউ অনলাইনে প্রণামী পাঠালেই সেই সাউন্ড বক্সে হিন্দিতে কত টাকা পাঠানো হয়েছে, তা ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতে পারেন। তাঁর কথায়, 'ভক্তদের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা। যে যা ইচ্ছা, মুক্তহস্তে দান করবেন, তাতেই আমি খুশি। ওমখচাগরি নাগা বাবার এই উদ্যোগ দেখে পাশের আখড়ার সাধু-সন্তদের মধ্যেও উৎসাহ তৈরি হয়েছে। এক নাগা সাধু তীর্ষনাথ বলেন, 'আমরাও অনলাইনে প্রণামী নিতে চাই।'

নববারাকপুর থানার অভিযানে বাজেযাপ্ত বিপুল গাঁজা, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব সংববাদদাতা, নববারাকপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার সকালে কোচবিহার থেকে হুন্ডা সিটি করে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য পাচার করার সময় বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে নব বারাকপুর থানার পুলিশ বিকেলে অভিযান চালিয়ে সোদপুর রোডে মধ্যমগ্রাম সাজিরহাট দুজন ব্যক্তি কে আটক করে সন্দেহবশত হুন্ডা সিটি গাড়ির ডিকির মধ্যে (WB02AG0470) সাজানো ৩৭ টি প্যাকেট খুলতেই উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে নব বারাকপুর থানার পুলিশ এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাজিরহাট সোদপুর রোডে গাড়িটি কে আটক করে সন্দেহবশত গাড়ির ডিকি খুলতেই ৩৭ নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য গাঁজার প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করে। উদ্ধার ৩৭ কেজি গাঁজা। গ্রেপ্তার করা হয় চালক সহ মোট ২ জনকে। পাচার করার সময় গাড়ি সহ দুজনকে আটক করে নব বারাকপুর থানার পুলিশ। পুলিশের অনুমান কোচবিহার থেকে হুন্ডা সিটি গাড়ির ডিকির মধ্যে গাঁজা নিয়ে স্থানীয় নিউ বারাকপুরে পার্শ্ববর্তী এলাকায় সরবরাহ সূত্রে গাড়ি সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনাস্থলে স্থানীয় ব্যারাকপুর ম্যাজিস্ট্রেট, ঘোলা এসিপি এবং নব বারাকপুর থানার আইসি সহ অন্যান্য আধিকারিক রা উপস্থিত ছিলেন। ধৃত প্রসেনজিৎ বর্মন (২৮) এবং আয়ুব আলি(২২) এদের বাড়ি তুফানগঞ্জ থানার কোচবিহার এলাকায়। সমস্ত নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ২০ এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ হেফাজতে আবেদনে শনিবার ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করা হবে। নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে এর পিছনে আর কারা যুক্ত আছে। কোচবিহার থেকে গাঁজা নিয়ে কোথায় আসছিল। পুলিশ তদন্তে নেমেছে ।

নতুন দল গঠনের পর এই প্রথম ফুরফুরায় এলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি,৯ জানুয়ারি ঃ একাধিক পীরজাদার সঙ্গে দেখা হলেও বাড়িতে গিয়েও দেখা পেলেন না নৌশাদ সিদ্দিকীর। নতুন দল গঠনের পর এই প্রথম ফুরফুরায় এলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। অফিসিয়াল চিঠি দিলে আলোচনার পথ এগোবে , জানালেন নৌশাদ সিদ্দিকী। কত শতাংশ ভোট পান যে চিঠি দিতে হবে, পাল্টা বললেন হুমায়ুন কবীর। চর্চা-তরজার মধ্যেই খোঁচা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সাফ কথা, কোনওভাবেই সফল হবে না হুমায়ুন কবীর। শুক্রবার জাঙ্গিপাড়ার ফুরফুরায় .এসে প্রথমে পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা ভরতপুর এর বিধায়ক্। সেখান থেকে ইব্রাহিম সিদ্দিকীর সঙ্গেও দেখা করতে যান হুমায়ুন কবীর। সেখান থেকে চলে যান আইএসএফ বিধায়ক্ নওশাদ সিদ্দিকীর বাড়ি। সেখানে আব্বাস সিদ্দিকী বা নওশাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু ১০ মিনিট অপেক্ষা করার পরেও কারও সঙ্গেই দেখায় হয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি দরবার শরীফের দিকে চলে যান।

গঙ্গাসাগর মেলায় বড়সড় বিপত্তি,কপিলমুনি আশ্রম চত্বরে পুড়ে ছাই একাধিক ছাউনি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর মেলায় বড়সড় বিপত্তির হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী। শুক্রবার ভোররাতে কপিলমুনি আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গ্রাস করে নেয় একের পর এক অস্থায়ী হোগলার ছাউনি। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না মিললেও আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেন পুণ্যার্থীরা এবং মেলা এলাকার কর্মীরা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর আনুমানিক চারটে নাগাদ কপিলমুনি আশ্রম সংলগ্ন ২ নম্বর রোড এলাকায় প্রথম আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিঃদারা। ওই এলাকায় তথ্যসংস্কৃতি দপ্তর, সংবাদমাধ্যম এবং প্রশাসনের ব্যবহারের জন্য অস্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়েছিল একাধিক হোগলা পাতার ছাউনি। শুকনো হোগলা পাতা ও বাঁশ দিয়ে তৈরি হওয়ায় আগুন মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ আকার ধারণ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে একটি ছাউনিতে আগুন দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই তা পাশের ছাউনিগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিঃদারা প্রথমে নিজেদের মতো করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। বালতি করে জল এনে আগুনে ঢাললেও আগুনের তীব্রতার কাছে তা কার্যত ব্যর্থ হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন।

Office of the
Polgustia Gram Panchayat
P.O.-Polgustia, P.S.-J.B.Pur, Dist.-Howrah, Pin:-711414.
NOTICE INVITING e-TENDER No.
(1) 1139/e-NIT/Pol-GP/25-26, (2)1140/e-NIT/15th CFC/Pol-GP/25-26, (3) 1141/e-NIT/15th CFC/Pol-GP/25-26,
For and on behalf of the Polgustiaa Gram Panchayat, The Pradhan invites Percentage Rate tenders through E-tendering under Fund: APAS & 15th CFC. Bid Submission Start Date: 09/01/2026 At 6.55PM. Bid Submission End Date 22/01/2026 At 2.00PM. Bid Opening Date (Technical) 27/01/2026 At 2.00 PM. For details visit https://wbtenders.gov.in/
Sd/-Pradhan
Polgustia Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Civil) / Borough - IV KMC invites E-tender online percentage rate two system for following works :
1) NIT No.: KMC/EE(C)/IV/21/APAS/01/166/159/0002
Name of the Work : Repairs to latrine at 15/4, 18, 18/1, Jorabagan Street in ward – 21; Estimated cost (including GST and CESS): Rs. 1,75,411.75; Earnest Money: Rs. 3,600.00; Period of Completion: 15 Days
2) NIT No.: KMC/EE(C)/IV/21/APAS/01/166/158/0002
Name of the Work: Repairs to Latrine at 17, 18, Nimtalal Ghat Street in ward 21; Estimated cost (including GST and CESS): Rs. 1,65,955.08; Earnest Money: Rs. 3,400.00; Period of Completion: 15 Days
3)NIT No. : KMC/EE(C)/IV/21/APAS/01/166/161/0002
Name of the Work : Improvement of sewer line at a portion of Ganga Narayan Dutta Lane in ward no-21; Estimated cost (including GST and CESS): Rs. 2,01,835.71; Earnest Money: Rs. 4,100.00; Period of Completion: 10 Days;
4) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/21/APAS/01/166/177/0004
Name of the Work: Improvement of sewer line from 28 TO 29, Haralal Das Lane in ward no - 21; Estimated cost (including GST and CESS): Rs. 1,73,614.28; Earnest Money: Rs. 3,600.00; Period of Completion: 10 days;
5) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/APAS-7/2025-2026/R
Name of the Work: Repairing of road passage at 12/21 Subal Chandra Lane in ward No-38; Estimated Cost (including GST and CESS): Rs. 1,16,626.63; Earnest Money: Rs. 3,000.00; Period of Completion: 21 Days;
6) NIT No.: KMC/EE(C)/IV/038/APAS-34/2025-2026/R
Name of the Work: Thorough repairing of road surface at 14/1 Girish Bidya Ratan Lane and others in ward no-38; Estimated cost (including GST and CESS): Rs. 2,48,997.18; Earnest Money: Rs. 5,000.00; Period of Completion: 15 Days; The bid forms and other details are available on and from : 06.01.2026 - 5 P.M. (for Sl. No. 1 to 6);
7) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/APAS-20/25-26/R
Name of the Work: Repairs to collapsed PIT, Catch PIT, S.W pipe at Munshi Sadaruddin Lane and Mitra Lane in ward 039; Estimated cost (including GST and CESS) : Rs. 4,67,638.75; Earnest Money: Rs. 10,000.00; Period of Completion: 10 Days
8) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/APAS-8/25-26/R
Name of the Work : Repairing of bathroom and latrine at 59/H/2 to 59/H/8 at M.M. Burman ST. And oters in ward no-039; Estimated cost (including GST and CESS): Rs. 2,91,707.46; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 15 Days;
9) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/APAS-17/25-26/R
Name of the Work : Improvement of sewer line and allied civil works at 100/A to 98 Muktarambabu Street in ward-039; Estimated cost (including GST and CESS): Rs. 4,67,289.26; Earnest Money: Rs. 10,000.00; Period of Completion: 15 Days
10) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/APAS-21/25-26/R
Name of the Work : Development of IPS footpath by laying cement concrete at Mitra Lane in ward-039; Estimated cost (including GST and CESS): Rs. 3,23,087.36; Earnest Money : Rs. 7,000.00; Period of Completion : 10 Days;
11) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/APAS-6/25-26/R (2nd Call)
Name of the Work : Repairing of latrine at 106/H/1 to 106/H/7 and others at M.M. Burman Street in ward no-039; Estimated cost (including GST and CESS): Rs. 2,55,203.82; Earnest Money : Rs. 5,500.00; Period of Completion: 21 Days
12) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/APAS-26/2025-2026/R
Name of the Work: Repairs to latrine at 58/H/21B,58/H/23, Kailash Bose Street in ward No-38; Estimated cost (including GST and CESS) : Rs. 1,60,378.28; Earnest Money: Rs. 4,000.00; Period of Completion : 18 Days
13) NIT No.: IV/038/APAS-28/2025-2026/R
Name of the Work: Renovation of drainage line at 14/2,18/H/8, Girish Bidya Ratan Lane and other places in ward no-38; Estimated Cost (including GST and CESS) : Rs. 4,94,498.84; Earnest Money: Rs. 10,000.00; Period of Completion: 25 Days; Last Date and Time of submission of Bid : 17.01.2026 - 11 A.M. (for Sl. No. 1 to 13); The tender will be opened on : 19.01.2026 - 11 A.M. (for Sl. No. 1 to 13); The bid forms and other details are available on and from : 08.01.2026 - 5 P.M. (for Sl. No. 7 to 13); The Website : https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 13);
CORRIGENDUM
(1) NIT No. : APAS/113/152/145/03/026/25-26, (2) NIT No. : APAS/113/152/146/05/028/25-26; (3) NIT No. : APAS/113/152/155/02/040/25-26; (4) NIT No. : APAS/113/152/174/04/024/25-26; (5) NIT No. : APAS/113/152/174/05/027/25-26; (6) NIT No. : APAS/113/152/148/04/041/25-26; (7) NIT No. : APAS/113/152/151/03/033/25-26; (8) NIT No. : APAS/113/152/159/04/030/25-26; (9) NIT No. : APAS/111/152/282/03/032/25-26; (10) NIT No. : APAS/113/152/154/03/029/25-26; (11) NIT No. : APAS/111/152/292/01/042/25-26; (12) NIT No. : APAS/111/152/296/02/044/25-26; (13) NIT No. : APAS/111/152/305/02/055/25-26; (14) NIT No. : APAS/111/152/306/01/059/25-26; (15) NIT No. : APAS/111/152/307/01/051/25-26; (16) NIT No. : APAS/111/152/307/02/052/25-26; (17) NIT No. : APAS/111/152/309/03/057/25-26; (18) NIT No. : APAS/111/152/309/05/058/25-26 Published in this Newspaper on 24.12.2025 (Key No. 1794/25-26) of Engineering (Civil)/BR-XI Department. (Sl. No. 1 to 3, 5 to 9, 11 to 20). Last date and time of submission of bid will be read as 14.01.2026 - 11 AM instead of 03.01.2026+ - 11 AM (for Sl. No. 1 to 18). Date and time of opening of bid will be read as 16.01.2026 - 11 AM instead of 05.01.2026 - 11 AM (for Sl. No. 1 to 18).
1925/25-26

কলকাতা হাইকোর্টে বার কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে পরবর্তী শুনানি ২৮ জানুয়ারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে মামলা চলছিল, তবে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তারা এখনই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। হাইকোর্টের মন্তব্য, যতক্ষণ না নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটি গঠনের বিজ্ঞপ্তি আদালতে পেশ করা হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হবে না। ২৮ জানুয়ারি বার কাউন্সিলকে ওই কমিটি গঠনের বিজ্ঞপ্তি আদালতে পেশ করতে হবে। এদিনের শুনানিতে মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় আদালতে অভিযোগ করেন যে, রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিতে আগে ১০ হাজার টাকা লাগত, তবে এবার তা এক ধাক্কায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। এই ব্যাপারে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এমন exorbitant ফি কেন ধার্য করা হলো, তা পরিষ্কার নয়।'' এছাড়া, তিনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ তোলেন যে, রাজ্য বার কাউন্সিলের কাছে আইনজীবীদের জন্য একটি সঠিক হিসেব নেই, যাদের প্র্যাকটিসের অনুমতি রয়েছে। এটি সাংবিধানিক সমস্যা সৃষ্টি করছে, কারণ আইনজীবীদের মধ্যে অনেকে কার্যত প্র্যাকটিস করেন না, অথচ তাদের নাম এখনও বার কাউন্সিলের তালিকায় রয়েছে। এছাড়া, তিনি বার কাউন্সিলের ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার ফান্ডের অর্থের অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন যে, এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সুযোগ নেই। অন্যদিকে, বার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আইনজীবী জানিয়ে দেন যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে একটি কমিটি গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এবং এই কমিটির বিজ্ঞপ্তি দু'-এক দিনের

মধ্যেই প্রকাশিত হবে। তিনি আদালতের কাছে আবেদন জানান যে, নির্বাচনের বিষয়টি মিটে যাওয়ার পর অর্থ সংক্রান্ত অভিযোগে শুনানি করা যেতে পারে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও আদালতের পক্ষ থেকে জানান যে, ' ভোটের বিষয়টি পরিষ্কার হলে আমরা এই মামলার আরও বিশদ শুনানি করব। আগে বিজ্ঞপ্তি পেশ হোক। তারপর আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।''
এছাড়া, শোনা যাচ্ছে যে, বার কাউন্সিলের আভ্যন্তরীণ বিতর্ক আরও তীব্র হতে পারে, কারণ দলের মধ্যে বিভাজন এবং আর্থিক অব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগের মাত্রা বা।ছে। অনেক আইনজীবী এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। কিছু সূত্র বলছে যে, বার কাউন্সিলের নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী লেনদেনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন করতে চাইছে, যা এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা এবং স্বচ্ছতার ওপর প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে। একইভাবে, রাজ্য আইনজীবী ওয়েলফেয়ার ফান্ডের অর্থ কোথায় যাচ্ছে, সে বিষয়েও অনেকেই মুখ খুলেছেন। এ বিষয়ে এখনও কোনও তদন্ত হয়নি, তবে বিষয়টি নিয়ে কোর্টের নির্দেশ অগ্রসর হতে পারে। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত কার্যত বার কাউন্সিলের নির্বাচনের ভবিষ্যতকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে। এখন দেখার বিষয় হবে, আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বার কাউন্সিল কীভাবে তার কমিটি গঠন করবে এবং তা আদালতে পেশ করার পর কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এখনই বলা যাচ্ছে না, এই মামলা কতটা প্রভাবিত করবে রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচন প্রক্রিয়া, তবে যেভাবে বিষয়টি আদালতে উঠেছে, তাতে কিছু ব। রদবদল ঘটতে পারে। আগামী কয়েকটি সপ্তাহে বার কাউন্সিলের জন্য এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, যেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার ওপর আরও জোর দেওয়া হবে।

কোন্নগর পৌরসভার উদ্যোগে স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর

পুলক চক্রবর্তী, কোন্নগর, ৯ জানুয়ারিঃ শুক্রবার ,কোন্নগর পৌরসভার উদ্যোগে কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী ২০২৬ এর সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর তথা কবি সম্মেলন। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোন্নগর পৌরসভার পৌর প্রধান শ্রীযুক্ত স্বপন দাস মহাশয়। সমগ্র কবি সম্মেলনটি সক্রিয় হাতে পরিচালনা করেন তথা সঞ্চালনা করেন শ্রীযুক্ত সুজিত কর মহাশয়। বহুদুরদূরান্ত থেকে নির্বাচিত কবি শিল্পীরা এই মঞ্চে তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দের মন মুগ্ধ করে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক মঞ্চে শ্রীমতি সুপর্ণা ঘোড়াই এর 'না বলা কিছু কথা' স্বরচিত গ্রন্থ প্রকাশ হয় এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার প্রকাশ হয়। এছাড়াও উক্ত দিবসে সাংবাদিকদের এই মঞ্চেই বিশেষভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কবি কংঠে কবিতা পাঠ করেন সাংবাদিক মুরলী চৌধুরী, সাংবাদিক ডোনা ভট্টাচার্য, সাংবাদিক পুলক চক্রবর্তী, রমা ভাওয়াল,রূপা রায়,টুলটুল গাঙ্গুলী,ওআরো কবিরা। সকল কবিদের হাতে শংসাপত্র এবং উত্তরীয় সহকারে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি প্রতিবছরের মত এবছরও সকলের কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে, যা অব্যাহত থাকবে আগামী বছরেও।

এজেন্সির অপব্যবহারে বিস্ফোরক অভিষেক, দিল্লিতে সাংসদ হেনস্তার প্রতিবাদে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ কলকাতায় আইপ্যাকের দপ্তর ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির অভিযান নিয়ে প্রথমদিকে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সেই নীরবতা ছিল সম্পূর্ণ কৌশলগত। তবে শুক্রবার দিল্লিতে তৃণমূল সাংসদদের উপর দিল্লি পুলিশের আচরণ এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে বাধা দেওয়ার ঘটনায় আর চুপ থাকতে পারলেন না তিনি। এজেন্সির অপব্যবহার ও সাংসদদের হেনস্তার অভিযোগে সরব হলেন রাজ্যের শাসকদলের সেনাপতি। শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি লেখেন, আজ গণতন্ত্র তিরস্কৃত, অপরাধীরা পুরস্কৃত। এজেন্সিগুলিকে

অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, আর নির্বাচনকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের জেলে পাঠানো হচ্ছে, আর জামিন দেওয়া হচ্ছে ধর্ষকদের। এটাই বিজেপির নতুন ভারত। বিজেপির উদ্দেশে অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, যদি গোটা দেশ আত্মসমর্পণ করে তাতেও বাংলা রুখে দাঁড়াবে। আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব এবং তোমাদের হারাব। যতই শক্তি প্রয়োগ করো। প্রসঙ্গত, আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি অভিযানের প্রতিবাদে শুক্রবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দপ্তরের সামনে শান্তিপূর্ণ ধরনায় বসেছিলেন তৃণমূলের সাংসদরা। অভিযোগ, সেই কর্মসূচিতে দিল্লি পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। প্রথমে বচসা, তারপর কার্যত চ্যাংদোলা করে সাংসদদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ডেরেক ও'ব্রায়েন, শতাব্দী রায়, সাকেত গোখলে, মহুয়া মৈত্র, মমতা ঠাকুর-সহ একাধিক সাংসদকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে যাওয়ার ছবি সামনে আসে। তৃণমূলের অভিযোগ, মহিলা সাংসদদেরও কোনও রকম শালীনতা না দেখিয়েই পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যায়। সেই সমস্ত দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়ে দ্রুত সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অভিষেক নিজেও সেই ছবি শেয়ার করে দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

৭৫ বছরের বৃদ্ধার নামে ২ কোটি টাকার ঋণ, প্রতারণা চক্রের মাস্টারমাইন্ড গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ উত্তর কলকাতার চিৎপুর এলাকায় ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর্দাফাঁস করল

লালবাজারের গোয়েন্দারা। পঁচাত্তর বছরের এক বৃদ্ধার নামে প্রায় দুই কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গুজরাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক অভিযুক্তকে। ধৃতের নাম জয়ন্ত ঘোষ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এটি একটি সুসংগঠিত প্রতারণা চক্র, যার শিক। আরও গভীরে ছড়িয়ে থাকতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চিৎপুর এলাকার এক বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী কোনও দিনই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেননি। অথচ তাঁদের নামেই একটি জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক থেকে দুই কোটি টাকার লোন মঞ্জুর হয়। ঘটনার সূত্রপাত হয় তখনই, যখন দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্কে ঋণের কিস্তি বা ইএমআই জমা না পড়ায় ব্যাঙ্ক কর্মীরা সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে হাজির হন। আকাশ থেকে পড়েন বৃদ্ধ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে বৃদ্ধের পরিবার জানান, তাঁরা কোনও লোন নেননি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে চিপুর থানার পুলিশ। পরে মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, বৃদ্ধের নামে ভুয়ো পরিচয়পত্র, জাল দলিল ও নথি তৈরি করে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই নথির ভিত্তিতেই ব্যাঙ্ক থেকে দুই কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর হয়। তদন্তের পর প্রথম দফায় কলকাতা থেকে তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের জেরা করে উঠে আসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তবে এই প্রতারণা চক্রের মূল মাথা জয়ন্ত ঘোষ তখনও অধরা ছিল। পুলিশ জানতে পারে, ঘটনার পর থেকেই সে রাজ্যের বাইরে পালিয়ে বে।াচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জয়ন্ত ঘোষ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আত্মগোপন করছিল। সম্প্রতি লালবাজারের গোয়েন্দারা জানতে পারেন, সে গুজরাটে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে এবং সেখানে নতুন করে প্রতারণার চক্র গড়ে তুলছে। প্রযুক্তিগত নজরদারি এবং মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে অবশেষে গুজরাট থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জয়ন্ত ঘোষকে কলকাতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত থাকতে পারে। জাল নথি তৈরির পেছনে কারা রয়েছে, ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে কেউ সাহায্য করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এসআইআর শুনানিতে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে আচমকা অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

সুমন আদক, হাওড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ এসআইআর শুনানিতে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে আচমকা অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের। 'আতঙ্কে' ও মানসিক চাপে ঘটনা উঠলো অভিযোগ। পরিবারের দাবি, এসআইআর নিয়ে মানসিক চাপে ছিলেন তিনি। জানা গেছে, হাওড়ার লিলুয়া চকপাড়ার বাসিনন্দা মদন ঘোষ (৬৫) শুক্রবার সপরিবারে এসআইআর শুনানিতে বিডিও অফিসে এসেছিলেন। সেখানে লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর পর ঘটনাস্থলেই মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। এরপর তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, ডোমজুড় কেন্দ্রের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তাপস মাইতি। জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ডোমজুড় বিধানসভার অন্তর্গত বালি-জগাছা ব্লক অফিসে। মৃতের পরিবারের লোকের অভিযোগ, এসআইআর এর কারণে তিনি মানসিক চাপে ছিলেন। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরেই এই মৃত্যু। জানা গেছে, এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ হাওড়ার বালি-জগাছা ব্লক অফিসে এসআইআর এর শুনানিতে অংশ নিতে আসেন ডোমজুড় বিধানসভার ২৩৫ নম্বর পার্টের চকপাড়া আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা মদন ঘোষ। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাই মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে কোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৪৪ সংখ্যা, শনিবার, ২৫ পৌষ ১৪৩২

শীত দীর্ঘ হোক, কুয়াশা, বিষাদ আর বাঙালির অসম্পূর্ণ রোম্যান্টিকতা

চেনা পৃথিবী শীতে কেমন যেন অচেনা হয়ে যায়। রাস্তাঘাট, বহুতল, গাছপালা-সবকিছুই কুয়াশার পর্দায় ঢেকে গিয়ে হারায় স্পষ্টতা। দৃশ্যমানতা কমে আসে, বাড়ে এক ধরনের নিঃশব্দ বিষাদ। তবু কলকাতায় শীত নামলেই একটি পরিচিত দৃশ্য চোখে পড়ে-উষ্ণতার খোঁজে ব্যস্ত বাঙালি, যারা শীতকে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু তার গভীরতা, তার কুয়াশামাখা বিষাদকে আপন করে নিতে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। কলকাতায় শীত যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে এমন বাঙালির সংখ্যাও, যারা প্রকাশ্যে বলছে-শীত আরও দীর্ঘস্থায়ী হোক। এই আকাঙ্ক্ষা নিছক আবহাওয়ার জন্য নয়, বরং এক ধরনের মানসিক প্রশান্তির জন্য। শীতের সঙ্গে যে স্থিরতা আসে, যে ধীরতা শহরের গতিকে কিছুটা থামিয়ে দেয়, তার প্রতিই যেন এই ভালোবাসা। তবু আশ্চর্য, এই শীতপ্রেমের মাঝেও কুয়াশা নিয়ে বাঙালির মনোভাব আজও দ্বিধাবিভক্ত।

বাঙালি নিজেকে রবীন্দ্রপূজারি বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋতুচিন্তার প্রতি আমাদের বাস্তব জীবনের সাড়া কতটা গভীর, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বর্ষা এলেই ইলিশ নিয়ে উৎসব শুরু হয়, কিন্তু বর্ষার অবিরাম বৃষ্টি, তার একটানা ভার-রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আজীবন উপভোগ করেছেন, সে রকম নিরবচ্ছিন্ন বর্ষাপ্রেম বাঙালির মধ্যে বিরল। গ্রীষ্ম এলেই শহর ছাড়ার তাড়া, শান্তিনিকেতনের তাপপ্রবাহ থেকে পালানোর বাসনা। অথচ এসি-হীন, এককালে বৈদ্যুতিক পাখাহীন সময়েও রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মে কলকাতা এড়িয়ে গেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের মধ্যেই খুঁজেছেন আরাম। শীতের প্রতিও রবীন্দ্দ্রনাথের কোনও অভিযোগ ছিল না। অথচ এ বছর শীত একটু বাড়াবাড়ি করতেই বাঙালি জবুথবু। ঠান্ডায় কাঁপা, শীত আরও বাড়তে পারে-এই আশঙ্কায় আতঙ্ক। সংবাদপত্র থেকে চায়ের দোকান, সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে শীতের ‘ যেন কলকাতায় দার্জিলিংয়ের শীত নেমে আসা কোনও দুর্যোগ। অধিকাংশ বাঙালির কাছেই এই ভাবনাই স্বাভাবিক-শীত থাকুক, কিন্তু সীমিত থাকুক। তবু এই ছবির অন্য দিকও আছে। এমন এক নতুন বাঙালি গোষ্ঠী গড়ে উঠছে, যারা শুধু শীত চায় না, চায় প্রবল শীত। যারা বলে-শীত দীর্ঘ হোক, কুয়াশা ঘন হোক, আকাশ মেঘলা থাকুক। ঘরের ভেতরের স্যাঁতসেঁতে ভাব, বাইরের আবছা আলো-এই বিষাদময় শৈত্যই তাদের কাছে রোম্যান্টিক। সংখ্যায় তারা এখনও কম, কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে। এক সময় শীত পড়লেই পাড়ায় পাড়ায় দেখা যেত কানঢাকা, বাদুড়েটুপি পরা বাঙালি। এখন সেই দৃশ্য প্রায় বিলুপ্ত। আধুনিক বাঙালি শীতের সঙ্গে লড়াই করতে শিখে গেছে ভ্রমণের মাধ্যমে। দার্জিলিং, কাশ্মীর, অরুণাচল-সবই যেন শীতজয়ের মঞ্চ। কেউ কেউ লাচেন, কেলং, কারগিল পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। মংপুতে রবীঃদ্রনাথের স্মৃতিসৌধের সিঁ।তিতে বসে আইসক্রিমে কাম। দিয়ে সেই ছবি ভেসে উঠছে সোশ্যাল মিডিয়ায়-শীতকে জয় করার গর্বিত ঘোষণা হিসেবে। এই শীতজয়ী মানসিকতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক বৈপরীত্য। শীতকে ভোগ করার বদলে তাকে জয় করার প্রবণতা। ফলে কুয়াশার সঙ্গে যে আত্মসমর্পণ, যে ধীর ভালোবাসা দরকার, তা অনেকের কাছেই অধরা থেকে যায়। কুয়াশা তো দৃশ্যমানতা কমিয়ে দেয়। চেনা পৃথিবীকে অচেনা করে তোলে। বহুতলগুলি কখনও ভূতের মতো ভেসে ওঠে, কখনও একেবারে মিলিয়ে যায়। এই আবছামি, এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই আছে এক ধরনের সুররিয়াল রোম্যান্টি কতা-যা এখনও বেশিরভাগ বাঙালির হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারেনি।

প্রশ্ন উঠতেই পারে-শীতের মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা কি বাঙালির প্রেমের ভাষায় তেমনভাবে এসেছে? এসেছে বটে, কিন্তু খুব বেশি নয়। এই প্রসঙ্গে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের কথা মনে পড়ে। উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের প্রথম ঘন প্রেমের ছবি ‘ দার্জিলিংয়ের কুয়াশার মধ্যে সুচিত্রার কণ্ঠে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সেই কালজয়ী গান-‘ মোর কোন ইন্দ্রধনু’। বাংলা সিনেমায় সম্ভবত সেটাই কুয়াশার প্রথম উদ্যাপন। সেই দৃশ্যের পর থেকে বাঙালি প্রেমে কুয়াশা আর পিছনে তাকায়নি। তবু দৈনন্দিন জীবনে কুয়াশার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখনও দূরত্বের। আমরা পরিষ্কার আকাশ চাই, রোদ চাই, দৃশ্যমানতা চাই। অথচ শীতের প্রকৃত সৌঃদর্য অনেক সময়ই লুকিয়ে থাকে এই অস্পষ্টতার মধ্যেই। যেখানে সবকিছু স্পষ্ট নয়, সেখানেই কল্পনার জায়গা তৈরি হয়। যেখানে শব্দ কমে আসে, সেখানে অনুভূতি গভীর হয়। আজকের কলকাতায় যখন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমশ স্পষ্ট, শীতের দৈর্ঘ্য ও তীব্রতা নিয়ে আলোচনা আর নিছক আবেগের বিষয় নয়। তবু এই বাস্তবতার মধ্যেও শীতকে নতুন করে ভাবার সুযোগ আছে। শীত শুধু ঠান্ডা নয়, শুধু অসুবিধাও নয়। শীত মানে ধীরতা, সংযম, নিজেকে একটু গুটিয়ে নেওয়া। শীত মানে কুয়াশার আ।ালে লুকিয়ে থাকা এক অন্য শহর, এক অন্য মনোভূমি। হয়তো সময় এসেছে বাঙালির শীতবোধ নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার। শীতকে ভয় নয়, প্রতিযোগিতা নয়-বরং অনুভব করার চেষ্টা। কুয়াশাকে এড়িয়ে নয়, তার ভেতর দিয়ে হাঁটার সাহস। চেনা পৃথিবী অচেনা হলে আতঙ্ক নয়, বরং কৌতূহল। কারণ শীত দীর্ঘ হলে, শুধু আবহাওয়াই বদলায় না-বদলায় আমাদের দেখার চোখও। আর সেখানেই হয়তো লুকিয়ে আছে শীতের প্রকৃত রোম্যান্টিকতা। সব মিলিয়ে শীত বাঙালির জীবনে শুধু একটি ঋতু নয়, এক বিশেষ মানসিক অবস্থার নাম। তবু সেই শীতকে আমরা আজও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারিনি। ঠান্ডা এলেই আরাম খুঁজি, পালানোর পথ খুঁজি, অথচ শীতের সঙ্গে যে নীরবতা, ধীরতা ও আবছা বিষাদ এসে জোটে-তাকে আপন করে নেওয়ার সাহস খুব কমই দেখাই। কুয়াশা আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে ঢেকে দেয় বলে আমরা অস্বস্তি বোধ করি, কিন্তু সেই অস্বস্তির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নতুন করে দেখার, নতুন করে অনুভব করার সম্ভাবনা।শীত দীর্ঘ হলে হয়তো শহরের গতি একটু ধীর হয়, মানুষ নিজেকেই একটু বেশি শোনে। বহির্জগতের স্পষ্টতা কমে এলে অন্তর্জগত আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

৮. নারী ও পুরুষ- নারীকে ভোগের বস্তু ভাবলে ঈশ্বরলাভ হয় না নারী মাতৃভাবেই পূজ্য। নারী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ও মানবিক।

৯. দয়া ও প্রেম-জীবে দয়া, শিবে প্রেম-এই হল সাধনার আসল কথা। মানুষের সেবা মানেই ঈশ্বরের সেবা-এই মানবধর্মের বাণী তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১০. ঈশ্বরপ্রেম-যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, সে আর কাউকে ভয় করে না। ঈশ্বরপ্রেম মানুষকে নির্ভীক, শান্ত ও মুক্ত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী কোনো কঠিন দর্শন নয়-তা জীবনের কথা, হৃদয়ের কথা। আজও তাঁর সহজ ভাষা ও গভীর উপলব্ধি মানুষকে ধর্মের নামে বিভেদ নয়, বরং ভালোবাসা ও ঐক্যের পথে আহ্বান জানায়।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

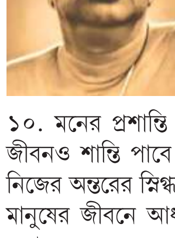

৮. সত্যের পথে চলাঃসত্য কখনো মিথ্যা হতে পারে না। মানুষের মধ্যে শুধু সত্যের প্রতিফলন প্রয়োজন। যখন আপনি সত্যকে অনুসরণ করবেন, তখন আপনি কোনো অন্ধকারের মধ্যে পড়বেন না।

৯. দয়া এবং সহানুভূতির গুরুত্ব ঃ বিশ্বের সকল প্রাণীকে দয়া ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখুন। যে ব্যক্তি অন্যের দু ঃখ-দুর্দশা বুঝে এবং সহানুভূতির সাথে তার পাশে দাড়ায়, সে সত্যিকার মানুষ।

১০. মনের প্রশান্তি ঃ মনের শান্তি অর্জন করুন। মন যদি শান্ত থাকে, জীবনও শান্তি পাবে। বাহ্যিক দু ঃখ-সুখ থেকে মনকে দূরে রাখুন এবং নিজের অন্তরের স্নিগ্ধতা অনুভব করুন। ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী সাধারণ মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক শান্তি, ভালোবাসা, এবং মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক অমূল্য দিকনির্দেশনা। তিনি আধ্যাত্মিকতার পথে চলার জন্য যাদের সহায়তা করেছেন, তারা আজও তাঁর বাণীকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আনন্দ এবং শান্তি লাভ করছেন।

আশেপাশের অন্যান্য পঞ্চান্নটি গ্রাম নিয়ে বৃহ কলকাতার সৃষ্টি হয়েছিল

দ্বিতীয় পর্ব ঃ তবে এজন্য অবশ্য তৎকালীন দিল্লীর মোঘল বাদশাহ, আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-শানকে তাঁদের ষোল হাজার টাকা সেলামি দিতে হয়েছিল। এরপরে ধীরে ধীরে আশেপাশের অন্যান্য পঞ্চান্নটি গ্রাম নিয়ে বৃহ কলকাতার সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই গ্রামগুলি ক্রয় করবার জন্যও ইংরেজরা দিল্লীর বাদশাহ ফকরুশীয়রকে মোটা অঙ্কের সেলামি দিয়ে এবিষয়ে তাঁর অনুমতি আদায় করেছিলেন। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা সূত্রে ধীরে ধীরে কলকাতা অঞ্চলে প্রথমদিকে যেসব বাঙালিরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেঠ, বসাক ও মল্লিক পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরাই ছিলেন আদি কলকাতার বনেদি অধিবাসী। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত হুগলি বন্দর তখন সমৃদ্ধির শিখরে অবস্থান করছিল, আর সেই অঞ্চল থেকে উচ্চবর্ণের মানুষেরাই তখন কলকাতায় আসতে শুরু করেছিলেন। কলকাতা শহরের নামকরণ নিয়ে অতীতে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল গবেষকরা তখন এবিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ন হয়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলেছিলেন। আর অবশেষে সেসবের মধ্যে থেকে কলকাতার নামকরণ নিয়ে আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতবাদই বর্তমানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এবিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করবার পরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, অতীতে কলিকাতা অঞ্চলে যখনও পর্যন্ত কোন শহর গড়ে ওঠেনি, তখন এখানে কলি বা চুণের জন্য শামুকের আড়ত ছিল। বাংলা ভাষায় শামুক পোড়াকে কাতা বলা হয়। বাংলার চূণারীরা তখন শামুক পু।য়িেই কলিচুণ তৈরি করতেন। আজও কলকাতায় চূণাপুকুর লেন, চূণাগলি, চুণারীপাড়া প্রভৃতি জায়গার অস্তিত্ব রয়েছে। তখন সুতানুটি গ্রামে যেমন সুতার নুটির কারবার চলত, ঠিক তেমনি কলকাতা অঞ্চলেও সেকালে কলিচুণের আ।ত ছিল। তবে এখন আর চূণারীপাড়ায় চূণারীদের দেখা পাওয়া সম্ভব নয় কারণ, কলকাতা শহর জমে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিন আগেই তাঁরা বিদায় নিয়েছেন। আর কলকাতা অঞ্চলে উচ্চবর্ণের মানুষদের আগমন ঘটবার আগে এখানে হাড়ি, ডোম, জেলে, মালো, কসাই, চূণারী ইত্যাদি নিম্নবর্ণের মানুষদের বাস ছিল। এই বর্ণের মানুষদের বসবাসের কিছু কিছু জায়গা আজও স্বনামে কলকাতায় টিকে রয়েছে। অতীতে হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণের মানুষদের বেশিরভাগই ধর্মঠাকুরের উপাসক ছিলেন। তখন মধ্য কলকাতা অঞ্চলে যে ধর্মঠাকুরের থান ছিল, একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হল বর্তমান কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রিট নামক জায়গাটি। ধর্মঠাকুরের থানকে ধর্মতলা বলা হয়। তখন কলকাতার এই অঞ্চলের কোথাও ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এমনকি সেযুগে সারা কলকাতাতেই ধর্মঠাকুরের বেশ ভালো প্রতিপত্তি ছিল, এবং তাঁর গাজনও অনুষ্ঠিত হত। এছাড়া তখনকার কলকাতায় নাথযোগী ও পণ্ডিতদেরও খুব প্রতিপত্তি ছিল। এখনও উত্তর কলকাতায় যোগীপাড়া রয়েছে, এছাড়া অতীতে দক্ষিণ কলকাতাতেও যোগীপাড়ার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। এই নাথযোগীদের উপাস্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন গোরক্ষনাথ আর মীননাথ। কলকাতার উপকণ্ঠে দমদমে গোরক্ষনাথের একটি মঠ রয়েছে। তাঁর মতোই চৌরঙ্গীনাথও নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান গুরু। অনেকে অনুমান করেন যে, অতীতে ধর্মতলার কাছাকাছি কোন অঞ্চলে তাঁরও কোন মঠ বা মন্দির নিশ্চই ছিল। নাথগুরু চৌরঙ্গীনাথের নাম থেকেই ইংরেজ সৃষ্ট কলকাতার শ্রেষ্ঠ অঞ্চলের নাম চৌরঙ্গী হয়েছিল বললেও একটা মতবাদ গবেষক মহলে চালু রয়েছে। বাংলার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হুগলি অঞ্চল থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ এসে কলকাতায় নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। তবে এসব ঘটবার অনেক আগে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর নগরের পতনের পরে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই উচ্চবর্ণের মানুষেরা বাংলার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়। তখন এমনি একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি জগন্নাথ কুশারী যশোহর থেকে নিজের ভাগ্যান্বেষণে বের হয়ে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে এসে হাজির হয়েছিলেন। এই অঞ্চলে তখন জেলে, মালো ইত্যাদি নিম্নবর্ণের মানুষদের বাস হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে তাঁরা একঘর ‘ পেয়ে রীতিমত কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এই জগন্নাথকে তাঁরা ঠাকুরমশাই বলে ডাকতেন, এবং সেই থেকে জগন্নাথ কুশারী ক্রমে জগন্নাথ ঠাকুর হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে জগন্নাথ নতুন কলকাতা বন্দরের ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাঁদের মালপত্র কেনাবেচার কাজে সাহায্য করে প্রভূত অর্থোপার্জন করেছিলেন। আর ক্রমশ ঃ সেই জাহাজের সাহেবদের মুখে মুখে জগন্নাথের নতুন ঠাকুর উপাধিটা বদল হয়ে ‘ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পরে এই বংশেরই নীলমণি ঠাকুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করে বেশ ভালো রকমের অর্থই উপার্জন করেছিলেন এবং এরপরে একদিন তিনি গঙ্গার ধারে অবস্থিত পাথুরিয়াঘাটায় বেশ বড় একটা বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু বেশিদিন তাঁর এই সুখভোগ করা সম্ভব হয়নি কারণ, ভাই দর্পনারায়ণের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে তাঁর বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তখন নীলমণি ঠাকুর তাঁর ভাইকে সেই বাড়ি আর জমিজমা ছেড়ে দিয়ে নগদ একলক্ষ টাকা নিয়ে কলকাতার চিৎপুরের রাস্তার ধারে জমি কিনে ১৭৮৪ সালে সেখানে একটি বৃহ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, এই অঞ্চলে অবস্থিত দেবী চিত্রেশ্বরীর মন্দির থেকে এখানকার নাম চিত্রপুর বা চিৎপুর হয়েছিল। অবশ্য নীলমণি ঠাকুর যেখানে নিজের বাড়ি করেছিলেন, অতীতে সেই পাড়ার নাম ছিল মেছোবাজার জোড়াসাঁকো নামটি অনেক কাল পরে হয়েছিল। কলকাতার ঠাকুর বংশের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির বিদ্যোসাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সঙ্গীতবিদ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম বর্তমানে বাংলার শিক্ষিত মানুষের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। এঁদেরই তৈরি বেলগাছিয়ায় নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘ নাটকের অভিনয় দেখে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক লেখবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। অন্যদিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথসহ বাংলার সাহিত্য ও শিল্প জগতের একাধিক তারকার আবির্ভাব ঘটেছিল। তবে এসব অনেক পরের কথা। এরও আগে কলকাতার ইংরেজ কোম্পানি মুর্শিদাবাদের তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলাকে উখাত করবার জন্য নিজেদের চক্রান্তের জাল বিস্তার করলে ক্ষিপ্ত নবাব কলকাতা আক্রমণ করে ইংরাজ সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে প্রায় সাতমাস ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে রেখেছিলেন। এসময়ে তিনি কলকাতার নাম বদল করে আলীনগর নাম দিয়েছিলেন। তখন উত্তর কলকাতার যে অঞ্চলে

নবাব সিরাজদ্দৌলার হাতি রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সে জায়গাটা এখন হাতিবাগান নামে সকলের কাছে পরিচিত। এরপরে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ঘটবার পরে ১৭৭৪ সালে হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় কোষাগার নিয়ে এসেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন বৃটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল, বা সোজা কথায় ব।লাট ছিলেন। ইতিমধ্যে কলকাতার পুরোনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ভেঙে আরো দক্ষিণে গোবিন্দপুর অঞ্চলে নতুন কেল্লা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এর আগে নবাব আলীবর্দ্দির আমলে মারাঠা আক্রমণের ভয়ে কলকাতা শহরকে ঘিরে যে দীর্ঘ খাল খনন করবার কাজ শুরু হয়েছিল, ইতিহাসে তা ‘ ডিচ’ নামে পরিচিত। তবে মারাঠারা কলকাতা আক্রমণ না করবার ফলে এই খালটি অব্যবহৃত অবস্থাতেই থেকে গিয়েছিল। ক্রমে এতে বর্ষার জল আর শহরের আবর্জনা জমতে শুরু হওয়ার ফলে একসময়ে এই খালের দুর্গন্ধে কলকাতা শহরে টেকা রীতিময় দায় হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ১৭৮০ সাল নাগাদ হেস্টিংসের হুকুমে এই খালটি ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল। তখন এরফলে যে চমকার রাস্তার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটার নাম রাখা হয়েছিল সার্কুলার রোড। বর্তমানে কলকাতার এই রাস্তাটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোডে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। হেস্টিংস সিরাজের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরকে কলকাতার আলীপুরে নিয়ে এসে বাস করিয়েছিলেন, আর পরে তাঁর সম্পত্তি ও বাড়ি কোম্পানির নামে নিজেই দখল করে নিয়েছিলেন। তৎকালীন বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেলরূপে এই বাড়িতে তিনি কিছুদিন বাসও করেছিলেন। কিছুকাল আগেও আলীপুর কোর্টের পাশে অবস্থিত হেস্টিংস হাউসে মহিলাদের একটি ট্রেনিং কলেজ ছিল। পরে ১৮০৩ সালে কলকাতার গড়ের মাঠের ধারে গভর্ণর জেনারেলের বর্তমান বাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল। এরপরে ১৮৫৪ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণররা বেলভেডিয়ারের একটি বিরাট প্রাসাদে বাস করেছিলেন। তারপরে ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত হলে বাংলার ছোটলাট বড়লাটের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। আর এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ইংরেজ আমলের বড়লাটের গৃহেই অধিষ্ঠিত। অন্যদিকে বেলভেডিয়ারের সেই বা।তিতে এখন সুবিখ্যাত ন্যাশানাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত। ভারতের এই জাতীয় গ্রন্থাগারের আগের নাম ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। ১৮৩৫ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পুস্তকাগারের ৪,৫০০ পুস্তক নিয়ে মেটকাফ হলে এর সূচনা হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর এই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ভাষাবিদ হরিনাথ দে এই গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি মাত্র ৩৪ বছর জীবিত ছিলেন ৩৩টি ভাষায় তাঁর দখল ছিল, এবং ১৪টি ভাষায় ইনি এম. এ করেছিলেন।

১৭৮৪ সালে যে বছর জো।াসাঁকোয় নীলমণি ঠাকুর ঠাকুরবা।রি পত্তন করেছিলেন, ঠিক সেবছরই সুবিখ্যাত ভারত-প্রেমিক পণ্ডিত উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ঠাকুরবাড়ি আর এশিয়াটিক সোসাইটি-উভয়েরই ঐতিহাসিক অবদান অমূল্য। প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন ও গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির সৃষ্টি হয়েছিল। আজও সারা পৃথিবীতে এই জাতীয় প্রাচীন প্রতিষ্ঠান খুব বেশি নেই। বৃটিশযুগের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ চার্লস উইল কিন্স, টমাস কোলব্রুক, ব্রাসী হ্যালহেড প্রমুখ মনীষিরা এই সোসাইটির সভ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সোসাইটির উন্নতির জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ইতিহাসের স্বর্ণযুগের শুরু হয়েছিল। এসময়েই সুপণ্ডিত উইলিয়ম কেরী কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর মুন্সী রামরাম বসু। ১৮০১ সালে রামরাম কেরীর অনুপ্রেরণায় ‘ চরিত’ বলে একটা বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এটাই ছিল বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম কোন বাংলা গদ্যপুস্তক। তাই আজও এর একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। এরপরে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় পদার্পন করেছিলেন, তিনি মাণিকতলার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর ও ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টাতেই ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ডেভিড হেয়ার একজন আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। তিনি সুদূর স্কটল্যান্ড থেকে কলকাতায় প্রথমে ঘড়ির ব্যবসা করবার জন্য এসেছিলেন, এবং এই ব্যবসায় লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করেছিলেন। তবে এসব অর্থ তিনি এদেশবাসীর জন্যই ব্যয় করেছিলেন। তখনকার কলকাতার পথে মাথায় মস্ত টাকওয়ালা মধ্যমাকৃতি একজন সাহেবের চেহারার সঙ্গে কলকাতার দুঃস্থ ছাত্রদের বিশেষ পরিচয় ছিল। কলকাতা শহরে হেয়ার সাহেবের নিজের একটা স্কুল ছিল, আর তাঁকে একটু ধরাধরি করলেই সেই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগও পাওয়া যেত। তকালীন কলকাতার অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই হেয়ার সাহেবের অনুগ্রহে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। শোনা যায় যে, হেয়ার সাহেব যখন নাকি পাল্কী করে কোথাও যেতেন, তখন তাঁর পাল্কীর সঙ্গে গরিব ঘরের ছেলেরা ‘ পুওর বয়, মি পুয়োর বয়’ বলে ছুটততেন। আর হেয়ার সাহেব তাঁদের আদর করে মুখ মুছিয়ে দিয়ে মিষ্টি খাওয়াতেন। আজও কলকাতার হেয়ার স্কুল তাঁর স্মৃতি ধারণ করে রয়েছে। এছাড়া সে আমলের কলকাতার আরেকজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন ডিরোজিও। তাঁর দেহে পর্তুগীজ রক্ত থাকলেও মায়ের দিক থেকে তিনি এদেশী ছিলেন। কলকাতার এন্টালী অঞ্চলে তাঁর বাড়ি ছিল। যদিও মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তবুও অসাধারণ প্রতিভাবান এই তরুণ অধ্যাপকটির ছাত্রেরা সে আমলের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে দারুণ সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা মেপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, আর প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথম বাংলা উপন্যাস ‘ ঘরে দুলাল’ রচনা করে যশের অধিকারী হয়েছিলেন। অন্যদিকে সমকালে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। রামগোপাল ঘোষ সেযুগের কলকাতার প্রখ্যাত বাগ্মী ছিলেন, তাঁকে ভারতের ডিমিসথিনিস বলা হত। তিনি বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও বিধবাবিবাহের ব্যাপারে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেছিলেন। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পরবর্তীকালে এই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কবি মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখরা বিখ্যাত হয়েছিলেন। আর এঁদেরই সমকালেই পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। তখন একই বাড়িতে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ বসত। ডাঃ উইলসন প্রমুখ ভারত-প্রেমিকদের প্রচেষ্টায় কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন কলকাতার বড়বাজারের দয়েহাটা থেকে একজন খর্বাকৃতি মস্ত মাথাওয়ালা তরুণ ছাত্র গোলদীঘি অঞ্চলে সংস্কৃত কলেজে প।তে আসতেন। কলেজে আসবার আগে নিজের হাতে রান্না করে, পিতার জন্য ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে, ভাইদের খাইয়ে, নিজে খেয়ে তবে তিনি কলেজে পদার্পন করতেন। কথিত রয়েছে যে, তখন রাতে পড়াশোনা করবার জন্য তাঁর তেলের পয়সা জুটতো না বলে তিনি রাস্তার গ্যাসের আলোয় পড়াশোনা করতেন। এই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের দেওয়া ‘ উপাধিতে সারা ভারতে সুবিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৮২৯ সালে রামমোহন যেদিন সতীদাহ বন্ধ আইন পাশ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তখন কলকাতায় সদ্য সমাগত ছিলেন। নবযুগের নতুন মানুষ রামমোহন কেমন করে অনেক দিনের অনেক মিথ্যা আর অন্যায়ে ভরা সামাজিক কদাচারকে আঘাত করেছিলেন, একথা বোঝবার মত বয়স তখনও তাঁর হয়ত হয়নি। কিন্তু যুগ যে বদলে যাচ্ছে, একথা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করতে পেরেছিলেন। এরপরে নব প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের তরুণ শিক্ষার্থীরা যেদিন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের নিষেধ অগ্রাহ্য করে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন, সেদিন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে যে তোপধ্বনি করা হয়েছিল, সেটাও তিনি শুনেছিলেন। আর তাই হয়ত এরপরে তিনি নিজেই অকুতোভয়ে আর্ত অসহায় নাবালিকা বিধবাদের বাঁচাতে সেযুগের রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এবিষয়ে তাঁর লড়াই বাংলার ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তখন বা।রি মেয়েদের কেউই খুব একটা লেখাপড়া শেখাতে চাইতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন জেলায় কতগুলো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কলকাতার প্রসিদ্ধ বেথুন কলেজটি তাঁরই প্রচেষ্টায় বর্তমানে এত খ্যাতির অধিকারী। বাংলার ইতিহাস বিখ্যাত বেথুন সাহেব স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এরপরে হঠাই তাঁর মৃত্যু হওয়ার ফলে এই বিদ্যালয়টির দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের ওপরে এসে পড়েছিল, আর তাঁরই যত্নে ও শ্রমে ক্রমে এই বিদ্যালয়টির উন্নতি ঘটেছিল। মহর্ষি দেবেঃদ্রনাথ তাঁর কন্যা সৌদামিনী দেবীকে এই স্কুলেই প।তে পাঠিয়েছিলেন। আর এসময়ে তাঁকে নিয়ে বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায়। সৌদামিনী একদিন যখন পাল্কী করে স্কুলে যাচ্ছিলেন, আর পাল্কীর দরজার বাইরে তাঁর সুগৌর হাতটা মাত্র দেখা যাচ্ছিল, তখন পথ-চলতি একজন ইংরেজ সৈন্যের সংঃদহ হয়েছিল যে, এটা নিশ্চই কোন মেম-সাহেব যাঁকে সিপাহী সৈন্যরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই সৈন্যটি পাল্কী আটক করে এতে তল্লাসী চালিয়েছিল। এসময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল বলে এই ঘটনায় সারা শহর জুড়ে তখন দারুণ হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। তবে অতীতের কলকাতাতে যে হৈচৈ আর হুজুগের কোন অন্ত ঃ ছিল না, ‘ নক্সা’ গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন সিংহ একথা অনেক আগেই জানিয়ে গিয়েছেন। যেমন-হিন্দু কলেজের ঊনিশ বছরের ছাত্র মধুসূদন দত্ত যেদিন খৃষ্টান হয়েছিলেন, সেদিন সারা কলকাতা জুড়ে তুমুল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, খৃষ্টান পাদ্রীরা তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে লুকিয়ে রেখে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। (ক্রমশ)

বাল্যবিবাহ মুক্ত দেশ, বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারতের লক্ষ্যে অঙ্গীকার সরকার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারিঃ বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত অভিযান ২০২৬ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রাদুর্ভাব ১০ শতাংশ কমানো এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে সম্পূর্ণ বাল্যবিবাহমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে। ছত্তিশগড়ের বালোদ জেলা ২০২৫ সালে দেশের প্রথম বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা হিসেবে মাইলফলক স্থাপন করেছে। ২০২৫-এর ১৭ সেপ্টেম্বর ছত্তিশগড়ের সুরজপুর জেলা প্রশাসন ৭৫-টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাল্যবিবাহমুক্ত পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষণা করেছে। আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ এখনও ভারতে একটি গভীর সামাজিক সমস্যা, যা দেশের লক্ষ লক্ষ কিশোরী ও কিশোরের জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। বিশেষ করে অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে, কিশোরীরা গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়ে, পারিবারিক সহিংসতার আশঙ্কা বেড়ে যায় এবং দারিদ্র্য ও লিঙ্গবৈষম্যের চক্র আরও শক্তিশালী হয়। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (২০১৯-২১) অনুযায়ী, ভারতে ২০-২৪ বছর বয়সি ২৩ শতাংশ নারী ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহিত হয়েছেন। এই বাস্তবতা বাল্যবিবাহকে একদিকে যেমন একটি স্থায়ী সামাজিক হুমকি হিসেবে তুলে ধরে, তেমনই এটি একটি গুরুতর অপরাধ হিসেবেও চিহ্নিত করে। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার বাল্যবিবাহের উচ্চ প্রবণতাসম্পন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে থাকলেও, দেশের প্রায় সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে এই অপরাধের ঘটনা ঘটছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী, যেখানে কন্যা ১৮ বছরের কম অথবা পাত্র ২১ বছরের কম বয়সী, সেই বিবাহই বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য। এই প্রথা বিশেষ করে গ্রামীণ ও আদিবাসী অঞ্চলে দারিদ্র্য, লিঙ্গবৈষম্য ও স্বাস্থ্যঝুঁকিকে দীর্ঘস্থায়ী করে। পাশাপাশি, ভারতীয় আইনে বাল্যবিবাহ সরাসরি শিশু ধর্ষণ হিসেবে গণ্য। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ অনুসারে, ১৮ বছরের কম বয়সি স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর যে কোনও যৌন সম্পর্ক ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত। সুপ্রিম কোর্টও স্পষ্ট করেছে যে শিশু-বধূর উপর স্বামীর দ্বারা সংঘটিত প্রবেশমূলক যৌন নিপীড়ন পকসো আইন, ২০১২ অনুযায়ী গুরুতর অপরাধ। আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি, সামাজিক মানসিকতা বদলাতে ও কন্যাশিক্ষাকে উৎসাহিত করতে একাধিক সচেতনতামূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান, যা মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং সমাজকে শিশু-বিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ২০০৬ সালের এই আইনটি ১৯২৯ সালের সারদা আইনকে প্রতিস্থাপন করে বাল্যবিবাহকে কেবল নিয়ন্ত্রণ নয়, সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত হয়।আইনে স্পষ্ট করা হয়েছে ঃ প্রসঙ্গত, ২১ বছরের কম বয়সী পুরুষ বা ১৮ বছরের কম বয়সী নারীকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ এবং শিশুপক্ষ চাইলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দুই বছরের মধ্যে জেলা আদালতে আবেদন করে বিবাহ বাতিল করতে পারে। পাচার, বলপ্রয়োগ, প্রতারণা বা অনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত বাল্যবিবাহ জন্মলগ্ন থেকেই অবৈধ। ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে শুরু হওয়া বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত অভিযান দেশের বাল্যবিবাহ নির্মূলের লক্ষ্যে এক দৃঢ় জাতীয় অঙ্গীকার। এটি সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য ৫.৩-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার উদ্দেশ্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিশু ও জোরপূর্বক বিবাহের মতো ক্ষতিকর প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা।

বিশ্ববিশ্রুত বেহালাবাদক ইহুদি মেনুহিন

১৯৫২ সাল। বিশ্ববিশ্রুত বেহালাবাদক ইহুদি মেনুহিন এসেছেন ভারত সফরে। আমন্ত্রক ভারত সরকার। কদরদান পণ্ডিত নেহেরুর দিল্লীর বাসভবনে থেকেছেন মেনুহিন। এবার উঠেছেন কলকাতার রাজভবনে। দুদিন পরেই নিউ এম্পায়ার সিনেমাহলে অনুষ্ঠান। জোর চলছে রেওয়াজ। দুবেলা। ঘন্টার পর ঘন্টা। কিন্তু কোথায় যেন কাটছে সুর। মনোমত হচ্ছে না বাজনা। প্রিয় বেহালাটির এ কি বেয়াড়া আওয়াজ। কানে লাগছে খটখট করে। তন্দুরুস্ত হচ্ছে না কিছুতেই। এই ভালো বাজে তো এই খারাপ। বেহালা আরো কয়েকটা আছে অবশ্যই, তবে এইটিই যে মেনুহিনের সবচেয়ে প্রিয়। সেটির মেজাজ সামলাতে না পেরে মুষড়ে পড়লেন তিনি। তিনি বাজনা সারিয়ে আনেন লন্ডনের বিখ্যাত বেহালার দোকান থেকে। তো খবর পৌঁছল রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এত্তালা দিলেন বেহালা পাড়ায়। নাহ, জায়গাটা পরিচিত বেহালা নয়, টবিন রোডে। সেখানে কয়েক ঘর মানুষ বেহালার সারাই করেন। তাই নাম বেহালাপাড়া। তারা পাঠালো যুবক নগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে - 'যা, দেখে আয় সাহেব কী বলছে'। নগেন্দ্র এলেন রাজভবন। সাহেব তো খুবই ভদ্র, আনন্দপথের পথিক, তাই এই মলিনবেশী যুবককে উপেক্ষা করলেন না। বরং যন্ত্রটি বাজাতে শুরু করলেন। নগেন্দ্র খানিক শুনে বললেন, 'সাহেব, বেহালায় সূক্ষ্ম চিড় আছে। খালি চোখে দেখা শক্ত। তাও আমার হাতে দিন, দেখাবার চেষ্টা

করছি।' দেখালেন নগেন্দ্র। সাহেব তো বিস্মিত হতেও ভুলে গেছেন। সত্যিই তো, কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল ছোকরা, তার এমন অন্তর্দৃষ্টি ! এবার নগেন্দ্র বললেন, 'এখানে সারানো যাবে না যন্ত্রটা। আমায় বিশ্বাস করে দিন এটা, কাল পেয়ে যাবেন।' তখনকার কালের হিসেবে সাড়ে তিন লাখ টাকার বেহালা একটু দোনামনা করেই হাতছাড়া করলেন মেনুহিন। পরের দিন ফের এলো যন্ত্র। একেবারে পাক্কা সুর বেরোচ্ছে তা দিয়ে। আওয়াজে বেদনার ঝরা বকুল যেন। স্বর্গের পারিজাত হাতে পেয়ে গেছেন সাহেব। এদিকে রাজভবনের বিশাল ঘরে এককোণে কুন্ঠাভরে দাঁড়িয়ে আছেন নগেন্দ্র। সাচ্চা ভদ্রলোক মেনুহিন উচ্ছ্বসিত হয়ে কড়কড়ে ১০০টা ১০০ টাকার লোট হাতে গুঁজে দিলেন তার হাতে। হতে পারে সে যুবক, কিন্তু দশ হাজার টাকার মূল্য সেকালে কত ছিল, তা বোঝার মতো বয়স তো নগেন্দ্রনাথের হয়েছে। প্রলোভন ত্যাগ করে দুহাত জড়ো করে সোজা বাঙলায় সে বলল, 'আপনি আমাদের দেশের অতিথি, সাহেব। এ টাকা আমি নিতে অপারগ তাই।' মেনুহিনের চোখে জল এলো - 'কিছু তো দিতেই হবে যে বিনিময়ে। এ বিরাট ঋণ রাখা কি ঠিক হবে?' নগেন্দ্দ্র তক্ষুনি জানালেন গোপন অভিলাষ - 'কালকের প্রোগ্রামটা যদি দেখতে পাই। শুনেছি, সারা দেশের জ্ঞানীগুণীরা আসছেন শুধু আপনার বাজনা শুনতে...'। কিন্তু সব টিকিট যে বিক্রি হয়ে গেছে! একটাও বাকি নেই। হরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন মেনুহিন - 'দেখুন না, কিছু যদি ব্যবস্থা করা যায়'। এই রাজ্যপালও ছিলেন বিরাটহৃদয়। স্টেজের পাশে একটা বিশেষ চেয়ারে বসাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে নগেন্দ্রকে সম্মান জানালেন তিনি। মেনুহিনের যন্ত্র সেদিন মানুষের কন্ঠে গান গেয়েছিল, সুজনে বলে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগে, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জলপাইগুড়ি এর ব্যবস্থাপনায় জলপাইগুড়ি জেলার সমৃদ্ধ লোক ঐতিহ্য, আদিবাসী সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চাকে সংরক্ষণ ও প্রসারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে ৯ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে। বেলাকোবা পাবলিক ক্লাব প্রাঙ্গণ, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়িতে শুভ সূচনা হল 'জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব' এর। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজেশ রাঠোর (আই.এ.এস), অতিরিক্ত জেলা শাসক(উন্নয়ন), জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণা রায় বর্মন, সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদ, খগেশ্বর রায়, বিধায়ক, রাজগঞ্জ বিধানসভা, শ্রী রনবীর মজুমদার, কর্মাধ্যক্ষ, জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদ রূপালী দে সরকার, সভাপতি রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলার অনান্য আধিকারিকবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু উলুবেড়িয়া পৌর প্রাঙ্গণে

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৯ জানুয়ারি ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা তৈরী নানান হাতের কাজের বিভিন্ন পশরা সাজিয়ে বা বিভিন্ন স্টলে বিকিকিনির কাজ শুরু হলো যা মহিলাদের দ্বারা হাতের কাজের নৈপুণ্য প্রদর্শন তারই নাম এই সৃষ্টিশ্রী মেলা। এই মেলায় যেমন হাতের কাজের বিভিন্ন সুচিশিল্প, বিভিন্ন রস ও স্বাদের খাবার, ডালের তৈরি বড়ি, কাঁথা সেলাই, কচুরিপানা থেকে নানান হাতের কাজ যা এক উল্লেখযোগ্য।

শুক্রবার বিকেলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরী ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলাশাসক পি দীপপ্রিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, বিধায়িকা প্রিয়া পাল, মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল, হাওড়া জেলা গ্রামীন পুলিশ সুপার সুবিমল পাল, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর, উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক প্রমুখ। এই মেলায় জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের তৈরি সম্ভার নিয়ে মোট ৮৬টি স্টল রয়েছে। সৃষ্টিশ্রী মেলা চলবে আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল দ্বারা নতুন নজরদারি অব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ৯ জানুয়ারি ঃ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির চলমান প্রচেষ্টায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর কাটিহার ডিভিশনের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি ডিপোতে টাওয়ার ওয়াগনে একটি আইপি-ভিত্তিক ভিডিও নজরদারি ব্যবস্থা (ভিএসএস) সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এই সিস্টেমে উন্নত আইপি ক্যামেরা ব্যবহার করে তারযুক্ত ও তারবিহীন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উচ্চ-মানের ভিডিও সম্প্রচার করা হয, যা কেন্দ্রীয় ও রিয়েল-টাইম নজরদারি সম্ভব করে তোলে। এই উদ্যোগটি ডিপোতে টাওয়ার ওয়াগনের কার্যক্রমের পরিচালনাগত নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং কার্যকর তত্ত্বাবধানকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। নতুনভাবে স্থাপিত ভিএসএস সিস্টেমটি এনজেপি ডিপোতে টাওয়ার ওয়াগনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলির রিয়েল-টাইম এবং সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে অপারেশনাল নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওএইচই (ওভারহেড ইকুইপমেন্ট) কাজের সময়। এই সিস্টেমটি সম্ভাব্য ঝুঁকি শনাক্ত করতে, নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে চলা নিশ্চিত করতে এবং ঘটনার পরবর্তী বিশ্লেষণ, প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক উন্নতির জন্য রেকর্ড করা ফুটেজ ব্যবহার করতে সহায়তা করে।

হারানো মোবাইল উদ্ধার করে যাত্রীকে ফেরানো হল

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ গত ০৮.০১.২০২৬ তারিখে আনুমানিক ১৪.৪০ ঘটিকায় শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীরা প্ল্যাটফর্মের একটি বসার চেয়ার থেকে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। তিনি অবিলম্বে ফোনটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। এরপর স্টেশন মাস্টার পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে বারবার ঘোষণা করে মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে মোবাইল ফোনটি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিছুক্ষণ পর একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে মোবাইল ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত সরকারি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর, উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনটি তাকে হস্তান্তর করা হয়। তিনি কর্তব্যরত কর্মীদের দ্রুত সহায়তা এবং আন্তরিকতার জন্য মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ইসি/টি/স্যান্ড ব্লাস্টিং/ওটি- ২৮/২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৬.০১.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/লোকো, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কাঁচরাপাড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং ঃ ইসি_টি_এসবি_ওটি_২৮_২৫-২৬, বন্ধের তারিখ ২৮.০১.২০২৬। স্থান সহ কাজের নাম** ঃ ০২ (দুই) বছরের মেয়াদের জন্য ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে উপযুক্ত বাইরের এজেন্সির দ্বারা টার্ন-কী ভিত্তিতে গৃহীত মোট ৭১১টি কনভেনশনাল/৩-পিএইচ ইএমইউ, কনভেনশনাল/৩-পিএইচ এমইএমইউ, ডিইএমইউ এবং টাওয়ার কার মোটর কোচসমূহের ১৪২২টি বগির শট ব্লাস্টিং-এর কাজের আউটসোর্সিং। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** জিএসটি সহ ৮৯,৩০,১৮৫.৪৭ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ** ঃ ১,৭৮,৬০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **বিজ্ঞাপনের সময়কাল ঃ** ০৫.০১.২০২৬ থেকে ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। **প্রস্তাব দাখিলের মেয়াদ** ঃ ১৪.০১.২০২৬ থেকে ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার নথি যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ** ০৫.০১.২০২৬ থেকে ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ www. ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। MISC-354/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দত্তক সন্তানই কি মায়ের ঘাতক? উত্তর খুঁজছে পুলিশ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৯ জানুয়ারি ঃ সম্পত্তির লোভে 'মা'কে খুন করার অভিযোগ উঠল দত্তক নেওয়া সন্তান এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত নতুনপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম সুকন্যা মুখার্জি (৪৪)। নতুনপাড়া এলাকায় সুকন্যার একটি বুটিকের দোকান রয়েছে। নিঃসন্তান সুকন্যাদেবীর স্বামী প্রণব গুপ্ত স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক। মৃত ওই মহিলার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সুকন্যা এবং প্রণববাবুর কোনও সন্তান না থাকায় কয়েক বছর আগে তাঁরা কৃষ্ণপদ দাস নামে এক যুবককে দত্তক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন। বছর খানেক আগেই কৃষ্ণপদের বিয়ে হয়। তারপর থেকে কৃষ্ণপদ এবং তাঁর স্ত্রী সুকন্যা দেবীর বাড়িতেই থাকতেন। শুক্রবার সকালে সুকন্যা মুখার্জির দেহ উদ্ধারের পর তাঁর বাড়ির লোকেরা অভিযোগ করেছেন- সম্পত্তির লোভে দত্তক সন্তান এবং তাঁর স্ত্রী এই খুন করেছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, সুকন্যাদেবীর দেহ উদ্ধারের পর থেকে তাঁর দত্তক সন্তান এবং স্ত্রীর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এর পাশাপাশি সুকন্যাদেবীর বাড়ি থেকে বেশ কিছু দলিল এবং সোনার গয়না নিখোঁজ বলে তাদের দাবি। কান্দি থানার পুলিশ ইতিমধ্যে সুকন্যাদেবীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতার দিদি মৌমিতা চক্রবর্তী বলেন, আমার দিদি এবং জামাইবাবু নিঃসন্তান। সেই কারণে তাঁরা কৃষ্ণপদ দাস নামে এক যুবককে দত্তক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এক বছর আগে ওই যুবকের বিয়ে হয়। তারপর থেকে সে স্ত্রীকে নিয়ে আমার দিদির বাড়িতেই থাকতো। তিনি বলেন,দত্তক সন্তানের বিয়ে হওয়ার পর থেকে নবদম্পতির চাপে ধীরে ধীরে পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক রাখা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন আমার দিদি। আমারা দিদি-জামাইবাবু ফোন করলে ওই দত্তক সন্তান এবং তাঁর স্ত্রী ফোন ধরতে দিত না। এমনকি ওই দম্পতি আমার দিদিকে নিজের বাড়িতে তাঁর ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলো। তিনি আরও অভিযোগ করেন,আমার দিদি জামাইবাবুর সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য কৃষ্ণপদ এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনের উপর প্রচন্ড অত্যাচার চালাতো। আমার দিদি, সুকন্যা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আমাদের অনুমান দিদির সম্পত্তি হাতানোর জন্যই তাঁর দত্তক সন্তান তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। মৌমিতা বলেন,শুক্রবার সকালে দিদির মৃত্যুর খবর পেয়ে আমরা দেখতে পাই নিজের বাড়িতে ঘরের মেঝেতে তাঁর দেহ পড়ে রয়েছে। দিদির গায়ের পোশাক অবিন্যস্ত অবস্থায় ছিল। মৃতের পরিবারের আরও অভিযোগ, সুকন্যাদেবীর স্বামী আর বছরখানেকের মধ্যেই নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেবেন। কৃষ্ণপদ এবং তাঁর স্ত্রী পরিকল্পনা করেছিল সুকন্যাদেবীর স্বামীকে পাগল সাজিয়ে ওই দম্পতির সম্পূর্ণ সম্পতি বাড়িঘর হাতিয়ে নেওয়ার। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সম্পূর্ণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সুকন্যাদেবীকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন, সুকন্যাদেবীর দেহ উদ্ধারের পর থেকে কৃষ্ণপদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এর পাশাপাশি বাড়িতে থাকা বেশ কিছু সোনার গয়না এবং জমির দলিল কৃষ্ণপদ নিজের সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছেন বলে তাদের অভিযোগ।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৯-২৫-২৬-আরটি২; তারিখ: ০৫-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. :** এপি-ইএল-টিআরডি-১৯-২৫-২৬-আরটি২; **কাজের নাম:** "শামুকতলা রোড - শামুকতলা রোড ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণ দ্বারা পিএসআর-এর রিলাক্সেশন" কাজের জন্য শামুকতলা রোড স্টেশন ইয়ার্ডে কার্ভ সরানোর জন্য ওএইচই পরিবর্তন কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৭১,৪৮,৮১৯.৪০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৪৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ৩০-০১-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara, Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)

NOTICE INVITING E-TENDER No. 63/ ABUJ-I/2026, Dated: 09/01/2026
Tender Ref. ID No. 2026_ZPHD_986710_1

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Installation of submersible pump for Drinking water plant. Last date of submission of Bid **24/01/2026 up to 01.30 p.m.** Technical Bid Opening Date **27/01/2026 at 02.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara, Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)

NOTICE INVITING E-TENDER No. 62/ ABUJ-I/2026, Dated: 09/01/2026
Tender Ref. ID No. 2026_ZPHD_986707_1

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Construction of Toilet. Last date of submission of Bid **24/01/2026 up to 01.30 p.m.** Technical Bid Opening Date **27/01/2026 at 02.00 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

খড়গপুর ডিভিশনে বিবিধ স্ট্যাটিক সার্ভিস এবং পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেজিপি/পিএনইউ-এমএসএস/২০২৫/১৯ তারিখ ঃ ০৯.০১.২০২৬

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ • শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে এবং সাঁতরাগাছি নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের ২য় তলে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য স্যালোন পরিষেবার স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-এসএএলওএন-২, অকশন তারিখ ঃ ১৯.০১.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৪০ মিনিট।** • ঝাড়গ্রামের প্ল্যাটফর্ম-১ অবস্থানে, বারিপদাতে নিউ স্টেশন বিল্ডিংয়ে, সাঁতরাগাছিতে উত্তর দিকের পুরনো বুকিং অফিসের কাছে এবং উত্তর দিকের পার্কিংয়ের কাছে, সাঁতরাগাছিতে ফুট ওভারব্রিজের ল্যান্ডিং ও সাবওয়ের মধ্যবর্তী নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের (হাওড়া দিকের প্রান্তে) গ্রাউন্ড ফ্লোরে, সাঁতরাগাছিতে প্ল্যাটফর্ম ৬/৭-এর ওপরে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ব্লক-I (ওএইচই মাস্ট নং. ৭/৩৮এ-র কাছে) এবং টয়লেট ব্লক-II (ওএইচই মাস্ট নং. ৭/৩৪বি-র কাছে), খড়গপুরে দক্ষিণ দিকে বুকিং অফিসের কাছে এবং ঘাটশিলা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ০১ (টাটানগর প্রান্তে) তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ইউনিট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিএনইউটিওআই-কেজিপি২৫-১৭, অকশন তারিখ ঃ ২০.০১.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও দুপুর ১২.৩০ মিনিট।** • সাঁতরাগাছি নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, পাঁশকুড়া রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ৩/৪-তে এবং শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য প্রোমোশনাল কিয়স্ক গঠন এবং পরিচালনার জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-পিআরওএম-২, অকশন তারিখ ঃ ২১.০১.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৫০ মিনিট।** • পাঁশকুড়ার প্ল্যাটফর্ম-৫/৬ এবং মেচেদা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-৩/৪-তে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য পূজা সামগ্রী কিয়স্ক গঠন এবং পরিচালনার জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-পিওজেএ-২, অকশন তারিখ ঃ ২২.০১.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৪০ মিনিট।** • মেচেদার প্ল্যাটফর্ম-১/২, জলেশ্বরের প্ল্যাটফর্ম-২/৩, পাঁশকুড়ার প্ল্যাটফর্ম-৫/৬, সাঁতরাগাছি নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে এবং শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য মোবাইল ও আনুষঙ্গিক কিয়স্ক গঠন এবং পরিচালনার জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-এমওবিএল-২, অকশন তারিখ ঃ ২৩.০১.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও দুপুর ১২.১০ মিনিট।** • দীঘা রেলওয়ে স্টেশন বিল্ডিং লাগোয়া অঞ্চলে এবং শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ডিজিটাল লকার স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি- ডিজিএলওসিকে২, অকশন তারিখ ঃ ২৭.০১.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৪০ মিনিট।** • মেচেদার প্ল্যাটফর্ম-৩/৪, পাঁশকুড়ার প্ল্যাটফর্ম-৩/৪ এবং শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য আরামদায়ক চেয়ার স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-আরএক্সসিএইচএ২, অকশন তারিখ ঃ ২৮.০১.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৫০ মিনিট।** • খড়গপুরে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য দুই-চাকা এবং অন্যান্য পার্সেল/প্যাকেজের প্যাকিং, ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য মেচেদাতে ১টি পার্সেল স্ক্যানার, বালেশ্বরে ১টি পার্সেল স্ক্যানার, পাঁশকুড়াতে ১টি পার্সেল স্ক্যানার, শালিমারে ৪টি পার্সেল স্ক্যানার, খড়গপুরে ১টি পার্সেল স্ক্যানার এবং হিজলী রেলওয়ে স্টেশনে ১টি পার্সেল স্ক্যানার স্থাপনের জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-পিএস-২৫-৬, অকশন তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **দুপুর ১২টা ও দুপুর ১.৩০ মিনিট** এগুলি **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী সংস্থা ও ঠিকাদাররা এ-বিষয়ে অবহিত হোন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। অনুসন্ধান/জিজ্ঞাসা যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-1049) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

SBI **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রালাইজড রিটেইল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট** সেল, তারা চেম্বার্স, মারিয়াই গেটের কাছে, ওয়াকাডেওয়াড়ি, মুম্বাই-পুনে রোড, পুনে-৪১১০০৩। ইমেল আইডিঃ sbi.65162@sbi.co.in

ডিমান্ড নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা **শ্রী অভিরূপ চৌধুরী** ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণগুলো অনাদায়ী সম্পদে (NPA) শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী তাদের শেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে এবং সেই কারণে এই গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের বিষয়টি জানানো হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিবরণ / কার্যকর করার জন্য নির্ধারিত জামানতি সম্পদের ঠিকানা	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া টাকার পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
শ্রী অভিরূপ চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা) ১) ফ্ল্যাট নং ৩১১, ৩ তলা, বিল্ডিং নং 'F' গেরাস ওয়ার্ল্ড অফ জয় L , গেট নং ১৩৪৩বি, ওয়াঘোলি, তালুকা- হাভেলি, জেলা- পুনে- ৪১২২০৭। ২) ১১, তারা শঙ্কর সরণি, বেলগাছিয়া, টালা পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০৩৭। ৩) ফ্ল্যাট নং ১এ-৯০১, সিএলপিডি আর্কেডিয়া চিক্কাবেল্লান্দুর, গুঞ্জুর পাল্যা, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক- ৫৬০০৩৫। **হোম শাখা- স্পেশাল হাউজিং ফাইন্যান্স পুনে শাখা এবং দেবনাহাল্লি এয়ারকার্গো কমপ্লেক্স (১১৩৫৩) বেঙ্গালুরু শাখা অ্যাকাউন্ট নং ৪২৮২৯৯৬৩১৯৫ হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৩১০৪৬০৩১১৭ হোম লোন**	**সম্পত্তি-১ ফ্ল্যাট / অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩১১, ৩য় তলায়** অবস্থিত সম্পূর্ণ সম্পত্তি, যার কার্পেট এলাকা ৫৯.৯০ বর্গ মিটার (৬৪৪.৭৭ বর্গ ফুট), খোলা / আবদ্ধ বারান্দার এলাকা ২.৭৪ বর্গ মিটার (২৯.৫০ বর্গ ফুট), ব্যক্তিগত ছাদের এলাকা ৫.৩৫ বর্গ মিটার (৫৭.৫৯ বর্গ ফুট), সোসাইটির সাধারণ এলাকা ১০.২০ বর্গ মিটার (১০৯.৭৮ বর্গ ফুট) এবং ফেডারেশনের সাধারণ এলাকা ১৩.৬০ বর্গ মিটার (১৪৬.৩৭ বর্গ ফুট), এবং একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্থান সহ, 'F' নম্বর বিল্ডিংয়ে অবস্থিত, প্রকল্পটি Gera's World of Joy L নামে পরিচিত হবে, জমিটির গাট নম্বর ১৩৪৩বি, গ্রাম ওয়াঘোলি, তালুকা হাভেলি, জেলা-পুনে, মহারাষ্ট্র। সম্পত্তির মালিক শ্রী অভিরূপ চৌধুরী। **সম্পত্তি-২ ফ্ল্যাট নং ই-৩০১ (৪বিএইচকে)** সহ সম্পূর্ণ সম্পত্তি, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ১৭২৫ বর্গ ফুট, তৃতীয় তলায়, ই-ব্লকে অবস্থিত, এবং একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্থান সহ, ABAN DESIRE নামে পরিচিত আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে অবস্থিত। জমিটির সার্ভে নং ২১৬, গ্রাম এস. মাদা হাল্লি, সরজাপুরা হোবলি, আনেকাল তালুকা, জেলা বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক। **সম্পত্তির মালিক শ্রী অভিরূপ চৌধুরী।**	১০।১২।২০২৫	৩০।১১।২০২৫	১,০০,৩৭,৪৬৯.০০ টাকা (এক কোটি সাঁইত্রিশ হাজার চার শত উনসত্তর টাকা মাত্র) যা ০৮.১২.২০২৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, সাথে অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ প্রযোজ্য।

নোটিশ জারির বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা এবং / অথবা তাদের জামিনদারদের (যখন প্রযোজ্য) এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৪) অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শিরোনামযুক্ত অ্যাকাউন্টটির বিষয়ে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ (২) ধারা অনুযায়ী পূর্বে জারি করা সমস্ত নোটিশ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখঃ ১০.০১.২০২৬
স্থানঃ পুনে

স্বাক্ষর- অনুমোদিত কর্মকর্তা
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিআরএএমসি শাখা, পুনে

Office of the Chhaighari Gram Panchayat Daulatabad Murshidabad

e-N.I.T. No. (1) 08/2025-26

e.-N.I.T.-08 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 09 (Nine) nos. work under Chhaighari Gram Panchayat from **13.01.2026 to 27.01.2026**. N.B.: Details my be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৮.০১.২০২৬। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৬৯-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রানাঘাটের অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/কৃষ্ণনগরের অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৭,৩৫,০৬৪.৩০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১৩,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-349/25-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Chhaighari Gram Panchayat Daulatabad Murshidabad

e-N.I.T. No. (1) 05/2025-26, (2) 06/2025-26, (3) 07/2025-26

e.-N.I.T.-05,06,07 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 41(Forty-one) nos. work under Chhaighari Gram Panchayat from **13.01.2026 to 27.01.2026.** N.B.: Details my be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক), ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিসনের ০৯টি স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিএনইউ-এসডিএএইচ-০৭-২৬। নিলাম শুরু ঃ ২১.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টায়। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ। (১) পিএনইউ- এসডিএএইচ-কেবিজিবি -টিওআই-১০০-২৬-১ এবং কোমাগাতা মারু বজবজ। (২) পিএনইউ-এসডিএএইচ-এমজেটি -টিওআই-৭৫-২৬-১ এবং মাঝেরহাট। (৩) পিএনইউ-এসডিএএইচ- এলকেএফ - টিওআই-৯৭-২৬-১ এবং লেক গার্ডেন্স। (৪) পিএনইউ-এসডিএএইচ- আরএইচএ - টিওআই-৪৭-২৬-১ এবং রানাঘাট জং.। (৫) পিএনইউ-এসডিএএইচ-এসপিআর -টিওআই-৯১-২৬-১ এবং সোনারপুর জং.। (৬) পিএনইউ-এসডিএএইচ-কেএনআর -টিওআই-১০৪-২৬-১ এবং কাঁকিনাড়া। (৭) পিএনইউ-এসডিএএইচ-এমবিবি -টিওআই-১২৪-২৬-১ এবং মুর্শিদাবাদ। (৮) পিএনইউ -এসডিএএইচ-আরএইচএ -টিওআই-৪৮-২৬-১ এবং রানাঘাট জং.। (৯) পিএনইউ -এসডিএএইচ-আইপি -টিওআই-৮৩-২৬-১ এবং ইছাপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। SDAH-345/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/33/APAS-9/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of road surface at 19G Abinash Ch. Banerjee Lane and its surrounding area in Ward No. 33 disturbed by W/S Department.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **2,73,636.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of completion : **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/38/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of passage at 1/H/6, 1/H/9 Rash Moni Bazar Road and surrounding area in Ward No. 34.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **3,99,383.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of completion : **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/33/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Renovation of passage at 20, 22 B.M Road and surrounding area in Ward No. 34.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **3,99,119.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of completion : **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/13/38/25-26
Name of work : **Removal of chokage from sewer at 11/4 Canal Circular Road, 10/D Gorapada Sarkar Lane, 5 Gorapada Sarkar Lane, 1/6 Ariff Road etc. and different places in Ward No. 13.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **2,95,564.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **21.01.2026 upto 12 Noon.**(for Sl. No. 1 to 4). Date and Time of opening of Bid : **24.01.2026 after 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No. : EE-III/32/45/UTTARAN/25-26
Name of work : **Repairing of sanitary latrines at 103 Ultadanga Main Road, 3 Sree Krishna Colony and different Uttaran locations in Ward No. 32.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **4,41,877.00**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of completion : **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE-III/32/46/UTTARAN/25-26
Name of work : **Repairing of passage at 1, 2, 3, Sree Krishna Colony, 19/22 Canal Circular Road and different Uttaran areas in Ward No. 32.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **4,43,174.00**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of completion : **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE-III/32/47/UTTARAN/25-26
Name of work : **Repairing of chokage at 19/22 Canal Circular Road, 103 Ultadanga main road and different Uttaran locations in Ward No. 32.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **3,51,806.00**. Earnest Money: ₹ **7,500.00**. Period of completion : **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE-III/32/48/UTTARAN/25-26
Name of work : **Renovation of sanitary latrines at 105/3 Ultadanga Main Road, 83A Bagmari Road and different Uttaran locations in Ward No. 32.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **4,54,039.00**. Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of completion : **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/EE-III/32/50/UTTARAN/25-26
Name of work : **Renovation of passage at 4 Basanti Colony, 103 Ultadanga Main Road and their adjacent Uttaran areas in Ward No. 32.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **3,23,523.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **20.01.2026 upto 12 Noon.**(for Sl. No. 5 to 9). Date and Time of opening of Bid : **22.01.2026 after 12 Noon.** (for Sl. No. 5 to 9). The bid forms and other details are available on and from : **09.01.2026 (5 p.m.).** (for Sl. No. 1 to 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 9).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/073/055/2025-2026
Name of work : **Repairing of potholes with kerb channel and ancillary works at different roads in Ward No.-73.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **1,99,364.67**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of completion : **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/073/084/2025-2026
Name of work : **Improvement of passages (Paver block & IPS) at Harish Mukherjee Road, Basanta Bose Road and Hazra Road in Ward No.-73.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **2,99,868.93**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of completion : **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/073/060/2025-2026
Name of work : **Improvement of passages at 1/3A, 1/4A, 1/4B Sashi Sekhar Bose Row and 10, 11 Katua Khati Lane in Ward No.-73.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **2,99,676.31**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **20.01.2026 - 12 Noon.**(for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on : **22.01.2026 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from : **09.01.2026 (5 p.m.).** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/115/83/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of road surface near 1/27, 1/73B, Paschim Putiary Colony and surrounding area in Ward No.-115, Booth No.-107.** Work Value : ₹ **4,86,117.23**. Earnest Money: ₹ **9,800.00**. Period of completion : **40 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/122/125/25-26/APAS (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of C.C.Pavement at M.G.Road bye lane near PR No. 676, 1530 etc in Ward No.-122.** Work Value : ₹ **1,87,188.01**. Earnest Money: ₹ **3,800.00**. Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **17.01.2026 (upto 11 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on : **19.01.2026 (11 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from : **09.01.2026 (from 5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://tenders.wb.gov.in/nicsep/ap** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/128/139/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Repairing of cement concrete road and passage near house no. 102 Parui PUCCA Road etc., under Part No. 197 of 154 - Behala Paschim A.C. in Ward No. 128.** Work Value : ₹ **1,48,000.48**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of completion : **07 days.** Last date of submission of Bid : **17.01.2026 (upto 5 p.m.).** Tender will be opened on : **19.01.2026 (5 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from : **09.01.2026 (from 5 p.m.)** from the website **https://tenders.wb.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/085/2025-2026/APAS/127/2 (2nd Call)
Name of work : **Development of drainage system with allied work near H/No. Q-609/19 S.H.Road in Ward No.-139, BR-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,14,123.45**. Earnest Money: ₹ **4,300.00**. Period of completion : **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/095/2025-2026/APAS/132/1 (2nd Call)
Name of work : **Construction of New drain with allied work near U-135 Darma Gooli in Ward No.-139, BR-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,45,878.92**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of completion : **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **21.01.2026 - 11 a.m.**(for Sl. Non 1 & 2). Date of opening of tender : **24.01.2026 - 11 a.m.** (for Sl. Non 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from : **08.01.2026 (5 p.m.)** (for Sl. Non 1 & 2).

(3) NIT No. : KMC/XV/134/140/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Removal of silt and deployment of labour at Durga Math and other area in Ward No. 134, BR-XV under Uttaran Service.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,97,612.16**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of completion : **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/XV/134/139/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Renovation of passage with allied works near Meher Manzil Masjid, Dhankheti Bazar and Khorai Patty in Ward No.-134 BR-XV under Uttaran Service.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,95,301.27**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of completion : **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/XV/134/137/2025-2026/UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Removal of silt and deployment of labour at various location of Alif Nagar, Dhankheti, Matchiskol area in Ward No.-134 BR-XV under Uttaran Service.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,98,313.31**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of completion : **90 days.**

(6) NIT No. : KMC/XV/134/138/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Repairing & Maintenance of paver block passage with allied works at Bangla Basti, Shahi, Astabol, Battikol area near premises no. G43/A/1, G41, G216 etc. in Ward No.-134 BR-XV under Uttaran Service.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,98,764.28**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of completion : **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **06.01.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 3 to 6). Documents download/sell start date (online) : **06.01.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 3 to 6). Documents download/sell end date (online) : **21.01.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 3 to 6). Bid submission start date (online) : **06.01.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 3 to 6). Bid submission closing (online) : **21.01.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 3 to 6). Bid opening date for Technical Proposals (online) : **23.01.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 3 to 6). The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/APAS/01/153/218/0001/ XVI/124/059
Name of work : **Maintenance of bituminous road at Purba para near Pre No.-84/15 in Ward No.-124.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **1,75,344.96**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/APAS/01/153/218/0003/ XVI/124/062
Name of work : **Development of C.C.Road at Purba Para near Pre. No.-14/1 in Ward No.-124.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **4,94,972.47**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of completion : **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/028/APAS/303/P-2 (2nd Call)
Name of work : **Development of C.C.Road at Ramkantapur near H/O Netai Pal in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,21,249.65**. Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Period of completion : **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/039/APAS/298/P-3 (2nd Call)
Name of work : **Development of C.C.Road at Krishna Nagar near H/O Biva Devi in Ward No.-142.** Estimated Cost(including GST & CESS) : ₹ **2,77,215.29**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of completion : **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/037/APAS/298/P-1 (2nd Call)
Name of work : **Development of C.C.Road at Krishna Nagar near Pre. No. 47/49 in Ward No.-142.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **3,41,255.41**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of completion : **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **20.01.2026 - 12 Noon.**(for Sl. No. 1 to 5). The Tender will be opened on : **24.01.2026 - 12 Noon.** (for Sl. Non 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from : **10.01.2026 (5 p.m.)** (for Sl. Non 1 & 2) and **09.01.2026 (5 p.m.)** (for Sl. Non 3 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. Non 1 to 5).

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/35/25-26 (1st Call), (2) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/41/25-26 (1st Call) Published in this Newspaper on **09.12.2025** (Key No. 1642/25-26) of **Engineering (Civil) Borough-III Department.** (Sl. No. 6 and 7). Last date of submission of bid will be **20.01.2026 upto 9 a.m.** instead of 06.01.2026 upto 9 a.m. and date of opening of bids will be **22.01.2026 after 9 a.m.** instead of 08.01.2026 after 9 a.m. All other criteria remain Unchanged.

(1) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/61/25-26 (1st Call), (2) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/62/25-26 (1st Call) Published in this Newspaper on **22.12.2025** (Key No. 1771/25-26) of **Engineering (Civil) Borough-III Department.** (Sl. No. 7 and 8). Last date of submission of bid will be **17.01.2026 upto 9 a.m.** instead of 27.12.2025 upto 9 a.m.(for Sl. No. 1 & 2). date of opening of bids will be **19.01.2026 after 9 a.m.** instead of 29.12.2025 after 9 a.m. All other criteria remain Unchanged.

NIT No.: KMC/DCE_PS/II/15/AP1/25-26 Published in this Newspaper on **27.12.2025** (Key No. 1816/25-26) of **Parks & Squares Department.** (Sl. No. 4). The Last date and time of submission of bid may be read as **17.01.2026 – 1 p.m.** instead of 08.01.2026 – 1 p.m. and Tender open date may be read as 20.01.2026 – 2 p.m. instead of 10.01.2026 – 2 p.m. (1927/25-26)

গৃহস্থালী

ফেলব, না রেখেই দিই? ‘মায়া কাটিয়ে পোশাকভর্তি আলমারি গুছিয়ে নেওয়ার সহজ ও কার্যকর উপায়

আলমারির দরজা খুললেই যদি মনে হয়, এই বুঝি সবকিছু হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল-তাহলে আপনি একা নন। পোশাক, ব্যাগ, ওড়না, পুরনো শাড়ি থেকে শুরু করে ‘ পরব’ ভেবে রাখা কুর্তি-সব মিলিয়ে আলমারি যেন এক অগোছালো গুদামঘর। অথচ কোথাও যাওয়ার সময় মনমতো পোশাক খুঁজে পেতেই নাজেহাল অবস্থা। মনে মনে ঠিক করেন, এবার কিছু পোশাক ফেলতেই হবে। কিন্তু ঝাড়াই-বাছাই শুরু হতেই মন নরম-এইটা থাক, ওইটাও তো ভালো, ওটা পরে হয়তো কোথাও যাওয়া হবে! ফলাফল? আলমারি যেমন ছিল, তেমনই থেকে যায়। এই সমস্যায় ভোগেন বেশিরভাগ মহিলাই। পোশাকের সঙ্গে আবেগ জ।য়ে থাকে-স্মৃতি, আশা আর ভবিষ্যতের নানা ‘ কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আবেগই আলমারি অগোছালো হওয়ার মূল কারণ। সমীক্ষা বলছে, অধিকাংশ মহিলা তাঁদের আলমারিতে থাকা পোশাকের মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশ নিয়মিত পরেন। বাকি পোশাক প।ে থাকে-ওখানে গেলে পরব, ওজন কমলে পরব, এই ডিজাইনটা আবার ফিরবে-এই সব অজুহাতে। আলমারি ফাঁকা করতে হলে প্রথমেই এই মানসিকতা বদলাতে হবে। পোশাক মানে শুধু স্মৃতি নয়, ব্যবহারযোগ্যতা। কোন পোশাকগুলি আজকের জীবনে সত্যিই কাজে লাগে, সেটাই হওয়া উচিত বিচার্য। কীভাবে শুরু করবেন? রইল ধাপে ধাপে গুছিয়ে নেওয়ার সহজ গাইড।

আলমারি খালি করেই শুরু করুন-ঝা।াই-বাছাইয়ের প্রথম ধাপ হল-পুরো আলমারি খালি করা। এক-এক করে পোশাক না দেখলে বোঝাই যায় না আসলে কত কিছু জমে আছে। বিছানার উপর বা মেঝেতে সব পোশাক সাজিয়ে

রাখুন। তখনই বুঝবেন, অনেক কিছুই চোখের আড়ালে পড়ে ছিল। মন শক্ত করে বাছাই করুন- এবার নিজেকে কয়েকটি সোজা প্রশ্ন করুন-এই পোশাকটি কি গত এক বছরে পরেছি? এখন কি পরতে স্বচ্ছ ঃদ বোধ করি? এর ফিটিং বা স্টাইল কি আমার বর্তমান জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই? উত্তর যদি ‘ হয়, তবে সেটিকে আলাদা রাখুন। মনে রাখবেন, ভবিষ্যতের কল্পনার চেয়ে বর্তমানের প্রয়োজন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। না-পরা পোশাকের জন্য আলাদা ব্যাগ-যেগুলি পরেন না, সেগুলি একটি আলাদা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখুন। এই ব্যাগ আর আলমারিতে ঢুকবে না-এটাই নিয়ম। ভালো অবস্থায় থাকলে আত্মীয়, পরিচিত বা গৃহকর্মীর হাতে তুলে দিতে পারেন। অনেক জায়গায় পুরনো পোশাক বিক্রি বা দান করার সুযোগও আছে। না হলে মন শক্ত করে বিদায় জানান।

আবেগের পোশাক থাকুক, তবে শর্তসাপেক্ষে-প্রথম শাড়ি, বিয়ের শাড়ি, প্রিয়জনের দেওয়া পোশাক-এগুলো শুধু কাপ। নয়, স্মৃতি। এগুলো রাখতে চাইলে রাখতেই পারেন। তবে প্রতিদিনের পোশাকের সঙ্গে মিশিয়ে নয়। আলাদা করে ভালোভাবে ভাঁজ করে, কভার দিয়ে রাখুন। এতে আবেগও রইল, আলমারিও থাকল গোছানো। ব্যবহার অনুযায়ী ভাগ করুন-অফিস, দৈনন্দিন ব্যবহার, পার্টি বা উসব-এইভাবে পোশাক আলাদা আলাদা ভাগে রাখুন। এতে তা।াহু।োর সময় পুরো আলমারি ওলটপালট করতে হবে না। যে ধরনের পোশাক দরকার, সেটুকুই সহজে হাতে চলে আসবে।

অর্গানাইজারের সাহায্য নিন-বর্তমানে অনলাইন ও অফলাইনে নানা ধরনের পোশাক অর্গানাইজার পাওয়া যায়। ড্রয়ার ডিভাইডার, হ্যাঙ্গিং অর্গানাইজার বা আলাদা বক্স ব্যবহার করলে পোশাক অনেক বেশি গুছিয়ে রাখা যায়। একটি পোশাক তুললে পাশেরটি এলোমেলো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমে।

নতুন পোশাক কেনার আগে ভাবুন-আলমারি গুছিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে ব। নিয়ম-অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটি বন্ধ করা। নতুন পোশাক কেনার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, এটা রাখার জায়গা কি আমার আলমারিতে আছে? যদি না থাকে, তবে হয় নতুন পোশাক নয়তো পুরনো কোনো পোশাককে বিদায়-এই সিদ্ধান্ত নিন। গুছানো আলমারি, শান্ত মন --আলমারি শুধু পোশাক রাখার জায়গা নয়, এটি আপনার দৈনন্দিন মানসিক স্বস্তির সঙ্গেও জড়িত। গুছানো আলমারি মানে সকালে কম দুশ্চিন্তা, কম সময় নষ্ট, আর নিজের পছন্দের পোশাক পরার আনন্দ। ‘ কাটানো কঠিন ঠিকই, কিন্তু একবার শুরু করলে তার সুফল টের পাবেন খুব দ্রুতই। সবশেষে মনে রাখুন-সবকিছু রেখে দেওয়াই নিরাপত্তা নয়। অনেক সময় ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে স্বস্তি। আজই সময় বের করে আলমারির দরজা খুলুন, আর নিজেকে প্রশ্ন করুন-ফেলব, না এবার সত্যিই গুছিয়ে নেব?

চায়ের কাপ-কফি মাগে নাছোড়বান্দা দাগ? সাবানেও কাজ না হলে জেনে নিন কার্যকর ঘরোয়া সমাধান

ঘুম ভাঙার পর প্রথম চুমুকটা চায়ের কাপ থেকেই শুরু হয় দিন। কাজের ফাঁকে, আড্ডায়, ক্লান্তি কাটাতে-চা কিংবা কফি ছা।া অনেকেরই এক মুহূর্ত চলে না। কিন্তু এই নিয়মিত অভ্যাসের এক বিরক্তিকর ফল হল চায়ের কাপ ও কফি মাগে জমে থাকা লালচে বা বাদামি দাগ। প্রথমদিকে হালকা থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাগ গাঢ় হয়ে যায়। অনেক সময় সাধারণ সাবান বা ডিশওয়াশ লিকুইডে কিছুতেই সে দাগ তুলতে চান না। ফলে অল্পদিনেই কাপের ঝকঝকে ভাব হারিয়ে যায়, দেখতে লাগে পুরনো আর মলিন। অনেকেই এই অবস্থায় কাপ বদলে ফেলেন বা আলাদা করে রেখে দেন। কিন্তু জানেন কি, এই নাছো।বান্দদা দাগ তুলতে বা।তি খরচের কোনও প্রয়োজন নেই? আপনার রান্নাঘরেই রয়েছে এমন কয়েকটি উপাদান, যা ব্যবহার করলেই সহজে ফিরে আসবে কাপের পুরনো জেল্লা। কীভাবে? রইল বিস্তারিত ঘরোয়া সমাধান।ী বেকিং সোডা দাগ তোলার ম্যাজিক উপাদান-প্রায় প্রতিটি রান্নাঘরেই বেকিং সোডা পাওয়া যায়। কেক বা পিঠে বানানোর পাশাপাশি এটি পরিষ্কারের কাজেও দারুণ কার্যকর। চায়ের কাপ বা কফি মাগের দাগ তুলতে বেকিং সোডা যেন একেবারে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। পদ্ধতি খুবই সহজ। অল্প বেকিং সোডায় কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে একটি ঘন পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার সেই পেস্ট কাপের ভেতরে দাগের উপর ভালো

করে লাগিয়ে দিন। ১০-১৫ মিনিট রেখে নরম স্পঞ্জ বা কাপ। দিয়ে আলতো করে ঘষুন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চোখের পলকেই উধাও হবে দাগছোপ, কাপ ফিরে পাবে হারানো উজ্জ্বলতা। ভিনিগার বা সিরকা প্রাকৃতিকভাবে দাগ কাটাতে অত্যন্ত কার্যকর। চা-কফির দাগ যেহেতু দীর্ঘদিন জমে থাকে, তাই ভিনিগারের অ্যাসিডিক গুণ সহজেই তা ভেঙে ফেলতে পারে। একটু ভিনিগার সরাসরি দাগ লাগা কাপে ঢেলে দিন বা দাগের জায়গায় ঢেলে রাখুন। ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর সাবান বা ডিশওয়াশ দিয়ে ভালো করে ঘষে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কাপ আবার নতুনের মতো ঝকঝকে হয়ে উঠবে। লেবুর রস শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ায় না, পরিষ্কারের কাজেও সমান জনপ্রিয়। লেবুর প্রাকৃতিক অ্যাসিড চায়ের দাগ সহজেই হালকা করে দেয়। একটি লেবু কেটে রস বের করে দাগের উপর লাগান। চাইলে লেবুর টুকরো দিয়েই সরাসরি দাগে ঘষতে পারেন। কিছুক্ষণ রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কোনও কেমিক্যাল ছা।াই কাপ হবে পরিষ্কার ও সতেজ। বিশ্বাস না হলেও সত্যি, টুথপেস্ট দিয়েও চায়ের কাপের জেদি দাগ তোলা সম্ভব। সাদা টুথপেস্ট ব্যবহার করাই ভালো। দাগের উপর খানিকটা টুথপেস্ট লাগিয়ে ৫-১০ মিনিট রেখে দিন। এরপর টুথব্রাশ বা নরম স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। এতে কাপের দাগ তো উঠবেই, সঙ্গে থাকবে পরিষ্কার গন্ধও। শুধু দাগ তুললেই চলবে না, ভবিষ্যতে যাতে এই সমস্যা কম হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরি। প্রতিদিন একই কাপ ব্যবহার না করে বদলে বদলে ব্যবহার করুন। এতে দাগ জমার সম্ভাবনা কমে। প্রতিবার ব্যবহারের পর কাপ ভালো করে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে মাঝে মাঝে গরম জল দিয়ে কাপ ধুয়ে নিলে দাগ জমতে পারে না। চায়ের কাপ বা কফি মাগে দাগ পড়া খুব স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তার জন্য প্রিয় কাপ ফেলে দেওয়ার কোনও দরকার নেই। একটু যত্ন আর এই সহজ ঘরোয়া কৌশল মেনে চললেই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে পারবেন ঝকঝকে, দাগহীন কাপড় এবার থেকে সাবানেও কাজ না হলে হতাশ না হয়ে, রান্নাঘরের দিকেই তাকান-সমাধান সেখানেই লুকিয়ে!

রান্নাঘরের দুই উপকরণের অবস্থান বদলালেই ফিরতে পারে সুখ-শান্তি

সংসারে অকারণ ঝগড়া, মনোমালিন্য বা অস্থিরতা কি বাড়ছে? ছোট ছোট বিষয়ে মতবিরোধ লেগেই থাকছে? অনেক সময় আমরা এর কারণ খুঁজি মানুষের আচরণে বা পরিস্থিতিতে। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র বলছে, সংসারের সুখ-শান্তির সঙ্গে ঘরের পরিবেশ ও জিনিসপত্রের অবস্থানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে রান্নাঘর-যাকে বাস্তুর শক্তির মূল কেন্দ্র বলা হয়-সেখানে সামান্য ভুলও ডেকে আনতে পারে বড় অশান্তি। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, রান্নাঘর হল অন্নপূর্ণার স্থান। এখান থেকেই পরিবারের পুষ্টি, শক্তি ও সমৃদ্ধি আসে। তাই হেঁশেলে নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। বাস্তুবিদদের মতে, রান্নাঘরের দুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান-নুন ও হলুদ-ভুল করেও একসঙ্গে বা পাশাপাশি রাখা উচিত নয়। শুনতে অবাক লাগলেও, এই ছোট ভুলই নাকি সংসারে নেতিবাচক শক্তি ডেকে আনে। নুন ও হলুদঃ শক্তির সংঘাত কেন হয়? নুন এবং হলুদ-দুটিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই দুই উপকরণের গুণ ও শক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নুনকে শক্তির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। এটি মানুষের আবেগ, মনোভাব ও মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে, হলুদ শুভত্ব, পবিত্রতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক। যে কোনও ধর্মীয় কাজ, পুজো বা শুভ অনুষ্ঠানে হলুদের ব্যবহার অপরিহার্য। বাস্তু মতে, যখন নুন ও হলুদ খুব কাছাকাছি বা একই তাক, একই বক্সে রাখা হয়, তখন তাদের শক্তির মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়। এই শক্তিগত দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে ঘরের পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে, যার প্রভাব সরাসরি পড়ে পরিবারের সদস্যদের মন ও আচরণের ওপর। গ্রহের প্রভাব ও জ্যোতিষ ব্যাখ্যা- জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, নুনের সঙ্গে চন্দ্র ও শুক্র গ্রহের যোগ রয়েছে। চন্দ্র মানুষের মন ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে, আর শুক্র আরাম ও সম্পর্কের কারক। নুন সঠিকভাবে না রাখলে মেজাজ খিটখিটে হওয়া, আবেগের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া কিংবা সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়তে পারে। অন্যদিকে, হলুদের সঙ্গে যুক্ত দেবগুরু বৃহস্পতি। বৃহস্পতি জ্ঞান, শুভবুদ্ধি, নৈতিকতা ও স্থিতিশীলতার প্রতীক। হলুদকে সম্মান ও পবিত্রতার সঙ্গে আলাদা জায়গায় রাখা জরুরি। নুন ও হলুদের অসম অবস্থান বা কাছাকাছি রাখা হলে চন্দ্র-শুক্র ও বৃহস্পতির মধ্যে অশুভ যোগ তৈরি হতে পারে বলে মনে করেন বাস্তু ও জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞরা। এই ভুলের ফলে সংসারে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?

ভারতীয় রেল এই বছরের সময়সূচীতে ৫৪৯টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ ট্রেন সময়সূচী (টিএজি) ২০২৬-এর অধীনে, ভারতীয় রেল নতুন ট্রেন চালু করেছে, বিদ্যমান পরিষেবাগুলির সম্প্রসারণ করেছে, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়েছে, ট্রেনগুলিকে সুপারফাস্টে রূপান্তরিত করেছে এবং বিভিন্ন রেলওয়ে জোনে পরিষেবাগুলির গতি বাড়িয়েছে। সেন্ট্রাল রেলওয়ে (সিআর) জোনে ৪টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে, ৬টি ট্রেনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ৩০টি ট্রেনের গতি বাড়ানো হয়েছে। ইস্ট কোস্ট রেলওয়েতে (ইসিওআর) ৪টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে, ৪টি ট্রেনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ৩টি ট্রেনের গতি বাড়ানো হয়েছে। ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়েতে (ইসিআর) একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে, যেখানে ২০টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে, ২০টি ট্রেনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ১২টি ট্রেনের গতি বাড়ানো হয়েছে। ইস্টার্ন রেলওয়েতে (ইআর) ৬টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে, ৪টি ট্রেনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ৩২টি ট্রেনের গতি বাড়ানো হয়েছে। নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে (এনসিআর) ২টি নতুন ট্রেন চালু করেছে, ৪টি ট্রেনের সম্প্রসারণ করেছে, ২টি ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়েছে এবং ১টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে। নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে (এনইআর) ৮টি নতুন ট্রেন যুক্ত করেছে, ৪টির সম্প্রসারণ করেছে, ২টির ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়েছে এবং ১২টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে। নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে (এনএফআর) ১০টি নতুন ট্রেন চালু করেছে এবং ৩৬টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে। নর্দার্ন রেলওয়ে (এনআর) ২০টি নতুন ট্রেন চালু করেছে, ১০টির সম্প্রসারণ করেছে এবং ২৪টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে, অন্যদিকে নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (এনডব্লিউআর) ১২টি নতুন ট্রেন যুক্ত করেছে, ৬টির সম্প্রসারণ করেছে, ২টির ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়েছে এবং ৮৯টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে। সাউদার্ন রেলওয়ে (এসআর) ৬টি নতুন ট্রেন চালু করেছে, ৪টির সম্প্রসারণ করেছে, ২টি ট্রেনকে সুপারফাস্টে রূপান্তরিত করেছে এবং ৭৫টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে। সাউথ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (এসডব্লিউআর) ৮টি নতুন ট্রেন চালু করেছে, ৬টির সম্প্রসারণ করেছে, ৮টি ট্রেনকে সুপারফাস্টে রূপান্তরিত করেছে এবং ১১৭টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে, যা সমস্ত জোনের মধ্যে সর্বোচ্চ। ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৮টি নতুন ট্রেন চালু করেছে এবং ২৭টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে। ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ১০টি নতুন ট্রেন চালু করেছে, ১০টির রুট সম্প্রসারিত করেছে, ২টির চলাচল বৃদ্ধি করেছে এবং ৮০টি ট্রেনের গতি বাড়িয়েছে।

মহাকাশে অসুস্থতা! মহাকাশ স্টেশন ছাড়ছেন চার নভশ্চর

নিউ ইয়র্ক, ৯ জানুয়ারি ঃ মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। অসুস্থতাজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ক্ষ্ণ) থেকে ফেরানো হচ্ছে চার নভশ্চরের একটি দলকে। ‘ ক্রিউ-১১ মিশনের এক সদস্যের শারীরিক সমস্যার জেরেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে নাসা ও সংশ্লিষ্ট মহাকাশ সংস্থাগুলি। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের ২৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও নভশ্চর দলকে চিকিৎসাজনিত কারণে আগাম পৃথিবীতে ফেরানো হচ্ছে। নাসা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই চারজন নভশ্চরের মধ্যে রয়েছেন আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার দুই নভশ্চর-জেনা কার্ডম্যান ও মাইক ফিঞ্চ। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন জাপানের মহাকাশ সংস্থা জাক্সার কিমিয়া ইউয়ি এবং রাশিয়ার রসকসমসের ওলেগ প্লাতোনভ। ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকার ফ্লোরিডায় অবস্থিত কেনেডি স্পেস সেংটার থেকে তাঁরা ‘ ড্রাগন’ মহাকাশযানে চেপে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, তাঁদের পৃথিবীতে ফেরার কথা ছিল ২০২৬ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু সেই পরিকল্পনায় আচমকাই ছেদ পড়ে। নাসার তরফে জানানো হয়েছে, ক্রিউ-১১ দলের এক সদস্যের শারীরিক সমস্যার কারণে মিশনের সময়সীমা ছোট করতে হচ্ছে। যদিও সংশ্লিষ্ট মহাকাশচারীর নাম বা অসুস্থতার নির্দিষ্ট কারণ প্রকাশ্যে আনা হয়নি। তবে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে ওই নভশ্চরের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে এবং তাৎক্ষণিক কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। নাসা আরও জানিয়েছে, পরিস্থিতি গুরুতর না হওয়ায় আপকালীন ‘ বা তড়িঘড়ি মহাকাশযানকে পৃথিবীর দিকে নামিয়ে আনার প্রয়োজন পড়েনি। তবে মহাকাশে অভিকর্ষহীন পরিবেশে সমস্ত ধরনের শারীরিক পরীক্ষা ও চিকিৎসা সম্ভব নয়। সেই কারণেই চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে-নিরাপদে এবং পরিকল্পিতভাবেই চার নভশ্চরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে। এই সিদ্ধান্তের জেরে বদলে যাচ্ছে পরবর্তী মিশনের সময়সূচিও। নাসার প্রশাসক জারেড আইজ্যাকম্যান এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, পরবর্তী ক্রিউ-১২ মিশনের সূচনা এগিয়ে আনা হচ্ছে। আগে যেখানে মার্চ মাসে এই মিশন শুরু হওয়ার কথা ছিল.

ভারতীয় রেলওয়েতে অসামান্য অবদানের জন্য ১০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সম্মানিত

গোরখপুর, ৯ জানুয়ারী ঃ ভারত সরকারের মাননীয় রেলওয়ে, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, ৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে নয়াদিল্লির দ্বারকাস্থ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টার (যশোভূমি) এ আয়োজিত এক পুরস্কার অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেলওয়েতে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়েতে অসামান্য অবদানের জন্য ১০০ জন নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সম্মানিত করেছেন, যার মধ্যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের তিনজন কর্মচারীও রয়েছেন। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুরের মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (সিএন্ডডব্লিউ) শ্রী দিলীপ কুমার গৌতমকে EPPFS সিস্টেম কন্ট্রোল প্যানেল এবং জল সিলিন্ডার পরীক্ষার জন্য একটি টেস্ট বেঞ্চ তৈরি করে ভারতীয় রেলওয়েতে অসামান্য অবদানের জন্য অতি বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি ন্যূনতম খরচে ১,২০০টিরও বেশি ত্রুটিপূর্ণ জল সিলিন্ডার মেরামত করেছেন এবং ২৫০টিরও বেশি ত্রুটিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্যানেল মেরামত করেছেন, যার ফলে মোট আনুমানিক রুপি সাশ্রয় হয়েছে। রেলওয়ের ৪.৩৯ কোটি টাকার রাজস্ব সাশ্রয় হয়েছে। মিঃ গৌতমের প্রচেষ্টা কারখানার ত্রুটি শূন্যে নামিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে, ০৫৩৪৮ নম্বর ট্রেনে স্টেশন পরিদর্শনের সময়, মথুরা ক্যান্টনমেন্টের প্রধান ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, মিঃ ভগবান সহায় মীনা রায়া-সোনাই ব্লক সেকশনে অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ লক্ষ্য করেন। সোনাই ইয়ার্ডে পরিদর্শনের সময়, মিঃ মীনা একটি চাকায় আগুন দেখতে পান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে স্টেশন কর্মীদের সতর্ক করেন, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করেন এবং স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট, ট্রেন ম্যানেজার এবং লোকো পাইলটের সহায়তায় আগুন নিভিয়ে চাকাটি ছেড়ে দেন, যার ফলে একটি বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। সিওয়ান কাছারির একজন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী শ্রী রাজন কুমার যাদব, ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে একজন কীম্যান হিসেবে টহল দেওয়ার সময় সতর্কতা এবং উপস্থিতির পরিচয় দেন। তিনি ৮১৪-১৫ কিলোমিটারে একটি এটি ওয়েল্ডে ফাটল লক্ষ্য করেন, ট্র্যাকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেন।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ সিভিক পরিচয় দিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ। তৃণমূলের যুব নেতা পরিচয় দিয়ে, নাম ভাঙিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ছিল আগেই। গ্রেফতার করা হল উত্তরপাড়ায় তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এক যুবককে। গ্রেফতার করা হল উত্তরপাড়ায় তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এক যুবককে। যদিও শাসকদলের বক্তব্য, ধৃত যুবক দলের কোনও পদে নেই। দোষ করে থাকলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলল তৃণমূল।

CHANGE OF NAME

I, Firoja Bibi (Old Name) W/O–Mesbahul Hasan resident of Vill & Po-Mukundapur , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Firoja Bibi to Firoja Khatun and henceforth I shall be known as Firoja Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/01/2026. My name Firoja Khatun & Firoja Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manju Biswas W/o Manoranjan Biswas, resident of Haidadpur , PO-Khantura, North 24 Pgs, Pin-743273 do hereby declare that I have changed my name from Manju Biswas to Manju Biswas Talukder and henceforth I shall be known as Manju Biswas Talukder in all purpose, vide affidavit no 9442 sworn before the Notary Public at Barasat on 31/12/2025 Manju Biswas Talukder and Manju Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NETAI MANDAL, s/o- Late Debendra Mandal, residing at Vill- Chandpara, P.O.- Chandpara Bazar, PS.-Gaighata, WB-743245. In my 86 Gaighata Assembly 2002 voter list vide part no- 96, sl no- 510, EPIC no-WB/13/086/285355 issued by ECI as Mona Mandal in place of Netai Mandal and in my Aadhaar card 5873 4934 1665 and PAN card BXGPM3535A my surname recorded as Mondal in place of Mandal. Netai Mandal and Mona Mondal, Mandal and Mondal is the same and one identical person by court affidavit of Ld. 1st Class Judicial Magistrate, North 24 Parganas, sl no- 357 dt. 05.01.26.

CHANGE OF NAME

I, SK RAHANA KHATUN W/o Bulbul Hossain Laskar residing at Bankra Jamadar Para, P.S. Domjur, Dist.-Howrah-711403 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name SK RAHANA KHATUN instead of RAHANA BEGUM and my husband's actual name BULBUL HOSSAIN LASKAR instead of BULBUL HOSSAN LASKAR, which is wrongly recorded in my son ARHAN LASKAR's and daughter KAIFA LASKAR's birth certificate vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 05/01/2026. RAHANA BEGUM W/o BULBUL HOSSAN LASKAR and SK RAHANA KHATUN W/o Bulbul Hossain Laskar both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

I Rupa Bagal Wo Ganesh Bagal and Father Paritosh Ahiri Resident Vill: Biprapur PO:Ilahipur, PS. Haripal, Dist. Hooghly-712706 Before Marriage my Name - Rupa Ahiri Do Paritosh Ahiri And After Marriage my Name is Rupa Bagal Wo Gonesh Bagal কিন্তু ভুলক্রমে আমার আধার কার্ডে এবং প্যান কার্ডে আমার বাবার নাম পরিতোষ বাগাল লেখা হয়েছে। তাই ০২.০১.২০২৬ তারিখে হাওড়া সদর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেফিট বলে সর্বক্ষেত্রে এখন থেকে Rupa Bagal Wo Ganesh Bagal and Rupa Bagal Do Paritosh Ahiri একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

I Manasa Roy S/o Madan Roy Parul, Post-Jamalpur Dist Puba Bardhaman Pin-713408. আমার ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ভুলক্রমে আমার এবং আমার বাবার নাম যথাক্রমে Manasa Bauri S/o Madan Bauri লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই ০২.০১.২০২৬ তারিখের হাওড়া সদর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেফিট বলে এখন থেকে Manasa Roy S/o Madan Roy and Manasa Bauri S/o Madan Bauri একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, MIZANUR RAHAMAN & MIZANUR MANDAL (old name) S/O - DAUD HOSSAIN residing at VILL- BIDUPUR PO - SARKARPARA PS -JALANGI DIST - MURSHIDABAD PIN -742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) to MIJANUR RAHAMAN (new name) and henceforth, I shall be Known as MIJANUR RAHAMAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 08/01/2026. MIJANUR RAHAMAN (new name) & MIZANUR RAHAMAN & MIZANUR MANDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,SOKHINA BIBI(old name)W/O - HAYAT ALI residing at VILL - PARBATIPUR PO - PURANDARPUR PS - KANDI DIST - MURSHIDABAD PIN - 742171. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SOKHINA BIBI (old name) to SAKHINA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as SAKHINA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 09/01/2026. SAKHINA BIBI (new name) & SOKHINA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, POLI SAHA KARMAKAR (old name)W/O - SUDIPTA KARMAKAR residing at VILL- LALBAGH PO & PS & DIST - MURSHIDABAD PIN -742149. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from POLI SAHA KARMAKAR (old name) to POLI RANI SAHA (KARMAKAR) (new name) and henceforth, I shall be Known as POLI RANI SAHA (KARMAKAR) (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 09/01/2026. POLI RANI SAHA (KARMAKAR) (new name) & POLI SAHA KARMAKAR (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I MAINUR BIBI MONDAL W/O MATIUR RAHAMAN MONDAL MY SON MANJIL MONDAL. HIS BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECOARDED AS MAINUR BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 25/11/25.I MAINUR BIBI MONDAL AND MAYNUR BIBI IS SAME PERSON. VILL + P.O SUTIA P.S CHAPRA NADIA

CHANGE OF NAME

I, MAINUR BIBI MONDAL W/O MATIUR RAHAMAN MONDAL MY NAME HAS BEEN RECOARDED IN MY SON RANI MONDAL. HIS BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECOARDED AS MAYNUR BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 25-11-25 MAINUR BIBI MONDAL AND MAYNUR BIBI IS SAME PERSON VILLY + P.O SUTIA P.S CHAPRA NADIA

CHANGE OF NAME

I LUTFA BIBI MOLLA W/O HARADHAN MOLLA MY NAME HAS BEEN RECOARDED MY SON AKASH MOLLA BIRTH CERTIFICATE AS LUTFA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 14/11/25 I LUTFA BIBI MOLLA AND LUTFA BIBI IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS LUTFE BIBI MOLLA. R/O VILL+ P.O SUTIA P.S CHAPRA NADIA.

গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে যুদ্ধের সুর! ‘ট্রাম্প সেনা পাঠালে আগে গুলি’, কড়া হুঁশিয়ারি ডেনমার্কের-চাপে ন্যাটো

নিউ ইয়র্ক, ৯ জানুয়ারি ঃ গ্রিনল্যান্ডকে ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তীব্র উত্তেজনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাগাতার হুমকির জবাবে এবার প্রকাশ্যেই কড়া ভাষায় পালটা বার্তা দিল ডেনমার্ক। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে-গ্রিনল্যান্ডে যদি আমেরিকা সেনা অভিযান চালায়, তবে ডেনমার্ক কোনও নির্দেশের অপেক্ষা না করে আত্মরক্ষার্থে আগে গুলি চালাবে, তার পর আলোচনা। দুই মিত্র দেশের এই টানাপোড়েনে অস্বস্তিতে ন্যাটো, প্রশ্ন উঠছে জোটের ভবিষ্য নিয়েও। ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছেন, আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ করা জরুরি। তাঁর বক্তব্য, মেরুপ্রদেশে চিন ও রাশিয়ার প্রভাব দ্রুত বাড়ছে, যা ভবিষ্যতে আমেরিকার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণেই বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজন রয়েছে। হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রিনল্যান্ড কীভাবে অধিগ্রহণ করা যায়, তা নিয়ে প্রশাসনের অঃদরে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা চলছে। এমনকি প্রয়োজনে সেখানে সেনা মোতায়েনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। এই মন্তব্যের পর থেকেই ইউরোপ জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কারণ গ্রিনল্যান্ড কোনও স্বাধীন দেশ নয়-এটি ডেনমার্কের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। আর ডেনমার্ক আবার আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর অন্যতম সদস্য। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এক ন্যাটো সদস্য যদি আরেক সদস্যের ভূখণ্ডে সেনা অভিযান চালায়, তবে সেই জোটের নৈতিকতা ও অস্তিত্বই বা কোথায় দাঁড়াবে? এই পরিস্থিতিতে পালটা

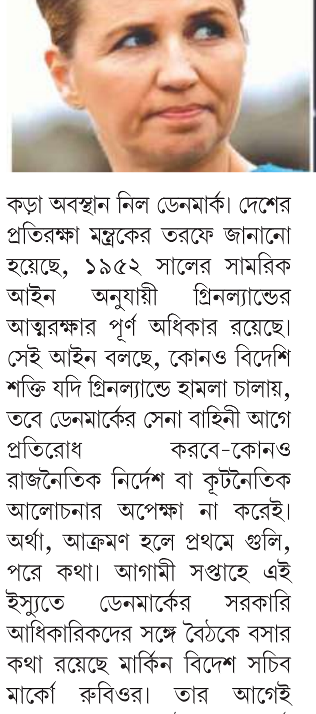

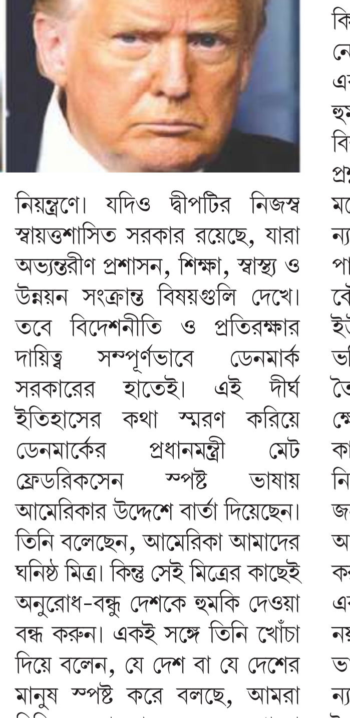

কড়া অবস্থান নিল ডেনমার্ক। দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ১৯৫২ সালের সামরিক আইন অনুযায়ী গ্রিনল্যান্ডের আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সেই আইন বলছে, কোনও বিদেশি শক্তি যদি গ্রিনল্যান্ডে হামলা চালায়, তবে ডেনমার্কের সেনা বাহিনী আগে প্রতিরোধ করবে-কোনও রাজনৈতিক নির্দেশ বা কূটনৈতিক আলোচনার অপেক্ষা না করেই। অর্থা, আক্রমণ হলে প্রথমে গুলি, পরে কথা। আগামী সপ্তাহে এই ইস্যুতে ডেনমার্কের সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর। তার আগেই কোপেনহাগেনের এই কড়া বার্তা আন্তর্জাতিক মহলে স্পষ্ট করে দিল-গ্রিনল্যান্ড প্রশ্নে ডেনমার্ক কোনও আপসের পথে হাঁটতে রাজি নয়। গ্রিনল্যান্ডের অবস্থান ও গুরুত্ব বোঝা জরুরি। ডেনমার্কের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই বিশাল দ্বীপটি প্রায় ৩০০ বছর ধরে কোপেনহাগেনের নিয়ন্ত্রণে। যদিও দ্বীপটির নিজস্ব স্বায়ত্তশাসিত সরকার রয়েছে, যারা অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখে। তবে বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ডেনমার্ক সরকারের হাতেই। এই দীর্ঘ ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডরিকসেন স্পষ্ট ভাষায় আমেরিকার উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকা আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র। কিন্তু সেই মিত্রের কাছেই অনুরোধ-বন্ধু দেশকে হুমকি দেওয়া বন্ধ করুন। একই সঙ্গে তিনি খোঁচা দিয়ে বলেন, যে দেশ বা যে দেশের মানুষ স্পষ্ট করে বলছে, আমরা বিক্রি হব না-তাদেরও ভয় দেখানো বন্ধ হওয়া উচিত। ডেনমার্কের এই মন্তব্যে পরিষ্কার, গ্রিনল্যান্ডকে ‘ বস্তু’ হিসেবে দেখার ট্রাম্পের মানসিকতা তারা কোনওভাবেই মেনে নিচ্ছে না। গ্রিনল্যান্ডের স্থানীয় প্রশাসনও আগেই জানিয়েছে, দ্বীপটি বিক্রির প্রশ্নই ওঠে না। এই ঘটনার সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে ন্যাটো জোটে। ইউরোপের বহু দেশই আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটোতে যোগ দিয়েছিল মূলত রাশিয়ার সম্ভাব্য আগ্রাসন থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। কিন্তু এখন সেই ন্যাটোর নেতৃত্বদানকারী দেশ আমেরিকাই যদি এক সদস্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখলের হুমকি দেয়, তবে জোটের বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায় থাকবে-এই প্রশ্ন উঠছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে ন্যাটোর ভিতরে গভীর ফাটল ধরতে পারে। একদিকে আমেরিকার কৌশলগত স্বার্থ, অন্যদিকে ইউরোপের সার্বভৌমত্ব-এই দ্ব ঃদ্ব ভবিষ্যতে জোট ভেঙে যাওয়ার পথও তৈরি করতে পারে। ডেনমার্কের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও সংবেদনশীল, কারণ তারা ন্যাটোতে যোগ দিয়েছিল নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। অথচ এখন রাশিয়া নয়, ‘ আমেরিকাই তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। গ্রিনল্যান্ড ইস্যু তাই আর শুধু একটি দ্বীপের মালিকানা নিয়ে বিতর্ক নয়। এটি এখন আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্য, মিত্রতার বিশ্বাস এবং ন্যাটোর ভবিষ্য নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে।

ন্যানো কারখানার জমিতেই আগামী ১৮ জানুয়ারি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিঙ্গুর, ৯ জানুয়ারি ঃ কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত সিঙ্গুর বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল

বলে মনে করে থাকেন অনেকে। সিঙ্গুরে টাটাদের ন্যানো গাড়ি কারখানা নির্মাণের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এক সময় গর্জে উঠেছিলেন এলাকার মানুষ। ধীরে ধীরে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা রাজ্যে। তার জেরে সিঙ্গুর থেকে কারখানা সরাতে বাধ্য হয়েছিল টাটারা। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। টাটাদের ফেলে যাওয়া সেই ন্যানো কারখানার জমিতেই আগামী ১৮ জানুয়ারি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই মঞ্চ থেকেই জয়রামবাটি - পুরুলিয়া নতুন লোকাল ট্রেন-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করবেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই সভাকে ঘিরেই ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে সিঙ্গুর। আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সিঙ্গুরের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন গোটা রাজ্যের মানুষ। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল হিসেবে সিঙ্গুরকে বাছা হয়েছে। সমালোচকরা বলে থাকেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সবথেকে বড় ব্যর্থতা হলো শিল্পে বড় কোনও বিনিয়োগ না আসা। কাকতালীয় হলেও সিঙ্গুর থেকে ন্যানো বিদায়ের পরে এই রাজ্যে আর বড় কোনও বিনিয়োগ আসেনি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কিছু বিনিয়োগ এলেও তৃণমূলের জমানায় এই রাজ্যে কোনও বড় কলকারখানা তৈরি হয়নি। রাজ্যের মানুষকে সেই বার্তা দিতেই প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরকে বেছে নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। সম্ভবত, সিঙ্গুর থেকেই বিধানসভা ভোটের দামামা বাজাতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি নেতাদের দাবি, তারা রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুরে শিল্পায়ন হবে। তাতে কর্মসংস্থানে গতি আসবে। সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীকে সেই বার্তাই দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মানুষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। না শিল্প হলো, না কৃষি। প্রধানমন্ত্রী আসার একটাই উদ্দেশ্য, তিনি নিজে ঘুরে দেখুন। ২৬-এ আমরা টাটাকে ফিরিয়ে আনব। যে সিঙ্গুর থেকে তৃণমূলের শুরু হয়েছিল, সেই সিঙ্গুর থেকে তৃণমূলের পতন হবে।' যদিও তৃণমূলের বক্তব্য, বড় কারখানা না হলেও রাজ্যে ছোটবড় অনেক কারখানা হয়েছে। নতুন নতুন বিনিয়োগ আসছে।' জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া সিঙ্গুরের সিংহের ভেড়ি মৌজায় প্রধানমন্ত্রীর সভা হবে। তার জন্য অনেকটা ফাঁকা জমি চিহ্নিত করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর সভাকে সফল করতে ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন বিজেপি নেতারা। সম্প্রতি সিঙ্গুরের লোহাপট্টিতে প্রধানমন্ত্রীর সভা নিয়ে বৈঠক করেন দলের শীর্ষ নেতারা। তার আগে বিজেপি নেতারা যেখানে সভা হবে, সেই জায়গাটি পরিদর্শন করেন। বিজেপির এক নেতা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সভায় সিঙ্গুরে বহুসংখ্যক মানুষের জমায়েত হবে। সেটা ধরে নিয়েই সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজির আধিকারিকরা কয়েক দিনের মধ্যেই জায়গা পরিদর্শন করতে আসবেন। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে উৎসুক সিঙ্গুরের মানুষ। গোপালনগর মৌজার বাসিন্দা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আসছেন ভালো কথা। তাঁর কাছে আমাদের একটাই প্রত্যাশা, এখানে শিল্প হোক। বেকার ছেলে-মেয়েরা কাজ পাক। সিঙ্গুরে শিল্প হলে অনেকে কাজ পেত। একটা চায়ের দোকান করেও আমরা পেট চালাতে পারতাম। আমরা চাই, সিঙ্গুরে শিল্প হোক।' স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'আমরাও শিল্প চাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এখানে এলে কিংবা বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলেই যে শিল্প হবে, এমনটা আমরা মনে করি না।' সিঙ্গুর শিল্প বাঁচাও কমিটির নেতা উদয়ন দাসের কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই, আপনি সঙ্গে করে আপনার রাজনৈতিক সহকর্মী রাজনাথ সিংহকে নিয়ে সিঙ্গুরে আসবেন। যে দিন সিঙ্গুরে শিল্পকে ধ্বংস করা হয়, সেই দিন কেন রাজনাথ সিংহ এসেছিলেন, সেই ব্যাথা আমরা প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শুনতে চাই।' শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁই বলেন, 'তৃণমূল কখনও শিল্প বিরোধী নয়। মোদী সরকার দেশে সমস্ত কিছু বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে। প্রত্যেক নাগরিককে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে বছরে লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরি, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েই গিয়েছেন। তার তার বাস্তবায়ন হয়নি। সুতরাং বিজেপি নিজেরা আগে আয়নায় মুখ দেখুক।' ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট সরকার শপথ নেবার পরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য রতন টাটার সঙ্গে ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের চুক্তি করেছিলেন। সিঙ্গুরে গোপালনগর বাজে মেলিয়া, বেড়াবেড়ি, সিংহের ভেড়ি ও খাসের ভেড়ি মৌজা এলাকায় এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। সেই কারখানা নির্মাণের কাজ যখন শুরু হয়, তখনই কিছু অনিচ্ছুক কৃষক বেঁকে বসেন। বহু ফসলি কৃষিজমি তারা শিল্পের জন্য দিতে রাজি ছিলেন না। তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সব অনিচ্ছুক কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। ন্যানো প্রকল্প এলাকা থেকে ৪০০ একর জমি অনিচ্ছুক কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে হবে, এই দাবিতে আন্দোলন ভয়াবহ রূপ নেয়। সেই আন্দোলন দমাতে পুলিশের লাঠি, কাঁদানে গ্যাসের সেল, কৃষকদের গ্রেপ্তার, কোনও কিছুই বাদ যায়নি। জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে ধর্মতলায় টানা ২১ দিন অনশন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মাঝে ন্যানো প্রকল্পের জমি থেকে উদ্ধার হয় তাপসী মালিকের পোড়া দেহ। ২০০৮ সালে সিঙ্গুর ছাড়ে টাটারা। প্রায় ১৮ বছর বাদে সেখানেই আবার পা রাখবেন নরেন্দ্র মোদী।

বন্য শুয়োরের হামলায় মৃত এক চা শ্রমিক, আহত ২! আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ পেটের তাগিদে কাজ করতে যাওয়াই হল কাল। বন্য শুয়োরের হামলায় প্রাণ গেল চা বাগান শ্রমিকের। আতঙ্ক রাজগঞ্জের শিকারপুর এলাকায়। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের ফুলাতিপাড়া জুড়ে শোকের ছায়া। বন্য শুয়োরের আকস্মিক হামলায় মৃত্যু হয়েছে চা বাগান শ্রমিক রাতিয়া ওরাওঁ (৫২)-এর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের চা বাগানে কাজ করতে গিয়েই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মুখে পড়েন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আচমকাই গৌরিকন সংলগ্ন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে একদল বন্য শুয়োর। অতর্কিত হামলায় গুরুতর জখম হন রাতিয়া ওরাওঁ-সহ আরও দু'জন। মোহন মাঝি ও বাবলু ওরাওঁ। আহতদের মধ্যে একজনের আঘাত তুলনামূলক কম থাকায় তাকে বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বাকি দু'জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার রাতেই মৃত্যু হয় রাতিয়া ওরাওঁয়ের। শুক্রবার জলপাইগুড়ি হাসপাতালের মর্গে তার দেহের ময়নাতদন্ত হবে বলেই সূত্র মারফত খবর। পরিবারের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে ফুলাতিপাড়া এলাকা। প্রতিদিনের রুজি-রোজগারের তাগিদেই চা বাগানে কাজ করতে গিয়েছিলেন রাতিয়া। সেই কাজই কেড়ে নিল তার প্রাণ। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে বনদফতর। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জার রাজকুমার পাল জানিয়েছেন, গতকাল থেকে বন দফতরের টিম এলাকায় মোতায়েন রয়েছে এবং বন্য শুয়োরদের খোঁজে অভিযান চলছে। বনদফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবার ও আহতরা প্রত্যেকে ক্ষতিপূরণ পাবেন। কিন্তু, এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জঙ্গল লাগোয়া চা বাগান এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কে সঠিক ভাবে ব্যবহারের বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সি আই ও এ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা প্রেসক্লাবে। ছবি - আশিস কুমার ঘোষ

অবৈধ অনুপ্রবেশ, ধৃত বাংলাদেশি যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ পুরাতন মালদা থানার অন্তর্গত আদমপুর এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার রাতে সন্দেহজনক গতিবিধির ভিত্তিতে ওই যুবককে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তার পরিচয় নিশ্চিত হয়। ধৃত যুবকের নাম কাউসার আলি (২৪)। তিনি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কাইমপুর থানার বেকপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। ওই মোবাইলে একটি ভারতীয় সিম কার্ডের পাশাপাশি একটি বাংলাদেশি সিম কার্ড ব্যবহারের প্রমাণ মিলেছে। বিএসএফ-এর দাবি, কয়েকদিন আগেই অবৈধভাবে হবিবপুর থানার কলাইবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন কাউসার আলি।কী উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং এই অনুপ্রবেশে কোনও দালাল বা অন্য কোনও চক্র জড়িত কি না, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বিএসএফ ও সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার রাতেই ধৃত যুবককে পুরাতন মালদা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুক্রবার দুপুরে তাঁকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। যদিও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত যুবক দাবি করেছেন, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য তিনি ভারতে এসেছিলেন। তবে পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টির সত্যতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে খবর।

ভারত বাংলাদেশের মধ্যে শেষ হচ্ছে গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৯ জানুয়ারি ঃ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে শেষ হচ্ছে গঙ্গা জলবন্টন চুক্তি। চলতি বছরের ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে দু'দেশের মধ্যে ৩০ বছরের এই জলবন্টন চুক্তি। তাই এবার গঙ্গার আপ ও ডাউন স্ট্রিম পরিদর্শনে ফরাক্কায় এলেন কেন্দ্রীয় জল সম্পদ দফতরের ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল। ফরাক্কা ব্যারেজ পরিদর্শন করে টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি টিম। এর পাশাপাশি বীরনগর ফিটার ক্যানেল পরিদর্শন করেন। মূলত নতুন বছরের শুরুতেই বাজেটের আগেই ফরাক্কা ব্যারেজ নাব্যতা পরিদর্শন করা হয়। ফরাক্কা ব্যারেজ সূত্রে জানা গেছে, গঙ্গার জলবন্টন দিয়ে ১৯৯৬ সালে ভারত - বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তির মেয়াদ রয়েছে এই বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। এই চুক্তি অনুসারে শুখা মরশুমে দুই দেশ ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জল পেয়ে থাকে। তাই জলবন্টন চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই ফরাক্কা ব্যারেজ পরিদর্শনে এলেন কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় জল সম্পদ দফতরের প্রতিনিধি দল। গঙ্গার জল চুক্তি অনুযায়ী, উভয় দেশই বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত গঙ্গা ও পদ্মার বিভিন্ন নির্ধারিত পয়েন্টে জলের স্তর পরিমাপ করে। প্রতি ১০ দিন অন্তর সেই পরিমাপ রেকর্ড করা হয় বলেও জানা গিয়েছে। এর আগে ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তি।

ছৌ মুখোশ এখন গ্রাহকের দোরগোড়ায়, ভারতীয় ডাক বিভাগের সহায়তায় দেশ জুড়ে শুরু হচ্ছে পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৯ জানুয়ারি ঃ জঙ্গলমহলের ঐতিহ্য ছৌ। এই ছৌ নৃত্য ও ছৌ মুখোশের জন্য বিশ্বের দরবারে পুরুলিয়ার নাম ছড়িয়ে গেছে। এবার পুরুলিয়ার বিখ্যাত চড়িদা গ্রামের মুখোশ পৌঁছে যাবে গ্রাহকের দোরগোড়ায়। ভারতীয় ডাক বিভাগের সহায়তায় দেশ জুড়ে শুরু হচ্ছে এই পরিষেবা। পুরুলিয়ায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের বড় মুখোশ পছন্দ হলেও, বহনের ঝক্কি ও অতিরিক্ত টাকার কুরিয়ার চার্জের

কারণে অনেকেই সেই মুখোশ বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন না। সেই সমস্যা সমাধান করতেই এগিয়ে এসেছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জায়গাতেই পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌ মুখোশকে পৌঁছে দিতে ভারতীয় ডাক বিভাগের, রেল ডাক পরিষেবা উদ্যোগী হয়েছে। ডাক বিভাগের এই পদক্ষেপে খুশি চড়িদার শিল্পীরা। তবে সমস্যা একটাই, জেলা সদর থেকে পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। যা যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই শিল্পীদের দাবি, পুরুলিয়া শহরের বদলে যদি বরাভূম রেলস্টেশন বা সুইসা রেলস্টেশনে এই পরিষেবা চালু করা হোক। তাহলে তারা অনেকটাই উপকার পাবেন। এই বিষয়ে ছৌ মুখোশ শিল্পীরা বলেন, এই পরিষেবা চালু হয়ে তাদের অনেকটাই উপকার হয়েছে। আগে তাদের মুখোশ পৌঁছতে অনেকটাই খরচ হত, যা বর্তমানে কমেছে। কিন্তু সমস্যা একটা জায়গাতেই রয়েছে। পুরুলিয়া সদরে গিয়ে এই মুখোশ পৌঁছতে তাদের বেশ অনেকটাই খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাই স্থানীয় রেল স্টেশনে যদি এই পরিষেবা শুরু হয়, তাহলে তাদের আরও সুবিধা হবে। এই বিষয়ে সাউথ ডিভিশনের পোস্টমাস্টার জেনারেল রিজু গাঙ্গুলী বলেন, শিল্পীদের শ্রম যাতে বৃথা না যায়, যাতে তারা যথাযোগ্য মূল্য পায় সেই চেষ্টাই করছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। শিল্পীদের আর বুকিং করতে যেতে হবে না। ডাক বিভাগের কর্মীরা একেবারেই শিল্পীদের দোরগোড়ায় গিয়ে মুখোশ সংগ্রহ করবে। তাদের একটাই লক্ষ্য, দুয়ারে ডাক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। এবার মাত্র একটি ফোনে ডাক কর্মীরা পৌঁছে যাবেন শিল্পী তথা বিক্রেতার কাছে। বাড়তি কোনও খরচ ছাড়া শুধুমাত্র নির্ধারিত স্পিড পোস্টের মূল্য দিয়ে পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌ মুখোশ পাঠান যাবে দেশের যে কোনও প্রান্তে। এতে ছৌ মুখোশের শ্রী বৃদ্ধি হবে।

পরিচয় মিলল সামশেরগঞ্জে খুন হওয়া মহিলার, কান্নায় ভেঙে পড়লেন পরিবারের লোকজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৯ জানুয়ারি ঃ খুন হওয়ার ২৪ ঘন্টা পর পরিচয় মিলল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের তারাপুর হাসপাতাল সংলগ্ন বাগানে পাওয়া মৃত মহিলার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া মৃত ওই মহিলার নাম মুসবেরা বিবি (৩৮), তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার অন্তর্গত মনিগ্রামের সাহেবনগরে । যদিও মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে সামশেরগঞ্জের তারাপুর হাসপাতাল সংলগ্ন পেছনের বাগানে অর্ধনগ্ন অবস্থায় মৃত এক মহিলার দেহ পাওয়া যায়। পাশেই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর তিন বছরের শিশুকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে প্রথমে নিকটবর্তী অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রেফার করে দেয় চিকিৎসকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত পুলিশ উদ্ধার হওয়া ওই মৃত মহিলার নাম ও পরিচয় জানতে পারেনি। অবশেষে সমাজ মাধ্যমে ছবি দেখে তার বাড়ির লোকেরা যোগাযোগ করে সামশেরগঞ্জ থানায়। মৃত মহিলার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বছরখানেক আগেই সে শ্বশুরবাড়ি থেকে তার নিজের বাড়িতে বাচ্চা নিয়ে ফিরে আসে। তারপর গত এক মাস আগে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার নাম করে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। এরপর থেকে বাড়ির লোকের সাথে তার কোনও যোগাযোগ ছিল না। তারপর কীভাবে সে সাগরদিঘি থেকে সামশেরগঞ্জে এসেছিল তা তাদের জানা নেই। মৃত মহিলার বোন আজমিনা খাতুন বলেন, আমার দিদি গত এক বছর আগে, বাচ্চা নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি অর্থাৎ সাগরদিঘির সাহেবনগরে চলে আসে । কিন্তু গত একমাস আগে সে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া নাম করে আবারও বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। এরপর তার সাথে আমাদের কোনও যোগাযোগ হয়নি।' আজমিনা আরও বলেন, 'আমার দিদির সঙ্গে একটা ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সে সবসময় আমার দিদিকে ফোন করত। আমরা অনেকবারই তাকে বারণ করি। কিন্তু তারা কেউই আমাদের কথা শোনেনি। এরপর কিভাবে সাগরদিঘি থেকে সামশেরগঞ্জে এসে এই ধরনের ঘটনা ঘটলো তা আমরা জানি না। মৃত মহিলার বাবা ফজল শেখ বলেন, গতকাল সমাজমাধ্যমে আমার নাতনির ছবি দেখে আমরা এখানে ছুটে এসেছি । আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি সাগরদিঘির চাঁদপুরে। সেখানে ঘর নিয়ে ঝামেলা হওয়ায় সে এক বছর আগেই আমাদের সাহেবনগরের বাড়িতে চলে আসে। গত একমাস আগে সে শ্বশুরবাড়ি যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়ের সঙ্গে তারাপুরের বাসিন্দা একটি ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত ওই ছেলেটি আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। আমার মেয়েকে যে নৃশংসভাবে খুন করেছে তার কঠোর শাস্তি চাই আমরা।

জওয়ানের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ পানাগড় রেলস্টেশনে কর্তব্যরত এক আরপিএফ জওয়ানের রেললাইনে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে আসানসোল ডিভিশনের অন্তর্গত পানাগড় রেলস্টেশনে এই ঘটনা ঘটে। শুক্রবার জিআরপি সূত্রে জানা গেছে, মৃত জওয়ানের নাম অরুণ সিং (৫৫)। তিনি পানাগড় রেলস্টেশনে আরপিএফে কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন রেললাইনে কর্তব্যরত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। লাইনের ওপর মাথা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরপিএফ ও জিআরপি। এরপর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ ও জিআরপি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেলকর্মী মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ওষুধের দোকানে চুরির অভিযোগ, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ সিসি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক খুলে প্রমাণ লোপাট করে ওষুধের দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুর্গাপুরের স্টিল টাউনশিপ এলাকার এ-জোনের কণিষ্ক রোডে এই চুরির ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে দোকান খোলার সময় কর্মচারীদের নজরে আসে চুরির বিষয়টি। দেখা যায়, দোকানের টিনের ছাদ কাটা। দোকানের ভেতরের জিনিসপত্র সম্পূর্ণ লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে দোকানের কর্মচারীরা মালিক কল্লোল ভট্টাচার্যকে বিষয়টি জানান। দোকানে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। দোকান মালিকের অভিযোগ, নগদ টাকা চুরি হয়েছে। পাশাপাশি প্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সিসি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে এবং দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

TENDER NOTICE
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide E-tender NIT MEMO No. JBPUR-II/571/2025, Date: 09/01/2026
Last date of Tender dropining: **17.01.2026 05.30 PM**
Date of opening of Bids: **20.01.2026, 11.00 AM.** Details Contact: **tenders wb.gov.in**
Sd/-Prodhan
Jagathallavpur -II Gram Panchayet
Jagathallavpur Block, Howrah

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDERMURSHIDABAD-JIAGANJDEVBLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN 74302
email:dahaparago@gmail.com
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender. **Tender (NITe)No:-08(2ND CALL)/DGP/APAS/2025-26, Dated:09-01-2025.** The last date for ONLINE submission of tender **17-01-2026 up to 11:00 Hours.** Furthur details **https://tenders.wb.gov.in/nicgep** contact to office hours.
Sd/-Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

OFFICE OF THE KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT
KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER
2nd CALL
Notice Inviting e-Tender No.**WB/HOW/KGP/NIET-12/25-26** of The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT,KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for the 2(Two) different works.Bid Submission closing date (online)20/01/2026 at 10:30 A.M. Bid opening date for Technical Proposals(online) 27/01/2026 at 11:30 A.M. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Kharuberia Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Kenda, Purulia, West Bengal
eTENDER NOTICE
NIeT No. 11/KGP/2025-26
Dated:-06/01/2026
Date of issue of tender paper from **06.01.2026 to 23.01.2026 up to 06.00 PM.** Date & Time of opening of tender **26.01.2026 at 01:00 P.M.** For more details information visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

E-Tender Notice
N.I.T. No-04/BUDBUD/2025-26
Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Tied Fund). Last date of online bid submission-**20/01/2026 up to 16:50 IST**. For details information contact
Sd/-Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur , Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT.No.- 04/15th FC(Tide)/Lochanpur gp/2025-26,
E-tender are hereby invited by the Prodhan , Lochanpur Gram Panchayat ,Raninagar-1 Block, Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors. Last date of Tender Submission **22/01/2025** For Other details Please seen the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan , Lochanpur GP
Lochanpur , Islampur, Murshidabad.

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng /NIT2/1e/26
Memo No-: 43/Eng/S.D Dated: 07.01.2026
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2026_MAD_986286 _01-32**
Closing date of Bid submission is **24.01.2026 up to 14.50 hours**.
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit website-**https:// wbtender .gov.in**
Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

RASIDPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO. Rasidpur, Dist.- Hooghly, Pin-712408
Notice Inviting e-Tender
Rasidpur Gram Panchayat invites e-Tender vide **NIT No.:- 524/25 and 525/25 dated:- 12.12.2025 and N.I.T. No.:- 62/26 and 63/26 dated 06.01.2026**. Last date of submission of Bid for N.I.T. No.: **524/25 and 525/25 is 17.01.2026 and N.I.T. No.:-62/26 and 63/26 is 27.01.2026**. The details of the e-Tender are available on the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Rasidpur Gram Panchayat

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender
Ref: **DHLYN/Apas/48/25-26 2nd call**
The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-Tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **21.01.2026 at 9.00 Am.** For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org** and Office Notice Board
Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

Brajarajpur GP Under indpur Block
Mudunia* Gunnath* Bankura* Pin-722121
Notice Inviting e-Tender NIeT-09/25-26(APAS), Memo No-14/Braja/2026, Date-09/01/2026
Last date of Submission 24.01.2026(3p.m) TenderId-2026_ZPHD_986405 Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** website.
Sd/-Pradhan

OFFICE OF THE
KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
KALATALAHAT : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited by the Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat from resourceful,experienced contractors/agencies for **(1) NIeT No. 09/APAS/(2025-26) vide Memo No. 12/KHGP/2026, Date: 09.01.2026** for 18 (Eighteen) works. Bid submission(online) from **07/01/2026, 18.00 Hrs. up to 21/01/2026 14.00 Hrs**. Bid opening date (Online) **24/01/2026 at 14.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or may visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
Block Development Officer, Sankrail Development Block invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No	Tender Reference No.	Tender ID	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	eN.I.T -BDO/SNK/eNIT-78/APAS-25-26/ 2025-26, Sl. No.-01 TO 10	2026_ZPHD_5007140_1	15/01/2026	17/01/2026

Intending bidders are requested to visit the website **https://tenders.wb.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.
Sd/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH

CORRIGENDUM
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.IT No- **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-109/2025-26** (SL No-03 to 09) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-110/2025-26 (SL No-01, to 06) WBMAD/DKM/CP/e-NIT-85/2025-26 (SL. NO-01)
Tender Id is- 2025_MAD_971488_3, 2025_MAD_971488_4, 2025 MAD_971488_5, 2025 MAD_971488_6, 2025 MAD 971488_7, 2025_MAD_971488_8, 2025_MAD_971488_9, 2025_MAD_971570_1. 2025 MAD 971570_2, 2025 MAD_971570_3, 2025 MAD 971570_4, 2025_MAD_971570_5 & 2025 MAD 971570_6 & 2025_MAD_949349_1 Bid Submission closing date (Online)- **27/01/2026 instated of 09/01/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **29/01/2026 instated of 12/01/2026** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Office of the
Shirakole Gram Panchayat
Vill-Shirakole, P.O-Shirakole, P.S-Usthi, Dist-South 24 Parganas, Pin-743513
Notice Inviting e-Tender No- (1) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/012/2025-26, (2) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/013/2025-26, (3) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/014/2025-26, (4) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/015/2025-26
Pradhan, Shirakole Gram Panchayat, invites percentage rate e-tender for the 23(Twentythree) Nos. different works. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid(Online) **27/01/2026 at 2:00 PM**. Date of opening of Technical Bid **30/01/2026 at 2:00 PM** & Financial Bid **30/01/2026 at 3:00 PM**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Shirakole Gram Panchayat

Office of the
KANTABARI GRAM PANCHAYAT
Purusottampur, Agarda
Onda, Bankura
Kantabari Gram Panchayat has invited Seven (07) Nos of NieT on 08/01/2026 Vide NIeTNo: 03/2025-26 Vide Memo No 333/15TH CFC/KGP Scheduled to be open on **24/01/2026 (at12.30 PM)** and last date of Submission is on **21/01/2026 (Up to 12.00 PM)** and also invited Seven (07) Nos of NIT on 08/01/2026 Vide NIT No: 01/2025-26 Vide Memo No 334/15th CFC-Tied/KGP Scheduled to be open on **19/01/2026 (at12.00 PM)** and last date of Submission is on **19/01/2026 (Up to 2.00 PM)** for more details please visit on- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-19/EO/25-26 Dt-08/01/2026 for 04 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-2026_ZPHD_985907_1 to 2026_ZPHD_985907_4 & One(1) no. Corrigendum Notice. Dt-09/01/2026. **Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান খড়্গপুর
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR
ইনস্টিটিউট নিম্নলিখিত পদের জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে-
1. **Advt. No.: R/17/2025 dt. 29.12.2025**
অধ্যাপক ও ডিন - রাজীব গান্ধী স্কুল অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ল (আরএসওআইপিএল) - **১টি পদ**
2. **Advt. No.: R/18/2025 dt. 29.12.2025**
অধ্যাপক ও ডিন - বিনোদ গুপ্ত স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট (ভিজিএসওএম) - **১টি পদ**
বিস্তারিত এবং আপডেটের জন্য ভিজিট করুনঃ www.iitkgp.ac.in
অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ **১৯.০১.২০২৬**
CBC 21255/12/0022/2526 নিবন্ধক/Registrar

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
CIN: L70101WB1983PLC036161
Regd Office: 7, P.K Tagore Street, Kolkata - 700006
PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR DELISTING OF EQUITY SHARES
NOTICE is hereby given that pursuant to the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 and in view of the fact that the Calcutta Stock Exchange (CSE) has ceased operations from many years, the Board of Directors of the Company at its meeting held on 12th July, 2025 has approved the proposal to voluntarily delist the equity shares of the Company from CSE.
Shareholders are hereby informed that :
- Trading on CSE is no longer available.
- After delisting approval, the Company's shares will continue to remain in the records of the RTA.
- No exit price mechanism is applicable since CSE is non-functional.

For queries, shareholders may contact:
Name : Akshay Harlalka
E-mail : shranchi@yahoo.com
Phone : 97092 24124
For **Hallmark Properties & Traders Limited**
Sd/-
Mrs. Vinita Harlalka
Director
Date : 08-01-2026
Place : Kolkata

রবিবার রিজার্ভ দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচে নামছে সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ দিনকয়েক আগেই ঘোষণা হয়েছে আইএসএলের দিনক্ষণ। সেই অনুযায়ী আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ। যেটা নিঃসন্দেহে খুশির খবর ফুটবলারদের পাশাপাশি দেশের ফুটবল অনুরাগীদের জন্য। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার অনুশীলনে বাড়তি নজর দিচ্ছেন বাগানের নবনিযুক্ত কোচ সার্জিও লোবেরা। গতবছরের শেষের দিকে তাঁর হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। তারপর বেশ কিছুটা তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন ও করেছিলেন দলের ফুটবলাররা। তারপর বড়দিন ও বর্ষবরণের ছুটি কাটিয়ে নতুন বছরের তৃতীয় দিন থেকেই ফের জোরকদমে অনুশীলন শুরু করেছে সকল ফুটবলাররা। সেই সময় প্রথম ডিভিশন লিগ নিয়ে ব্যাপক অনিশ্চয়তা থাকায় অন্যান্য দল গুলি যখন কার্যক্রম বন্ধ করার পরিকল্পনা

নিচ্ছিল তখন অন্য ছবি দেখা গিয়েছিল সবুজ-মেরুনে। প্রথম থেকেই জোর কদমে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছিল জেমি ম্যাকলারেন থেকে শুরু করে জেসন কামিন্সদের মত ফুটবলারদের। সুপার কাপের হতাশা ভুলে দল যে ঘুরে দাঁড়াতে মুখিয়ে সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সকলের কাছেই। ফিজিক্যাল ট্রেনিং থেকে শুরু করে ওয়েট লিফ্‌টিং হোক কিংবা সিচুয়েশন প্রাকটিস প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নজর দিতে দেখা গিয়েছিল বাগান কোচকে। এবার সামনে এসেছে নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে, নতুন বছরে বেশ কয়েকদিন অনুশীলন করার পর এবার রিজার্ভ দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচে নামতে চলেছে শুভাশিস ব্রিগেড। সেই অনুযায়ী আগামী ১১ই জানুয়ারি সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অনুশীলন মাঠে এবার নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করতে নামছেন জেসন কামিন্সরা। যতদূর খবর, সেদিন বিকেল চারটে বেজে তিরিশ মিনিট থেকে আয়োজিত হতে পারে এই ফুটবল ম্যাচ। আইএসএল অভিযান শুরু করার আগে এই ম্যাচেই নিজের সমস্ত পরিকল্পনা ঝালিয়ে নিতে চাইবেন লোবেরা।

তামিম ‘পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল’

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ৯ জানুয়ারিঃ ভারতে আসন্ন টি-টোয়েন্টিবিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অবস্থান যখন অনড়, ঠিক সেই সময়ই বিস্ফোরক মন্তব্যে নতুন করে উত্তাল হয়ে উঠল দেশের ক্রিকেট মহল। বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ওপেনার তামিম ইকবালকে সরাসরি ‘পরীক্ষিত দালাল’ বলে আক্রমণ করলেন বিসিবির অন্যতম ডিরেক্টর নাজমুল ইসলাম। নিজের দেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে সতর্ক করতে গিয়ে উল্টো দেশদ্রোহের তকমা। এহেন ঘটনাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট কি নতুন এক গৃহযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে? বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাওয়ার নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশের আপত্তির মাঝেই মুখ খুলেছিলেন তামিম। তাঁর বক্তব্য ছিল সংযত কিন্তু বাস্তববাদী। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘‘বাংলাদেশ ক্রিকেটের স্বার্থ, ভবিষ্যৎ সব কিছু মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কথাবার্তার মাধ্যমে সমস্যা মেটানো গেলে তার চেয়ে ভালো কিছু হয় না।’’ তামিমের মূল উদ্বেগ ছিল অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে। তাঁর মতে, বাংলাদেশের ক্রিকেট আয়ের প্রায় ৯০-৯৫ শতাংশ আসে আইসিসি থেকে। ফলে বিসিসিআই বা আইসিসির সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ক্ষতিই করতে পারে। অহেতুক ‘বিদ্রোহী’ অবস্থান না নিয়ে আলোচনার টেবিলে সমাধান খোঁজার পক্ষে ছিলেন তিনি। তামিমের এই মন্তব্য ভালোভাবে নেননি নাজমুল ইসলাম। ফেসবুকে তিনি লেখেন, ‘এইবার আরও একজন পরীক্ষিত ভারতীয় দালালের আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দু’চোখ ভরে দেখল।’

পন্থ-শ্রেয়সের আইপিএল বেতনের সমান

পিএসএল-এ ‘সস্তা’ দল বিক্রি করল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান সুপার লিগে দুটো দল বাড়ানোর চেষ্টা করে আসছে। বিদেশের মাটিতে গিয়ে প্রচারও করেছে তারা। অবশেষে দুটো দল কেনার লোকও পেয়েছে। কিন্তু যেই ভারতীয় মুদ্রায় ৫৮.৩৮ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছে সিয়ালকোট ফ্র্যাঞ্চাইজি। অন্যদিকে আমেরিকার এফকেএস গ্রুপ হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনেছে ভারতীয় মুদ্রায় ৫৫.৫৭ কোটি টাকা দিয়ে। এখানে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির দাম আইপিএল-এ শ্রেয়স আইয়ার করে। আইপিএল-এর সঙ্গে একই সময়ে পিএসএল আয়োজন থেকে শুরু করে আইপিএল খেলা প্রাক্তন প্লেয়ারদের সই করায় পিএসএল-কে। কিন্তু এত কিছু করলেও আর্থিক দিক থেকে তারা আইপিএল-এর ধারেকাছেও আসতে পারছে না। সিয়ালকোট ও হায়দরাবাদ

দাম তারা পেল তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। পিসিবি সিয়ালকোট ও হায়দরাবাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রি করেছে। এই দুটো ফ্র্যাঞ্চাইজির দাম, আইপিএল-এ ঋষভ পন্থ ও শ্রেয়স আইয়ারের বেতনের সমান। পিএসএল -এর বিক্রি হওয়া সিয়ালকোট ও হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনেছে আমেরিকার একটি কনসর্টিয়াম। সিয়ালকোটের মালিক ওজেড ডেভেলপার্স। তারা (২৬.৭৫ কোটি) ও ঋষভ পন্থ (২৭ কোটি)-এর বেতনের প্রায় সমান। এই দুই তারকার বেতন ৫৩.৭৫ কোটি। যেখানে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রি হয়েছে ৫৫.৫৭ কোটি টাকায়। শুধু তাই নয়, পিএসএল-এ নতুন দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির দাম, আইপিএল-এ সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া নয়জন প্লেয়ারের বেতনের সমান। একদিকে পাকিস্তান আইপিএল-কে টেক্কা দেওয়ার দাবি ফ্র্যাঞ্চাইজি এ বারের পিএসএল থেকে কাজ শুরু করে দেবে। অন্যদিকে মুলতান সুলতান ফ্র্যাঞ্চাইজি এ বার চালাবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এ বারের পিএসএল-এর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সরে দাঁড়ান, ফলে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডই ফ্র্যাঞ্চাইজি চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আসন্ন পিএসএল-এর পর পিসিবি মুলতান ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রির কাজ শুরু করবে।

আবার আইসিসির দরবারে বাংলাদেশ, উড়ে গেল দ্বিতীয় চিঠি!

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ৯ জানুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপ ঘিরে অনিশ্চয়তা আরও ঘনীভূত। ভারত সফর নিয়ে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ জানিয়ে ফের আইসিসির কাছে চিঠি পাঠাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারি, দ্বিতীয়বারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রযোগে আইসিসিকে টুর্নামেন্টের ভেন্যু ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরানোর দাবি গুছিয়ে লিখেছে করেছে বিসিবি। বিশ্বকাপ শুরু ৭ ফেব্রুয়ারি। সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশের চারটি ম্যাচ-তিনটি কলকাতায়, একটি মুম্বইয়ে। কিন্তু ভারত সফরে যেতে আপত্তি বাংলাদেশের। পেছনে রয়েছে পেসার মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল চুক্তি বাতিলের ঘটনা। বিসিসিআই সেই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় ‘চারপাশের অশান্ত পরিস্থিতি’ বলে কারণ দর্শিয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, বাংলাদেশ ক্রীড়া মন্ত্রকের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে আলোচনার পর এই দ্বিতীয় চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিসিবির এক কর্তার বক্তব্য, আইসিসি নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট উদ্বেগ জানতে চাওয়ায় এবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে চিঠিতে ঠিক কোন কোন বিষয় লেখা, তা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। আইসিসির এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া নেই। তবে তারা বাংলাদেশের উত্থাপিত নিরাপত্তা-আশঙ্কার প্রকৃতি ও বাস্তবতা নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাইছে বলেই খবর। কলকাতা ও মুম্বইয়ের ম্যাচ শ্রীলঙ্কার

কলম্বোয় সরানোর বিষয়ে আইসিসি এখনও কোনও ইঙ্গিতও দেয়নি। এই ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অন্দরেই মতভেদ স্পষ্ট। একাংশ আসিফ নজরুলের কড়া অবস্থানের পক্ষে। অন্য অংশ চাইছে, আইসিসি ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা খোলা রাখতে। তাদের দাবি-বাংলাদেশ দলের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলেই ভারত সফর সম্ভব। নজরুলের অবস্থানকে অনেকেই বিসিবির দীর্ঘদিনের ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্কের থেকে আলাদা ও বেশি কঠোর বলে দেখছেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনার পরই মুস্তাফিজুরের আইপিএল ছাড়পত্র প্রত্যাহার করা হয়। বিসিবি অবশ্য দাবি করেছে, আইসিসি নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। কিন্তু ম্যাচ ভেন্যু বদলানো হবে কি না, সেই প্রশ্ন এখনও ঝুলে।

মার্সেইয়ের হৃদয় ভেঙে আবারও ফরাসি সুপার কাপ পিএসজির

কুয়েত সিটি, ৯ জানুয়ারিঃ কুয়েতে বৃহস্পতিবার মূল ম্যাচ শেষ হয় ২-২ গোলে। টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে জিতে ট্রফি উঁচিয়ে ধরে ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা। এই নিয়ে

টানা চতুর্থ ও রেকর্ড ১৪ বার ফরাসি সুপার কাপ জিতল পিএসজি। সবশেষ ১৩ বারের মধ্যে ১২ বারই জয়ী তারা। ব্যালন ডি’র জয়ী ও ফিফা বর্ষসেরা উসমান দেম্বেলের গোলে ত্রয়োদশ মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। ৭৬তম মিনিটে সফল স্পট-কিকে সমতা ফেরান ম্যাসন গ্রিনউড। ৮৭তম মিনিটে পিএসজির ডিফেন্ডার উইলিয়ান পাচোর আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় মার্সেই। পিএসজির পরাজয় যখন মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার, তখনই যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে রামোসের গোল। মাঝমাঠ থেকে ভিতিনিয়ার উঁচু করে বাড়ানো বল হেড পাস করেন ব্রাডলি বার্কোলা আর ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে ভলিতে জালে পাঠান ৮৯তম মিনিটে বদলি নামা পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। পরে টাইব্রেকারেও গোল করেন রামোস। পিএসজির বাকি তিন শটে জালের দেখা পান ভিতিনিয়া, নুনো মেন্ডেস, ও দিজিরে দুয়ে। তবে দুটি শট ঠেকিয়ে নায়ক আসলে গোলরক্ষক শুভালিয়ে। গত আগস্টে পিএসজির হয়ে অভিষেকেও দলের ট্রফি জয়ের নায়ক ছিলেন এই ফরাসি গোলরক্ষক। উয়েফা সুপার কাপে টাইব্রেকারে টটেনহ্যাম হটস্পারের একটি শট ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আগের মরসুমে লিগ আঁ ও ফরাসি কাপ জয়ী মধ্যে হয়ে থাকে এক ম্যাচের এই শিরোপা লড়াই। পিএসজি ওই দুটিই জেতায় তারা মুখোমুখি হয় গতবার লিগে রানার্সআপ হওয়া মার্সেইয়ের। ২০১১-১২ মরসুমে ফরাসি কাপ জয়ের পর থেকে আর কোনো শিরোপা জিততে পারেনি দলটি।

রোনাল্ডো গোল পেলেও ফের হেরে গেল তার দল

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ৯ জানুয়ারিঃ সৌদি প্রো লিগে বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে আল কাদসিয়াহর বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছে আল নাসরে। সবকটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫১তম মিনিটে হুলিয়ান কিনিয়োনেস সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর, ৬৬তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান নাইতান নান্দেস। ৮১তম মিনিটে রোনাল্ডোর সফল স্পট-কিকে ব্যবধান কমিয়ে লড়াই জমিয়ে তুললেও, বাকি সময়ে দারুণ কিছু করতে পারেনি আল নাসরে। পেশাদার ক্যারিয়ারে এই নিয়ে টানা ২৫ পঞ্জিকাবর্ষের সবকটিতে গোল করলেন রোনাল্ডো। হাজার গোলের পথে ছুটে চলা পর্তুগিজ মহাতারকার ক্যারিয়ার গোল হলো ৯৫৮টি। ১৩ ম্যাচে ১৪ গোল করে এবারের সৌদি প্রো লিগের সর্বোচ্চ স্কোরারও ৪০ বছর বয়সী সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। সৌদি প্রো লিগের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে আসরের প্রথম ১০ ম্যাচের সবকটি জয়ের কীর্তি গড়ার পর যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে আল নাসরে। পরের তিন ম্যাচেই জয়হীন তারা। গত বছরের শেষ ম্যাচে আল ইত্তিফাকের সঙ্গে ২-২ ড্রয়ের পর, নতুন বছরের প্রথম ম্যাচে আল-আহলির বিপক্ষে ৩-২ গোলে হারে আল নাসরে। সেই রেশ থাকতেই তাদের সঙ্গী হলো আরেকটি পরাজয়। দুই সপ্তাহ আগেও লিগ টেবিলে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে সবার ওপরে ছিল তারা। এখন উল্টো তারা শীর্ষস্থানের চেয়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে। ১৩ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আছে আল হিলাল। সমান ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আল নাসরে।

টানা ৫ জয়ের পর লিভারপুলের বিপক্ষে এবার আর্সেনালের ড্র

লন্ডন, ৯ জানুয়ারিঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে গোলশূন্য ড্র হয়েছে শিরোপাধারী ও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা দলের লড়াই। টানা পাঁচ জয়ের পর ড্র করল আর্সেনাল। চলতি আসরে দ্বিতীয়বার লিভারপুলের বিপক্ষে পয়েন্ট হারাল তারা। দুই দলের প্রথম দেখায় অ্যানফিল্ডে ১-০ হেরেছিল তারা। অন্যদিকে আসরে টানা তিন ম্যাচে ড্র করল লিভারপুল। ম্যাচের শুরুতে ঘরের মাঠে বলের দখল ধরে রেখে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে আর্সেনাল। কিন্তু তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। ২৭তম মিনিটে খেলার ধারার বিপরীতে গোল পেয়ে যাচ্ছিল লিভারপুল। উইলিয়াম সালিবার গতিময় ব্যাকপাসের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আর্সেনাল গোলরক্ষক দাভিদ রায়া। তার শট যায় সোজা কনর ব্র্যাডলির কাছে। লিভারপুল ডিফেন্ডারের চিপ শট ব্যর্থ হয় ক্রসবারে লেগে। এতে যেন বেশ চোট লাগে আর্সেনালের আত্মবিশ্বাসে। পরের কিছুক্ষণ সময় ম্যাচে দাপট দেখায় লিভারপুল। প্রথমার্ধের শেষ দিকে সুযোগ পান ডেক্লান রাইস। ৪৪তম মিনিটে ডি বক্সের ঠিক বাইরে থেকে তার গতিময় শট ঠেকান লিভারপুল গোলরক্ষক আলিসন বেকার। প্রথমার্ধে প্রায় ৬০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ছয়টি শট নেয় আর্সেনাল, এর দুটি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে লিভারপুল তিন শটের কোনোটিই লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে যায় লিভারপুল। আক্রমণাত্মক ফুটবলে সুযোগও তৈরি করে তারা। কিন্তু রায়াকে সেভাবে ভাবাতে

পারেনি তারা। ৮২তম মিনিটে দমিনিক সোবোসলাইয়ের চমৎকার ফ্রি কিক একটুর জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে গাব্রিয়েল জেসুসের হেড যায় সোজা আলিসনের গ্লাভসে। দ্বিতীয়ার্ধে এটাই গোলের জন্য আর্সেনালের প্রথম শট! কয়েক সেকেন্ড পর গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির বাঁকানো শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক আলিসন। ম্যাচের অন্তিম সময়ে কর্নার পায় আর্সেনাল। জেগে ওঠে আয়োজকদের আশা। চলতি মরসুমে সেট পিসে দারুণ সাফল্য পাওয়া দলটি গোলের বেশ কাছেই ছিল। কিন্তু ননি মাদুয়েকের কর্নারে একটুর জন্য হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেনি গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস। ২১ ম্যাচে ১৫ জয় ও চার ড্রয়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে পরের দুটি স্থানে ম্যানচেস্টার সিটি ও অ্যাস্টন ভিলা। ১০ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে লিভারপুল।

ভালভের্দের ‘দ্রুততম রকেটে’ চড়ে ফাইনালে বার্সার সামনে রিয়াল

শুরুতেই ফ্রি-কিকে ফেদেরিকো ভালভের্দের চোখধাঁধানো গোল। ওই ধাক্কা সামলে অনেকগুলো সুযোগ তৈরি করল আতলেতিকো মাদ্রিদ। তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন থিবো কোর্তোয়া। আরেকটি গোল হজমের পর সেই দেয়ালে চিড় ধরাতে পারলেও নাটকীয় কিছু অবশ্য করতে পারল না দিয়েগো সিমেওনের দল। দারুণ জয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে উঠল রিয়াল মাদ্রিদ।

সংবাদ সংস্থা, জেদ্দা, ৯ জানুয়ারিঃ স্প্যানিশ সুপার কাপে গতকাল রাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচের তখন আধা মিনিটও (২৬ সেকেন্ড) পেরোয়নি। আতলেতিকো মাদ্রিদের বক্সের বেশ বাইরে ফ্রি-কিক পায় রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়ালের মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামকে ফাউল করেন আতলেতিকোর মিডফিল্ডার কনোর গ্যালাঘার। গোলপোস্ট থেকে ২৫ গজ দূরত্বের সেই ফ্রি-কিক নিতে আসেন ফেদে ভালভের্দে। এতটা দূর থেকে ম্যাচের শুরুতেই গোল পাওয়ার আশা হয়তো অনেক রিয়াল সমর্থকও করেননি। কিন্তু এরপর যা ঘটল, তা অনেক দিন মনে রাখার মতো। ভালভের্দের শট (৭৬ সেকেন্ড) রকেটের গতিতে একটু অবিন্যস্তভাবে সাজানো আতলেতিকোর ‘মানবদেয়াল’ ভেদ করে ঢুকে পড়ে জালে। চোখধাঁধানো এই গোলের পর ভালভের্দের উদযাপনও ছিল দেখার মতো। দুই হাত দিয়ে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে পাগলাটে ঢঙে দৌড়ান কিছুক্ষণ। ২০০৪ সালের ১৮ অক্টোবরের পর আতলেতিকোর বিপক্ষে এটাই রিয়ালের দ্রুততম গোল। সে বছর লিও ফ্রাঙ্কোর বিপক্ষে লা লিগায় ৩৪ সেকেন্ডে রিয়ালের হয়ে গোল করেছিলেন রুদ ফন নিস্টেলরয়। স্প্যানিশ সুপার কাপের ইতিহাসেও ভালভের্দের গোলটি দ্রুততম। এই পথে তিনি ২০১৪ সালে মারিও মানজুকিচের ৮১ সেকেন্ডে করা গোলের রেকর্ড ভাঙলেন-সেটাও ছিল আতলেতিকো-রিয়াল ম্যাচ। ভালভের্দের এই গোলের পর ৫৫ মিনিটে

রিয়ালকে আরও একটি গোল এনে দেন রদ্রিগো। রদ্রিগোর এ গোলেও সহায়তা ছিল ভালভের্দের। এর তিন মিনিট পর আলেক্সান্ডার সোরলথ আতলেতিকোর হয়ে গোল করলেও শেষরক্ষা হয়নি। ২-১ গোলের জয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে উঠেছে রিয়াল। জেদ্দায় আগামী রবিবার কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে সুপার কাপের ফাইনালটা হয়ে গেল ‘এল ক্লাসিকো’, যেখানে মুখোমুখি হবে স্প্যানিশ ফুটবলের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল বার্সা। গত বছর ফাইনালে রিয়ালকে হারিয়েই শিরোপা জিতেছিল কাতালান ক্লাবটি। এবার সে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ রিয়ালের সামনে। সৌদি আরবের জেদ্দায় গতকাল রাতে বল দখল ও আক্রমণে রিয়ালের ওপর আধিপত্য তৈরি করেছিল আতলেতিকো। ৫১ শতাংশ বলের দখল রাখা আতলেতিকো ২১টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে ৬টি। রিয়াল ৮টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে ৪টি। এমন সব পরিসংখ্যানে রিয়াল পিছিয়ে থাকলেও গোল করার আসল কাজে বাজিমাত করেছে জাবি আলোনসোর দল। হাঁটুর চোটে কিলিয়ান এমবাপে বাইরে থাকায় আক্রমণের কেন্দ্রে তরুণ গঞ্জালো গার্সিয়ার ওপরই ভরসা রাখেন আলোনসো। গত রবিবার রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। গতকাল রাতেও বেশ ভালো ভূমিকা ছিল তাঁর। তবে ফাইনালে গার্সিয়া খেলবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, এমবাপে ফাইনাল খেলার জন্য প্রস্তুত বলে নিশ্চিত করেছেন কোচ আলোনসো। এদিন দারুণ ছন্দে ছিলেন ম্যাচের দ্বিতীয় গোল করা রদ্রিগোও। টানা ৩২ ম্যাচ গোলশূন্য থাকা রদ্রিগোর এটি ছিল শেষ পাঁচ ম্যাচে তৃতীয় গোল। ম্যাচ শেষে মুভিস্টারকে ভালভের্দে বলেন, ‘‘অনেক দিন গোল না পাওয়ায় আজ গোলটা খুব দরকার ছিল। দলকে জিততে সাহায্য করতে পেরে ভালো লাগছে।’’ তবে উরুগুয়ে তারকা আত্মসমালোচনাও করেন, ‘‘আমাদের সুযোগ ছিল, কিন্তু ওদের সুযোগ আরও বেশি ছিল এবং ওরা আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে। এগুলো ঠিক করতে হবে।’’ ভালভের্দের বিশ্লেষণের সঙ্গে অবশ্য পুরোপুরি একমত নন আলোনসো। রিয়াল কোচের ভাষায়, ‘‘সেমিফাইনালে শুরুতেই গোল করলে সেটা ধরে রাখার একটা সুবিধা পাওয়া যায়। কিছু সময় আমাদের রক্ষণে থাকতে হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য ছিল ফাইনালে ওঠা। সেটা আমরা পেরেছি।’’

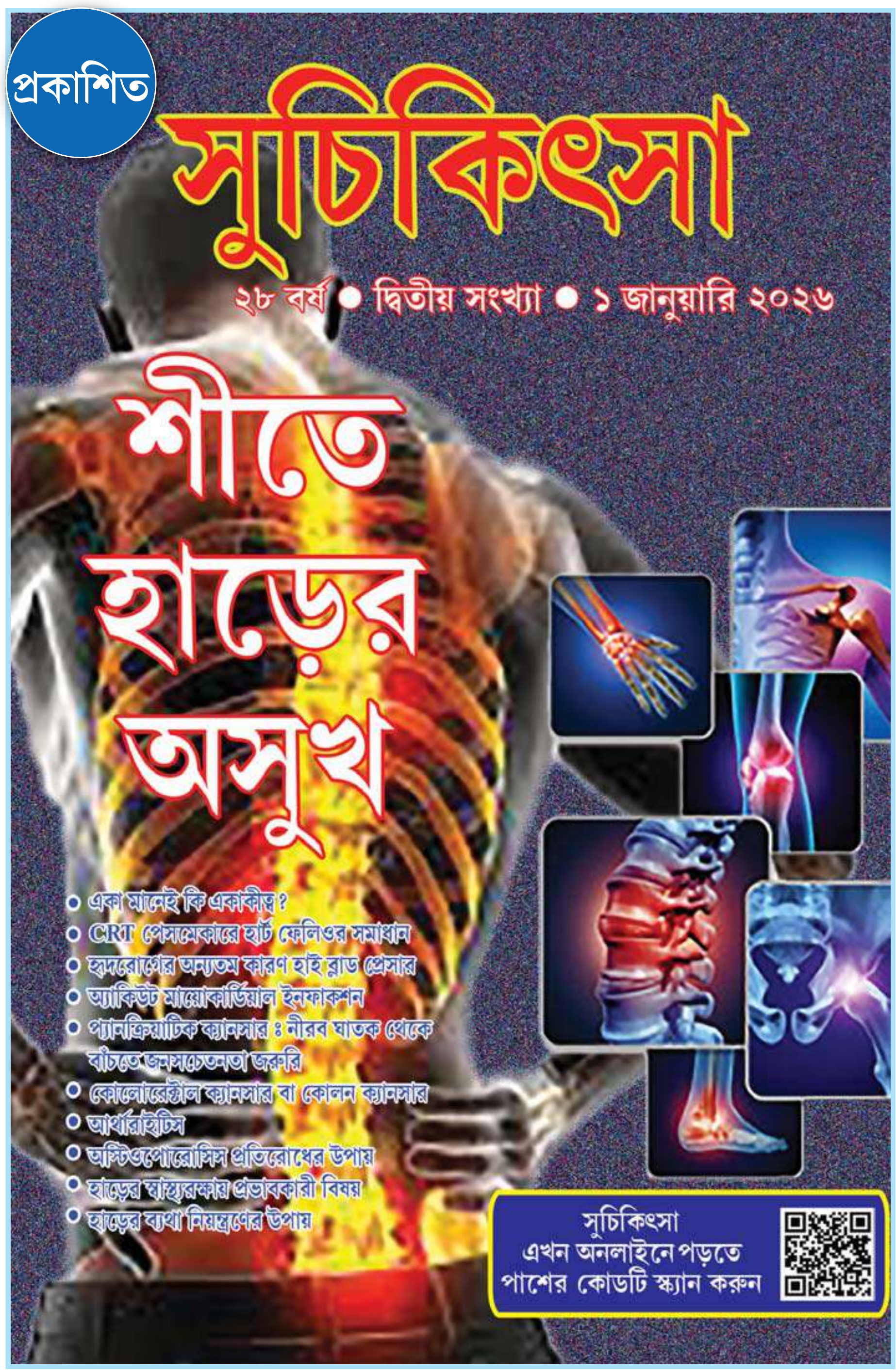

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com